উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

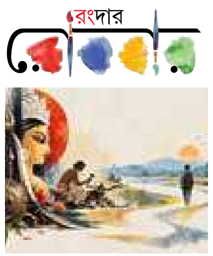

রংদার

অস্ত্র মানেই কি শুধু লোহা, ধার আর আঘাত? না। দেবদেবীর হাতে এ কখনও অশুভের বিরুদ্ধে শক্তির প্রতীক, কখনও মানুষের বিশ্বাসের আশ্রয়। পুরাণ থেকে মানুষের জীবন, নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে আছে তার সুদীর্ঘ যাত্রা।

আয়ুধকথা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন® জাদু মলম
Manmohan Jadu Malam
MK
Since 90 Years
Ph : 9830303398

কাবাডিতে জোড়া সোনা ভারতের ১৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৪°	৩৪°	২৬°	৩৫°	২৬°	৩৫°	২৫°

নভেম্বরে ইরানে হামলার ইঙ্গিত

হরমুজ এখন ট্রাম্প প্রণালী! ১০

শিলিগুড়ি ৯ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 27 September 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 131

চাপে ঐক্যের বার্তা

দিল্লিতে বৈঠক, একজোট 'ইন্ডিয়া'

নয়াদিল্লি ও শ্রীরামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : ছন্নছাড়া বিরোধীরা হঠাৎ কাছাকাছি। এমনকি, অতীতে পরস্পরের বড় শত্রু তৃণমূল ও সিপিএমের মধ্যে আলাপচারিতা শুরু। 'ইন্ডিয়া' জোটও নড়েচড়ে বসেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জোটের বৈঠকের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ যেন বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করার বিরাট সুযোগ এনে দিল।

শনিবার সেই ঐক্যবদ্ধ বিস্ফোরণের ব্যাটনটা যেন নিজের হাতে তুলে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত দু'দিন ধরে তিনি কখনও কথা বলেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে, কখনও রাহুল গান্ধির সঙ্গে। শনিবার শ্রীরামপুরের জনসভায় মমতা বোঝালেন, সিপিএমকে আর অচ্ছুত করে রাখতে চান না তিনি। বাংলার সিপিএম নেতৃত্বও পরিস্থিতির চাপে ঢোঁক গিলছে।

তিনি মনে করিয়ে দেন, ভ্যানিশ কুমার নামটি তিনিই এসআইআর পর্বে দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী শ্রীরামপুরের জনসভায় বলেন, 'আমিই নাম দিয়েছিলাম ভ্যানিশ কুমার। কারণ, সবার নাম ভ্যানিশ করে দিচ্ছিল। জ্ঞানেশ কুমার ধরা পড়েছে। আরও অনেকের কুকর্ম সামনে আসবে। আমরা বলতাম এসআইআর কেন

করেছিলে? শুধুমাত্র জোর করে বাংলা দখল করবে বলে?'

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক অবশ্য বলেন, ''তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আপাতত ইস্যুভিত্তিক। বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের লক্ষ্যে 'ইন্ডিয়া' জোটের বাইরের দলগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।'' বেবি অন্য বিরোধী নেতাদেরও চিঠি লিখে যৌথ আন্দোলনের বার্তা দিয়েছেন। সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কট্টর মমতা বিরোধী বলে পরিচিত।

তিনিও সুর নরম করে বলেছেন, 'দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তৃণমূল সহ বিভিন্ন দলের কাছে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

চিরতরে বন্ধ ফুলেশ্বরী রেলগেট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার মাঝরাত থেকে বন্ধ হয়ে গেল ফুলেশ্বরী রেলগেট। মেডিকেল মোড় সংলগ্ন কদমতলা রেলগেট বন্ধ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই এবার শিলিগুড়ি শহরের ফুলেশ্বরী রেলগেটও বন্ধ করে দেওয়া হল। শনিবার রাত সাড়ে বারোটা থেকে রেলগেট স্থায়ীভাবে বন্ধের কাজ শুরু হয়। রেলগেটের দুইপাশ ঘিরে রাখে রেল পুলিশ। হঠাৎ করে রেলগেট বন্ধ হতে দেখে থমকে যান পথচারীরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রেলের তরফে মাইকিং করা হয়।

এদিকে, এনিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রেলওয়ে সংলগ্ন দোকানগুলো ভাঙা হবে না তো? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গভীর রাত পর্যন্ত রেলগেটের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন ব্যবসায়ীরা। সুকুমার অধিকারী বলেন, 'হয়তো আমাদের দোকানগুলোও আর থাকবে না। কী আর করব। আমাদের দোকানগুলো সরিয়ে নিতে হবে।'

শনিবার জল্পনা শুরু হয় কিছু লোহার ব্যারিয়ার ফেলাকে কেন্দ্র করে। দুপুরের দিকে ওই ব্যারিয়ারগুলো রেলকর্মীরা এসে ফেলার পরেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কয়েকজন ছুটে যান গার্ডের রুমে। গার্ড এ ব্যাপারে কিছু না জানার কথা বললেও আশঙ্কা বাড়তে থাকে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মিহির রায় বলতে থাকেন, 'রেলগেট দিয়ে প্রচুর মানুষ যায়। বাজার বসে। রেলগেট এপার-ওপার করার সময় মানুষজন চা খেয়ে যান। আমরা তাহলে আর কোথায় যাব?' সন্ধ্যা বাড়তেই কিছু রেলকর্মী হাজির হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। জনবহুল এলাকায় এই কাজ চলায় রেলকর্মীদের এ নিয়ে কথা বলতে ওপরমহল থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
আলু ও অন্যান্য বীজ শোধনে
আধুনিক জৈব প্রযুক্তির একমাত্র অপকারী ছত্রাকনাশক
ট্রাইকোস্টার
(ট্রাইকোডারমা ভিরিডি)
TRICHOSTAR
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

ইআরও-দের কাজে জোর নির্বাচন কমিশনের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : নির্বাচন কমিশনারদের ঐক্যবদ্ধ দেখানোর মরিয়া তাগিদ যেন। মতবিরোধের খবর প্রকাশ্যে আসার পর নির্বাচন কমিশনের দ্বিতীয় প্রেস বিবৃতিটি এল শনিবার। যেখানে তিন নির্বাচন কমিশনারের পাশাপাশি বসে বৈঠকের ছবি ছাপা হয়েছে। যাতে বোঝানোর চেষ্টা হল যে, সবকিছু ঠিক আছে। আগের বিবৃতির মতো দ্বিতীয়টিতেও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত খবরের উল্লেখ নেই বটে। তবে বেশকিছু পদক্ষেপের ঘোষণা আছে, যা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এগুলি সেই খবরের জের।

মূলত দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশির যে আপত্তিগুলি সামনে এনেছিল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বিবৃতিতে সেই বিষয়গুলিতে নানা পদক্ষেপের উল্লেখ আছে। কার্যত খবরটি নিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়েছে। চেপে ধরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বিরোধীরা। অন্যদিকে, দুই কমিশনারের ভূমিকাতেও অস্বস্তি বাড়ছিল। তাতে শেষপর্যন্ত ঘরে-বাইরে চাপের মুখে কমিশন নড়েচড়ে বসল বলে মনে করা হচ্ছে।

যেমন, ওই খবরে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) এক্তিয়ার সংকুচিত করার অভিযোগ ছিল। বলা হয়েছিল, ভোটার তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণের বিষয়টি এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে নিজের হাতে রেখেছেন নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি শাখার ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্না।

কমিশনের পোর্টাল ইসিআইনেট ব্যবহারে ইআরও-দের অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। যা করা যাচ্ছিল না বলে অভিযোগ ছিল। পাশাপাশি কমিশন জানিয়েছে, সিনিয়ার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ও আইআইটি-র একজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত কমিটি ওই পোর্টালটি আইন ও বিধির সঙ্গে ইসিআইনেট সংগতিপূর্ণভাবে কাজ করছে কি না, তা যাচাই করে কমিশনের কাছে রিপোর্ট দেবে। কমিশন অবশ্য একে অনিয়মের স্বীকারোক্তি হিসেবে দেখছে না। বরং ব্যবস্থাটির কার্যকারিতা ও বিধিসম্মততা ফের যাচাইয়ের পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছে।

কমিশনের শনিবারের বিবৃতিতে অবশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকার নথিভুক্তির ব্যাপারে অনলাইন হোক বা সশরীরে হোক, শুনানির দায়িত্বে থাকবেন ইআরও-রাই।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
সন্তান প্রত্যাশীদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ
পরিষেবা
• আই.ভি.এফ (টেস্টটিউব বেবি)
• আই.ইউ.আই
• আই.সি.এস.আই
পাকুড়তলা মোড়, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | 9800711112

ভারতীয় দূরসংচার বিনিয়ামক প্রাধিকরণ
Telecom Regulatory Authority of India
TRAI

টিআরএআই অ্যাপ গ্রাহকদের ক্ষমতায়ন করে
উন্নত এবং সংযুক্ত ভারতের জন্য টিআরএআই অ্যাপ ব্যবহার করুন

টিআরএআই মাই স্পিড
ইন্টারনেটের গতি এবং নেটওয়ার্ক কভারেজ পরীক্ষা করুন
ডাউনলোডের জন্য স্ক্যান করুন

টিআরএআই মাই কল
আপনার কলের গুনগত মান এবং কভারেজ পরীক্ষা করুন
ডাউনলোডের জন্য স্ক্যান করুন

টিআরএআই ডিএনডি
স্প্যাম কল এবং এসএমএস-এর রিপোর্ট করুন
ডাউনলোডের জন্য স্ক্যান করুন

আজই অ্যাপগুলি ডাউনলোড করুন

CBC 06218/13/0005/2627

Follow us on: @TRAI @trai.official_ Telecom Regulatory Authority of India

প্রকাশিত হল

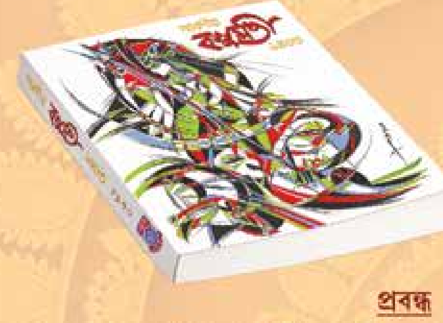

শারদীয় বসুমতী ১৪৩৩

মূল্য: ₹১৭০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রবন্ধ
• সুদীপ ব্যানার্জী • স্বামী ত্যাগরূপানন্দ • তথাগত রায়
• মেধা বন্দ্যোপাধ্যায় • নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় • ড. পরেশচন্দ্র দাস

উপন্যাস
• জয়ন্ত দে • বিনতা রায়চৌধুরী • বিপুল দাস • সুদীপ ঘোষ
• ভাস্কর জ্যোতি বেরা

গল্প
• রজতশুভ্র মজুমদার • সুমনা নাগ • মৌমিতা ঘোষ
• সোনালি মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য • মাধবী দাস • অরিজিৎ চক্রবর্তী
• স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় • নন্দিতা মিশ্র চক্রবর্তী

কবিতা
• বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় • অজিত বাইরী • শ্যামলকান্তি দাশ
• শ্বেতা চক্রবর্তী • রবীন্দ্রনাথ সামন্ত • ঋজুরেখ চক্রবর্তী
• সুবীর দাস • দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় • রুবাইয়া জুঁই
• দেবযানী আইচ • দেবারতি রায় • পায়েল দেব • অরিন্দম রায়
• সৌমজিৎ আচার্য • জয়ন্ত কুমার সাহা • জয়াশিস ঘোষ • মীরা বেরা • দীপাশিখা পোদ্দার • অর্পিতা দাস • অরিজিৎ বাগচী
• বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস • রবীন চক্রবর্তী • তমাল লাহা • আশিস গিরি • অর্ক সাহা • যশোধরা রায়চৌধুরী • নমিতা চৌধুরী
• কেতকীপ্রসাদ রায় • পত্রালি গুহ • সুশীল মণ্ডল • পঙ্কজ সাহা
• সুপ্তশ্রী সোম • মুক্তিপ্রকাশ রায়

সরাসরি
• তসলিমা নাসরিন
চলচ্চিত্র :
• প্রদীপ কুমার রায়
ভ্রমণ
• কৃষ্ণা রায় • পার্থ মণ্ডল
বিজ্ঞানভাবনা
• প্রফেসর ড. নবব্রত ঘোষাল
স্বাস্থ্য
• ডা. নারায়ণ ব্যানার্জী
সাজ
• চৈতালী রায়
কমিকস (সম্পূর্ণ রঙিন)
• দস্যু মোহন
খেলা
• স্বাগতা ঘোষ
রান্না
• নূপুর সরকার
শব্দ শৃঙ্খল
• বিভাংশু দত্ত
বহুবর্ণ চিত্র
• সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
• পার্থপ্রতিম দেব • শ্রীকান্ত গুঁই
প্রচ্ছদ : মুক্তিরাম মাইতি

ICA-D1479(9)/2026

প্রাপ্তিস্থান : বইঘর (নন্দন চত্বর) | বইঘর (কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস)
বসুমতী কার্যালয়, ১৬৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০১২
*ঘরে বসে পেতে যোগাযোগ করুন— 91470 52294
(*শর্তাবলী প্রযোজ্য)
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজস্ব উদ্যোগের ফল পাবেন। প্রেমের ব্যাপারে দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে। রাজনীতিকরা খুব সতর্কভাবে কথাবার্তা বলুন। সামান্য কথার ভুলে গভীর সংকট তৈরি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে উপহারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।
বৃষ : অধ্যাপনা, গবেষণার সঙ্গে যুক্তদের এ সপ্তাহে সাফল্যের সম্ভাবনা। প্রিয় বন্ধুর হস্তক্ষেপে দাম্পত্য সমস্যা মিটে যেতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। মাথা এবং চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। এ সপ্তাহে পড়ুয়াদের সাফল্য মিলবে।
মিথুন : অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য এবং দূরবর্তী স্থানে ব্যবসার শাখা বিস্তার। নতুন, জমি, বাড়ি, গাড়ি, অলংকার কেনার সুযোগ মিলবে। শেয়ার, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সমর্থনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়বেন।
কর্কট : বিষয়সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধ। বেদ-পুরাণ চর্চা ও সাধুসন্তদের সেবায় মানসিক শান্তি মিলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। এ সপ্তাহে নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমে শুভ।
সিংহ : কর্মক্ষেত্রে জটিলতার জেরে বিকল্প কাজের সন্ধানে যেতে হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে এ সপ্তাহে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা। পৈতৃক ব্যবসায়ে বাড়তি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা।
কন্যা : কর্মক্ষেত্রে বিনয়ী মনোভাব নিয়ে চললে বিরোধীরা পেয়ে বসবে। পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের কোনও ব্যক্তির কথায় কান দেবেন না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে না গিয়ে কথাবার্তায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে।
তুলা : এ সপ্তাহে প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে পেতে পারেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। শারীরিক সমস্যা অল্পবিস্তর ভোগাবে। কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। যে কোনও রকমের বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।
বৃশ্চিক : সপ্তাহজুড়ে পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। ভাইয়ের সহায়তায় কঠিন কাজের সমাধান হয়ে যাবে। ললিতকলার চর্চায় অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে দেশের বাইরে যেতে হতে পারে। হাঁটু, কোমর এবং পায়ের দুর্ভোগ।
ধনু : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় আনন্দ। শত্রুর মোকাবিলায় আইনি পথেই সমাধান করতে সক্ষম হবেন। স্বজনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হলেও সপ্তাহ শেষে মিটে যাবে। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন।
মকর : অকারণে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে এ সপ্তাহে উদ্বেগ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে। জমি, বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত এখনই নেবেন না।
কুম্ভ : কোনও লোভনীয় প্রস্তাব পেলেও তা বাড়ির কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। অংশীদারি ব্যবসায় এখন না নামাই ভালো হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি।
মীন : প্রতিবেশীর কথায় নির্ভর করে বাড়ির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদ বাড়বে। উদাসীনতায় ভালো সুযোগ নষ্ট করে ফেলবেন। স্পষ্ট কথায় বিড়ম্বনায় সমস্যা বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৫ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৯ আহিন, সংবৎ ১ আশ্বিন বদি, ১৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৭। রবিবার, প্রতিপদ রাত্রি ৯।২২। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১২।২২। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১।২৮। বালবকরণ দিবা ৯।৪৪ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।২২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১২।২২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৯।২২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৯।২২ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৯।৫৯ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।২৯ গতে ২।২৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।২২ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১২।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪৬ গতে পূর্বে, উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ৯।২২ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধ্যা ৫।২৭ গতে রাত্রি ৮।৯ মধ্যে মীন ও মেষলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব কন্যাদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৬ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ২।৪৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৪ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।২৮ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৫।৩০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩১ গতে ৪।১৬ মধ্যে। পর্যটন দিবস (২৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 30/5'-1", সরকারি চাকুরে। 31-35'এর মধ্যে সঃ চাকরি পাত্র চাই। কোচঃ, জলঃ, আলিঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। (M) 9832469770. (C/123928)
■ পাত্রী জলপাইগুড়ি জেলা নিবাসী, রাজবংশী। বয়স ২৯, উচ্চতা ৫ ফুট, সরকারি ব্যাংক ম্যানেজার, M.Sc., B.Ed.-এর জন্য যোগ্য রাজবংশী পাত্র কাম্য। নো ম্যাট্রিমনি। 7384512223, 7908297746. (K)
■ জলঃ, Gen., 29/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, শান্ত পাত্রীর জন্য সঃ/বেসরকারি চাকরিজীবী, যোগ্যতাসম্পন্ন শুভ্র পরিবারের ভদ্র পাত্র কাম্য। সত্বর সরাসরি যোগাযোগ করবেন। Mob.No. 8597635530. (C/123181)
■ কায়স্থ, ফর্সা, 24/5'-4", B.Sc. Nursing pass, বর্তমানে শিলিগুড়ি নার্সিং কলেজের টিচার। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নয়। 6 P.M. to 10 P.M. 8001024876. (C/123945)
■ কায়স্থ দত্ত, 30/5'-1", Govt. JNM নার্স। স্থায়ী সরকারি সুচাকরি পাত্র কাম্য। সরাসরি। (M) 7872347198, কোচবিহার। (C/123705)
■ সাহা, ৩৫/৫', সরকারি চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/123703)
■ ব্রাহ্মণ, 38/5', M.A., সুশ্রী, সঃ চাকুরে পাত্রীর জন্য সঃ/অসঃ/ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি নিবাসী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 9679920313. (C/123183)
■ পাত্রী সাহা, 24+/5', M.A. পাশ, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 30-এর মধ্যে পাত্র কাম্য (সরকারি চাকুরে অগ্রগণ্য)। (M) 9126480714. (C/123938)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.Sc., বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7047934466. (C/123936)
■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, B.Tech., সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/123936)
■ ব্রাহ্মণ, 31, Ph.D.-রত, শিক্ষিকার জন্য শুধুমাত্র উপযুক্ত সঃ চাকুরে/ব্যাংক/অধ্যাপক পাত্র কাম্য। (P) 9002875953. (C/123934)
■ কায়স্থ, 26+, ICDS Helper, 5'-4", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর সরকারি চাকুরে, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 8967629350. (S/C)
■ কুলীন, কায়স্থ ঘোষ, নরগণ, বৃষ রাশি, 28/5'-2", M.Com., নম্র, ভদ্র, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 7365099366. (C/123946)
■ তৃফানগঞ্জ নিবাসী, কায়স্থ, বয়স 30/5'-1", B.Sc. (Math), B.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 9614946246. (D/S)
■ বোস, 28/5'-4", M.A. (E), B.Ed., দেবারি (মাঙ্গলিক), নরগণ বাদে উপযুক্ত (মাঙ্গলিক) পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 7602159527. (D/S)
■ 28/5'-3", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্যাঙ্গালোর-এ প্রতিষ্ঠিত MNC Company-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8172097658. (C/123576)
■ 30/5'-2", সরকারি Bank-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7319346146. (C/123576)
■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, 28/5'-2", Widow, নিজের তিনতলা বাড়ি এবং নিজস্ব ব্যবসা, পিতা-মাতা প্রয়াত। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7047525883. (C/123576)
■ 26/5'-2", উঃ বঙ্গ নিবাসী, Pvt. School শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7047243203. (C/123576)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, একমাত্র মেয়ে, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (মেয়ের একটা সন্তান আছে)। (M) 9749393655. (C/123576)
■ ৩০+, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও রাজ্য সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/123576)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬+, সুশ্রী, M.Sc., B.Ed. পাশ ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/123576)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পাশ ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/123576)
■ জন্ম ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, MBA পাশ ও বেসরকারি ব্যাংক-এ চাকরিরতা কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/123576)
■ কোচবিহার নিবাসী, পাত্রী বসাক, 29+, দেবারিগণ, M.A., B.Ed., NET, SET qualified, বর্তমানে Ph.D. করছে। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Contact : 8972611735. (C/123702)
■ মাস্টার্স চাকরিরতা, পূর্ববঙ্গীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, দেবারি, কর্কট, ৫'-৪"/২৯+, সুশ্রী পাত্রীর পূর্ববঙ্গীয়, লগ্ন, ৩২-৩৪ বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গ বা আসামের বাসিন্দা, দক্ষিণ ভারত অথবা মুম্বাই পুনাতে চাকরিরত দাবিহীন বাঙালি ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 9435060101. (C/123939)
■ সাহা, 23, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য ভালো এবং সাধারণ পরিবারের সন্তান। দেনাবিহীন পাত্র দরকার। 9733066658. (C/123577)
■ ব্রাহ্মণ, 1984, 5'-3", M.A., Eng. Hons., ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র বিবাহ, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832324311. (C/123577)
■ SC, 27/5'-3", M.A., B.Ed., হোমটিউটর, সুন্দরী, শুভ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734488572. (C/123577)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 5'-5", ফর্সা, 27, প্রাইভেট জব-রত, বিয়ের আগে রেজিস্ট্রি ও ডিভোর্স, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 36, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। ডিভোর্সি চলিবে। (M) 9593868506. (C/123919)
■ নমঃ, 26, M.A., B.Ed., 5'-2", পিতা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, মাতা প্রাথমিক শিক্ষিকা, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র কন্যার সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9647748106. (S/C)
■ ব্রাহ্মণ, ২৯+, M.A. (Eng.), B.Ed. পাশ CBSE Board, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। ঘটক, ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8538806421. (B/B)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/123922)
■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, দেবারিগণ, 30 বছর, 5'-5", ফর্সা, সুন্দরী, B.Tech., পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন- 8016694187. (C/123340)
■ ডিভোর্সি, 34/5'-1", কায়স্থ, সুশ্রী, M.A., D.El.Ed., একমাত্র সন্তান, সরকারি অফিসে অস্থায়ীপদে কর্মরত পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 8768970328. (B/B)
■ ব্রাহ্মণ, 28+/উচ্চতা 5'-6", উজ্জ্বল ফর্সা, Interior ডিজাইনার পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8509080168. (C/123561)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বৈদ্য, সুন্দরী, ফর্সা, 37/5'-5", B.A., LLB, Hons., বৈদ্য, কায়স্থ পাত্র উকিল চাই। Mob. No. 9614635819. (C/123882)
■ শিলিগুড়ি, রায়, 42/5'-2", B.A. (Hons.), সুশ্রী পাত্রীর স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9832073580. (C/123893)
■ কায়স্থ, শাণ্ডিল্য গোত্র, 5'-3", ফর্সা, বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা, শিলিগুড়ি নিজ বাড়ি, ৩৬ (বয়স), পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক। কন্যা কর্মরতা (লেকচারার) অধ্যাপিকা। অধ্যাপক/হাইস্কুল শিক্ষক কাম্য। বিবেকবান, দায়িত্বশীল পাত্র নিজ জীবন-জাপনের জন্যই কাম্য। 8927429372. (C/123897)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, সুন্দরী, BBA/LLM, 26/5'-6", (উকিল) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 8509026260. (C/123903)
■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, গুরুপাওয়ে ইউএস বেসড কনসাল্টিং ফার্ম- জেডএস (ZS) অ্যাসোসিয়েটে ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট পদে কর্মরতা, ১৫ লাখ/বাৎসরিক বেতন, ৩০ বৎসর, ৫'-২", ফর্সা, সুশ্রী, কর্মকার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বর্ণ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক, মাতা জেলা জনস্বাস্থ্য আধিকারিক। যোগাযোগ- 9474720284. (C/123149)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮/৫'-৩", M.Tech., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একমাত্র সন্তান, পিতা রিঃ সঃ অফিসার। উপযুক্ত সঃ চাকরিজীবী, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 9436677253. (C/123893)

পাত্র চাই

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কায়স্থ, 27+/5'-2", M.A. পাশ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। আলিপুর/কোচবিহার অগ্রগণ্য। ম্যাট্রিমনি, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7001385799. (C/123333)

পাত্রী চাই

■ উঃ বঃ, হলদিবাড়ি নিবাসী, কায়স্থ, মিত্র, 38/5'-4", M.A., ব্যবসা ও গৃহশিক্ষকতায় যুক্ত পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7699907955. (C/123923)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, B.A., 40/5'-4", কাশ্যপ গোত্র, মধ্যবিত্ত, দেবারিগণ, নেশাহীন ব্যবসায়ী পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9641579504, 9832455880. (C/123930)
■ চা-পাতার ব্যবসা, স্নাতক, সাবর্ণ, 33, সলসলাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, ব্রাহ্মণ পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8016634480. (C/123575)
■ কায়স্থ, 37/5'-1", গৃহশিক্ষক, পাত্রী কাম্য। 7432934723. (C/123917)
■ দঃ দিঃ, ব্রাহ্মণ, 29, Ph.D. চলছে, আয় 55 হাজার/মাস, শিলিঃ সংলগ্ন ছোট ফ্যামিলির পাত্রী অগ্রগণ্য। 9832608747. (C/123940)
■ কায়স্থ, 33/5'-5", B.Tech., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8207093110, জলপাইগুড়ি। (C/123182)
■ কুলীন কায়স্থ, সম্ভ্রান্ত, সচ্ছল পরিবার, দোতলা বাড়ি, গাড়ি আছে, সুচাকুরে, ৩৮, দেবারিগণ, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832065122, ম্যাট্রিমনি বাদে। (C/123180)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, B.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123936)
■ ব্রাহ্মণ, ৪৮/৫'-৮", হোমিও ডাক্তার পাত্রের পাত্রী চাই। ঘটক, ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। ৯৭৪৩০৪৫৬৭৫ (মোঃ)। (C/123577)
■ B.Tech., MNC, 19+ LP, বর্তমানে পুনে, গন্ধবণিক, দেবগণ, A+, 30+/5'-5", পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। শুধু অভিভাবক-9734363365. (C/123941)
■ দাস SC, শিলিগুড়ি, রেলওয়ে স্থায়ী পদে কর্মরত, 30/5'-8", পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব 27 পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 9434816207. (C/123933)
■ Wanted Bride for Guwahati, Assam resident Bengali Brahmin, Handsome, PSU, Bank Officer (5'-10"). Manglik, Debarigon, Matrimony excused. Contact : 6900649553. (C/123935)
■ বারুজীবী, 33+/5'-7", MBBS, MD, পাত্রের জন্য MBBS, MD বা সরকারি উচ্চপদে কর্মরত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 9434711022. (C/123946)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 38/5'-6", MBA, Pvt. Ltd. Co.-তে কর্মরত (অন্য রাজ্য), পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8016920942 (5 P.M.-10 P.M.). (C/123946)
■ পাল, 33+/5'-7", দেবারিগণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিরত পুত্রের জন্য ২২ থেকে ২৮-এর মধ্যে ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। অভিভাবকই সরাসরি যোগাযোগ। কোচবিহার, আলিপুর জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9800587370. (D/S)
■ 34/5'-8", উঃ বঙ্গ নিবাসী, ব্যাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত MNC Company-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7063143203. (C/123576)
■ 39/5'-8", সরকারি Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 8653532785. (C/123576)
■ পাত্র কুলীন কায়স্থ, MCA সফটওয়্যার ডেভেলপার, উত্তরবঙ্গে নিজস্ব বাড়ি। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, সংসার করেনি, বয়স 36/6 ফুট লম্বা, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই, কোনও দাবি নেই। (M) 7384004567, ঘটক চাই। (C/123576)
■ কায়স্থ, 32/5'-10", MBA, সুদর্শন, শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832371949. (C/123576)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪০+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্র, নিজস্ব বড় ব্যবসা। যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/123576)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২+, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্র, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9749393655. (C/123576)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/123576)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে সরকারি ব্যাংক-এর স্কেল ওয়ান অফিসার। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9242295120. (C/123576)
■ Civil Engineer, নিজস্ব অফিস, বয়স 38+, উচ্চতা 5.3 ft., রাজবংশী, বাবা Ex-Army, বাগডোগরায় নিজের বাড়ি, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্র-এর জন্য Bengali/Rajbanshi, Divorcee/Unmarried পাত্রী চাই। No. 7047623868. (C/123937)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, BDS/MDS, নিজস্ব চেম্বার, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য BDS/MDS অথবা সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। (M) 6297245926. (C/123936)
■ জন্ম ১৯৯৪, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) পাত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7596994108. (C/123576)
■ Gen., 34/5'-8", M.Sc., Ph.D. Govt. কলেজের অধ্যাপক পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 9733088858. (C/123577)
■ কায়স্থ, 31/5'-6", BBA, Private Company-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9641761975. (C/123577)

পাত্রী চাই

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বয়স, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7478203371. (C/123936)
■ EB, কায়স্থ, কলকাতা, 32/5'-10", MBA, MNC-তে কর্মরত পাত্রের 26-29, কর্মরতা সুপাত্রী কাম্য। 7029021624. (C/123577)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মজুমদার, একমাত্র পুত্র, ২৯ বছর (M.Com.), কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ- 9434052764. (C/123578)
■ কায়স্থ, 37/5'-11", বিকম (H), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (HRD & LW), চা-বাগানে ম্যানেজমেন্ট পদে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9734008727. (C/123579)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স 31/5'-7", B.Tech., M.Tech., Civil Engineer, বর্তমানে Commercial Pilot (Under Training), উচ্চশিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই (কায়স্থ পূর্ববঙ্গ), পিতার ব্যবসা, Govt. Contractor. (M) 7797803077. (A/B)
■ কোচবিহার, কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, Auction ও অন্যান্য ব্যবসা, মা ও ছেলে। মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832297149. (C/123947)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। নিজস্ব বাড়ি। শিক্ষিতা, সুন্দরী, চাকরিজীবী পাত্রী চাই। ফোন নং-6296660191. (C/123904)
■ তন্তবায়, 30/5'-7", ফর্সা, স্নাতক, ধূপগুড়ি নিবাসী, সঃ ব্যাংকে কর্মরত, একমাত্র সন্তান। সরকারি কর্মরত, শিলিগুড়ি নিকটস্থ বৈশ্য/কায়স্থ, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832425888. (A/B)
■ মহনাগুড়ি, 34/5'-9", সাহা, MCA, SBI-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, শিক্ষিতা, জেনারেল পাত্রী কাম্য। ঘরোয়া অগ্রগণ্য। শুধু অভিভাবক ফোন করবেন। (M) 9641670732. (S/C)
■ দাস (SC), 30+, B.Tech. B.Pharm, 5'-7", MNC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8159929339. (S/C)
■ কায়স্থ, ৪২, ডিভোর্সি, পৈতৃক ব্যবসা, পাত্রের জন্য অবিবাহিত অথবা ডিভোর্সি, ৩৭-এর ভিতর শিক্ষিত পাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি যোগাযোগ করবেন না। মোঃ নং-9830300886. (C/123921)
■ বারুজীবী, 38+, M.A., B.Ed., 5'-7", গৃহশিক্ষক ও ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9832449424. (S/C)
■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, বয়স ২৮/৫'-৮", একমাত্র সুদর্শন পুত্র, কোচবিহারে নিজস্ব দোতলা দোকান সহ তিনটে বাড়ি। ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9531747511. (C/122698)
■ কায়স্থ, 38+/5'-6", B.A., নিজ ভ্রিতল বাড়ি, মুদি ও স্টেশনারি দোকান, মধ্যবিত্ত পাত্রী চাই। 9064587607. (C/123923)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিদাওয়া নেই। 8637896519. (C/123922)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৮, M.Sc., সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য ডিভোর্সি, উইডো পাত্রী চাই। 9242547789. (C/123922)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩৩, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/123922)
■ কোচবিহার নিবাসী, ৩১, M.Tech., PWD-তে কর্মরত। এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/123922)
■ বণিক, 34/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারোবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/123344)
■ পাত্র সরকার, বয়স 25/5'-5", B.Sc., ইলেকট্রনিক দোকান, ব্যবসায়িক, জিলা-জলপাইগুড়ি, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ নম্বর- 8011772545. (C/123925)
■ পাত্র মজুমদার, বয়স 37, পেশা-মডুলার ফার্নিচার মিস্ত্রি, গয়েরকাটা নিবাসী, একমাত্র পুত্র। 8011772545. (C/123925)
■ উঃ বঙ্গ, 33/5'-7", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারিতে কর্মরত পাত্রের পাত্রী কাম্য। না দেবারি, না মাঙ্গলিক। 8250780591. (C/123168)

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী, ব্রাহ্মণ, একমাত্র সন্তান। 36/5'-7", M.A., শিলিগুড়িতে বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত। সচ্ছল ছোট পরিবার। সাধারণ, মার্জিত (অনূর্ধ্ব 30) পাত্রী কাম্য। যোগাযোগে ইচ্ছুক। (M) 9775474834, 8927550360. (C/123173)
■ পাত্র পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, ২৯/৫'-৭", B.Sc., পেশায় শেয়ার মার্কেট ট্রেডার। সচ্ছল, শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবার, কলকাতা ও জলপাইগুড়িতে নিজস্ব বাসস্থান। নম্রস্বভাব, সুশ্রী, শিক্ষিতা, সংসারী ও গৃহকর্মে পারদর্শী, অনূর্ধ্ব ২৫ পাত্রী কাম্য। অন্য বিশেষ দাবি নেই। যোগাযোগ-8298701217. (C/123177)
■ কায়স্থ, দিল্লী নিবাসী, বর্তমানে কানাডাতে (আদি বাড়ি কোচবিহার) ব্যাংকে কর্মরত, 33/5'-6", পেশাজীবী পাত্রের কনভেন্ট উচ্চশিক্ষিতা, উজ্জ্বল শ্যাম/গৌরবর্ণ, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9811392242, 9711298850. (C/123880)

BRIDE WANTED

Seeking an educated, graceful and attractive Bengali / Non- Bengali Bride from a respectable family for a 32 year old, 6'1", Well- educated and Well-settled Groom, the only son of a retired Bengali Kayastha Father and Non-Bengali Mother. He has his own established business and house in Siliguri.

(W):- 7477396728

■ পাত্র সাহা, 37+/5'-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 32-এর মধ্যে। (M) 9475046694. (C/123817)
■ কায়স্থ, দাস, 33/5'-1", B.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832060158. (C/123918)
■ B.Tech., 32, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মী, 5'-4", জলপাইগুড়ি নিবাসী, দাবিহীন পাত্রের সুশ্রী, M.A. (Eng.), M.Sc. (25-27) মধ্যে পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। (M) 9231681731. (S/C)
■ কায়স্থ, 34/5'-9", MBA, বেসরকারি সংস্থায় শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9775795068. (C/123883)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 33/5'-7", Ph.D., দক্ষিণ দিনাজপুরে কর্মরত, কলেজের অধ্যাপক। সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 7501607175. (C/123889)
■ কোচবিহার, জেনারেল, 40/5'-7", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, B.Com. (H), দেবারিগণ, এমএমসি কর্মরত, ডিভোর্সি। পাত্রী কাম্য। মোঃ 9614197675. (C/122694)
■ মালদায় বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, 31+ বয়সি, 5'-3", ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 8013502300. (C/123331)
■ দেবনাথ, 28+/5'-6", আলিপুরদুয়ার শহর নিবাসী, আলিপুরদুয়ারে NHAI-এ কর্মরত (Central Govt.) contractual basis সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করবেন-9932143956. (C/123332)
■ কায়স্থ, 31+, B.A., 5'-6", অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9474591383. (S/C)
■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 31+/5'-8", পঃ বঃ পুলিশ কনস্টেবল পদে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9733024695. (C/123335)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, তিলি পাল, 30+/5'-8", BBA, ব্যবসা, পাত্রী কাম্য। অভিভাবকে যোগাযোগ করুন। (M) 9434208283. (C/123892)
■ সাহা, M.Sc., 29/5'-11", একমাত্র পুত্র, সিকিমে ঔষধ কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। অনূর্ধ্ব 25, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। M.No. 9641922801. (C/123887)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ রেজিস্ট্রেশন-বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/123545)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 25, B.Tech., SBI Bank-এ কর্মরতা, সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 7407777995. (C/123577)
■ পাল, বয়স 27, উচ্চতা 5'-4", M.A., D.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 7679419622. (A/B)
■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 5'-3"/33+, M.A., B.Ed. (ভূগোল), বেসরকারি সহ শিক্ষিকা, স্লিম, সুশ্রী। যোগ্য পাত্র চাই। মোঃ 8944051857. (জলঃ)। (C/123179)
■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ দাস, পাত্রীর জন্য সরকারি বা বেসরকারি পাত্র চাই। পাত্রী B.A. পাশ। (M) 9474877065. (C/123905)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.A. (ইংরেজি), প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242412769. (C/123922)

■ রাজবংশী, বিটেক সিভিল, ৩৪/৫'-৫", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। পিতা-মাতা হাইস্কুল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। কাস্ট নো বার। 9074720149. (C/123167)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী, বয়স 32/5 ft., B.Sc.(H), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 42, সরকারি/বেসরকারি, MNC চাকুরে, উত্তরবঙ্গের পাত্র কাম্য। (M) 8159967734, 9064161913 (W/A). (C/123174)
■ কায়স্থ, 32/5'-6", MSW, পেশায় সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী (বিবাহ পরবর্তীতেও কাজ করবে), 35-38 মধ্যে জলপাইগুড়ির স্থায়ী বাসিন্দা, সংস্কৃতিমনস্ক উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ফোন-9547099495 (6 P.M. - 10 P.M.). (C/123172)
■ অসমের শিলচর N.I.T-র ব্রাহ্মণ (ভরদ্বাজ), (৩৫), উঃ অধ্যাপিকা কন্যার জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। যোগাযোগ-(রাত্রি ৯-১১টা), 9733483528. (C/123169)

■ সরকার, M.A., D.Ed., ৩৬+/৫', ফর্সা, দেবগণ, প্রাইমারি টেট পাশ। একমাত্র সন্তান। বেঃ জব। পিতা রিটায়ার্ড। সঃ/বেঃ কর্মী পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নয়। 8170902431. (C/123891)
■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/123546)
■ কায়স্থ, 5'-5"/34, ডিভোর্সি, ব্যাঙ্গালোরে IT কোম্পানিতে কর্মরত (Manager), মাসিক আয় 1 lakh, শিলিগুড়ি ও ব্যাঙ্গালোরে একাধিক বাড়ি, ব্যবসায়ী পিতার একমাত্র কন্যার উপযুক্ত ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্র কাম্য। (M) 9002639665. (C/123916)
■ ব্রাহ্মণ, M.A., B.Ed., শিক্ষিকা কন্যা, 32/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র। (M) 8918811378, 8900482466. (C/123902)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-5", B.Com. পাশ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিঃ নিজস্ব দুটো ফ্ল্যাট, একমাত্র সন্তান, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9679294554 (5 P.M. - 11 P.M.). (C/123571)
■ ব্রাহ্মণ, 43, স্নাতক, 5'-3", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বিপত্নীক পাত্রের বিধবা পাত্রী চাই। (M) 9083625814. (S/C)
■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, M.Tech., সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/123936)
■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৫, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123936)
■ ব্রাহ্মণ, 43/5'-6", রাজ্য সরকারি চুক্তিভিত্তিক চাকরিজীবী পাত্রের জন্য B.A. পাশ, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 8967182978. (C/122696)

ঘরভর্তি কাদা, পাটের আঁশ ছাড়িয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধ

ভূতনির মহিলারা যেন সংসারের মায়াজালে বেঁধে বেঁধে থেকেও ঠিক 'সংসারী' হতে পারেননি। পারবেন বা কী করে! প্রতি বছর বন্যার ছোবল। ঘরবাড়ি ছেড়ে বাঁধে আশ্রয়, জল নামলে আবার লোটাকম্বল নিয়ে ফিরে আসা। চক্রবৎ এই জীবন। বন্যার পলিতে ধামাচাপা পড়ছে অযুত স্বপ্ন।

সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী

ভূতনি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শুধু ছাতু আর জল খেয়ে মানুষ ক'দিন কাটাতে পারে? কিংবা দু'মুঠো মুড়ি আর এক খণ্ড গুড়?

বানভাসি ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের গোবর্ধনটোলা গ্রামের পরম মণ্ডল কিন্তু গত একপক্ষকাল ছাতু খেয়েই বেঁচে আছেন। স্বামীহারা বছর সত্তরের এই বৃদ্ধার পরিবারে কেউ নেই। ছেলেরা ভূতনি ছেড়েছে। এবারের বন্যায় তাঁর বাড়ির অর্ধেক ডুবে গিয়েছিল। জল নামলেও বাড়িতে থাকার মতো অবস্থা নেই। ঘরের মেঝেতে পলির পুরু আস্তরণ। কাদামাটি চারিদিকে। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। তাই বাঁধেই আছেন পরম। ত্রিপল খাটিয়ে। তবে একটি বিশেষ কাজে বাঁধ থেকে সকালে গ্রামে আসছেন তিনি, আবার গোধূলিবেলায় ফিরে যাচ্ছেন বাঁধের আশ্রয়ে।

ভূতনির গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখা গেল, অবশিষ্ট ফসল বাঁচানোর মরিয়া প্রয়াস চলছে এখন। ফসল বলতে পাট। এবারের বন্যায় পাট চাষে যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। সিংহভাগ ফসল গিলেছে গঙ্গা ও ফুলহরের জল। যেটুকু ফসল বেঁচেছে, তা আর কোনওভাবেই নষ্ট হতে দিতে চান না কেউ। জল নামতেই গ্রামীণ রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে মহিলারা জাঁক দেওয়া পাট গাছ থেকে কাঠি আর সোনালি আঁশ আলাদা করছেন। সেই কাজে যোগ দিতেই বাঁধ থেকে গ্রামে আসছেন পরম। শুধু ছাতু খেয়ে সারাদিন ভিজে কাপড়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁর উপার্জন মাত্র ২৫০ টাকা। কিন্তু কিছু করার নেই। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মেরামত এবং দু'বেলা ভাতের ব্যবস্থা করতে এই মুহূর্তে পাটের কাজে শামিল হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যস্ত মহিলারা। ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতে।

তাই শুধু পরম নন, গোবর্ধনটোলার রিতা মণ্ডল, কেদারটোলার শ্রীমতী মণ্ডল, কুন্তী মণ্ডলরা বাড়িতে ফিরেই রোজগারের পথে পা বাড়িয়েছেন। ভূতনির এই মহিলারা যেন সংসারের মায়াজালে বেঁধে বেঁধে থেকেও ঠিক 'সংসারী' হতে পারেননি। পারবেন বা কী করে! প্রতি বছর বন্যার ছোবল। ঘরবাড়ি ছেড়ে বাঁধে আশ্রয়, জল নামলে আবার লোটাকম্বল নিয়ে ফিরে আসা। চক্রবৎ এই জীবন। বন্যার পলিতে ধামাচাপা পড়ছে অযুত স্বপ্ন।

পাটের আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে কুন্তীর কথা, 'প্রতি বছর বাড়ির ক্ষতি হয়। পাকা বাড়ি বানানোর মতো টাকা নেই। তাই ঘর গুছিয়ে কী করব? পাটের কাজ সবসময় হয় না। আমাদের টাকা দেবে কে? সরকারি ভাতা পাই না। ত্রাণও মেলেনি ঠিকমতো। তাই আগে রোজগারের কথা ভাবতে হচ্ছে। টাকা হাতে পেলে তবেই তো বাড়ি মেরামত করতে পারব।'

গোবর্ধনটোলার অমলকুমার মণ্ডল প্রায় আট বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলেন। অর্ধেক নষ্ট হয়েছে। বাকি পাট বাঁচাতে না পারলে অনিবার্য বিপদ। তাই তিনি ১৭ জনকে কাজে রেখেছেন। কোমরসমান কাদাজলে সারাদিন ডুবে দূরের মাঠ থেকে পাট গাছ বয়ে আনছেন পুরুষরা। ভিজে পাট ডাঙ্গায় আনা আরও কষ্টকর। কারণ জলে ভিজে ওজন দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই পুরুষদের মজুরি ৫০০ বা ৬০০ টাকা। সেখানে কাদামাটি মেখে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে মহিলাদের হাতে আসছে ২০০-২৫০ টাকা। মজুরিতে বৈষম্য থাকলেও ভেদাভেদ নেই নিজেদের মধ্যে। অমল বললেন, 'বন্যা না হলে ১৩ কুইন্টাল পাট হত। সেখানে ৫-৬ কুইন্টাল ফসল পেয়েছি। কুইন্টাল প্রতি ৯-১০ হাজার টাকায় বিক্রি হবে। ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা হয়েছে, গ্রাম থেকে কাঠি কিনে নিয়ে যাবে। এবার দাম কম পাব। পাট কালো হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু না করলে পাট বাঁচানো যেত না।'

শুধু যে মজুরির বিনিময়ে সবাই কাজ করছেন তা নয়, পারিবারিক জমির পাট বাঁচাতে কাজে লেগে পড়েছেন হিরানন্দপুর পঞ্চায়েতের মান্নুটোলা গ্রামের রাধেশ্যাম মণ্ডল, সুমন মাহাতোরা। বাঁধেও পাটের কাজের তৎপরতা তুঙ্গে। তবে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি নেমে পাটকাঠি ও ছাড়ানো আঁশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে নেওয়া এবং বৃষ্টি কমলে আবার শুকোতে দেওয়া- দুর্ভোগের শেষ নেই।

তবে একটু একটু করে জল নামছে ভূতনির। শরতের নরম রোদে ধ্বংসের ছবি যেন আরও পরিষ্কার। দিগন্তের নীল আকাশ ছুঁয়েছে জলের শরীর। মাথা উঁচু করে আছে গাছ ও পলির কাশফুল। ভূতনি বাঁধের পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের রাধাকমল পাহাড়। মাঝে গঙ্গা। বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখ টানে। কিন্তু বাঁধের বাসিন্দাদের মন ছুঁতে পারে না সেই মনোরম দৃশ্য। অন্তহীন সংগ্রাম, নদীর সঙ্গে অসম জীবনযুদ্ধ আর ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকার লড়াই যেন ভূতনিবাসীকে ক্রমেই ক্লান্ত করে, আরও ক্লান্ত করে...

গ্রেপ্তার স্বামী

রায়গঞ্জ, ২৬ সেপ্টেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কার্তিক বিশ্বকর্মা। শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

শিলিগুড়ির টার্মিনাসে বাস রেস্তোরাঁ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : রেলের কোচ রেস্টুরেন্টের ধাঁচে এবার 'বাস রেস্টুরেন্ট'! সবকিছু ঠিক থাকলে পুজোর পরেই শিলিগুড়িতে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে চালু হতে চলেছে রাজ্যের প্রথম বাস রেস্তোরাঁ। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) সূত্রে খবর, দুটো বাসকে যুক্ত করে তৈরি হবে এই বিশেষ রেস্তোরাঁ। পুরোটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হবে। শনিবার টার্মিনাসে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থার উদ্বোধনে এসে পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এই ঘোষণা করেন। পুজোর পরেই যাত্রী ও সাধারণ মানুষের জন্য এই পরিষেবা চালু হতে পারে বলে খবর।

এদিকে, বিগত সরকারের আমলে উদ্বোধন হলেও পরিকাঠামোর অভাবে এই টার্মিনাসে ওপেন এয়ার ক্যাফেটেরিয়া একদিনের জন্যও চালানো হয়নি। সেটিও এবারে চালু হতে চলেছে। তার পাশাপাশি ইন্ডোর ক্যাফেটেরিয়াও চালুর কথা ঘোষণা করেছেন প্রতিমন্ত্রী। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা এই পরিষেবাগুলি চালু হলে টার্মিনাসে যাত্রীদের খাওয়াদাওয়ার সুযোগ বাড়বে বলে মনে করছে নিগম।

নিগমের প্রশাসনিক ভবনের ওপরতলায় এসটিএ'র (স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি) অফিস রয়েছে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় জায়গা বের করে দুটো ঘর যুক্ত করে ইন্ডোর ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই জায়গাতেই বারান্দায় ওপেন এয়ার ক্যাফেটেরিয়া চলবে। আনন্দ বলেন, 'ওপেন এয়ার ও ইন্ডোর মিলিয়ে বহু সংখ্যক মানুষ এই জায়গাগুলিতে বসে খাওয়াদাওয়া সারতে পারবেন। পাশেই ওয়েটিং রুম, ডর্মিটরি থাকায় সেই জায়গাগুলিতে বিশ্রামও করতে পারবেন।' দুই ক্যাফেটেরিয়া ও বাস রেস্টুরেন্ট নিয়মিত চালু রাখার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করার প্রস্তুতি চলছে বলে নিগম সূত্রে খবর।

বাস রেস্তোরাঁটি দেখতে কেমন হবে, তার একটি স্কেচ তৈরি করেছে নিগম। সিঙ্গল স্ট্রাকচারে দুটি বাসকে একসঙ্গে যুক্ত করা হবে। একটি বাসের অর্ধেক জায়গাজুড়ে কিচেন থাকবে। বাকি অংশে থাকবে বসার জায়গা। সংযুক্ত অন্য বাসটির পুরোটাই থাকবে বসার জন্য। সব মিলিয়ে বসার জায়গা থাকবে ৩০টি। এই টার্মিনাসের যে চত্বর থেকে সরকারি বাসগুলি ছাড়ে, তারই একটি কোণে এই বাস রেস্তোরাঁটি থাকবে।

নিগমের এক কর্তা বলেন, 'টার্মিনাসের প্রশাসনিক ভবনের ওপর তলার ইন্ডোর ক্যাফেটেরিয়ার ঘর বড় হওয়ায় সেখানেও তিরিশ থেকে চল্লিশজনের বসার জায়গা থাকবে।' ইন্ডোর ও ওপেন এয়ার ক্যাফেটেরিয়া মিলিয়ে প্রায় ৭০ জন বসে ক্যাফেটেরিয়ার সুবিধা নিতে পারবেন বলে মনে করছে নিগম। তবে এই ক্যাফেটেরিয়াগুলিতে এয়ার কন্ডিশনিংয়ের কোনও সুবিধা মিলবে না।

- পুজোর পরেই তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে বাস রেস্তোরাঁ চালুর সম্ভাবনা
- দুটি বাস যুক্ত করে তৈরি হবে এসি সুবিধাযুক্ত এই রেস্তোরাঁ, ৩০ জনের বসার সুবিধা থাকছে
- প্রশাসনিক ভবনের ওপরতলায় ওপেন এয়ার ক্যাফেটেরিয়া ও ইন্ডোর ক্যাফেটেরিয়া চালু হচ্ছে

এদিকে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নিগমে নতুন কিছু বাস আসছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পুজোর আগেই রাজ্য কিছু বাস পাবে। সেখান থেকে আমরাও কয়েকটি বাস পাব। পরে ধাপে ধাপে আরও কিছু বাস আসবে।' কীভাবে এই টার্মিনাসের পরিকাঠামো উন্নত করা যায় সে বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা চলছে বলে তিনি জানান। একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'নিগমের পরিষেবা উন্নত করতে সাধারণের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ নেওয়া হবে।'

নির্ধারিত দিনেই ছাড়া হবে : বনমন্ত্রী

মিলল না বাঘিনী, খোঁজ চলছে বাঘের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ সেপ্টেম্বর : তাহলে কি বক্সায় বাঘিনীর বদলে আপাতত বাঘ ছাড়া হচ্ছে? শনিবার রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ-এর মন্তব্যে এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে। এদিন বক্সা টাইগার কাবস ক্লাবের অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রী বলেন, 'সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। তবে কোনওটাই চূড়ান্ত নয়। সবকিছুই নির্ভর করছে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের উপর। ওই জঙ্গলে যা ধরা হবে, তাই আলিপুরদুয়ারে আনা হবে। সেখানে বাঘিনী ধরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সমস্যা রয়েছে। তবে নির্ধারিত দিনই বক্সায় বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।'

মন্ত্রী জানান, ২ অক্টোবর আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠান হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব উপস্থিত থাকবেন। বাঘ ধরার কাজও কিছুটা সমস্যার বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা। প্রথমে ঘুমপাড়ানি গুলি মেরে কাবু করতে হবে। তারপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিশেষ খাঁচায় আলিপুরদুয়ারে আনার কাজ শুরু হবে। বর্তমানে বৃষ্টিতে জঙ্গলে বনকর্মীদের কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে।

আবার বাঘিনীর উপর নজরদারি করতেও সমস্যা হচ্ছে। সঠিক পরিস্থিতি না হলে বাঘিনীকে গুলি করাও মুশকিল। এদিন রাজ্যের এক বনকর্তা বলেন, 'বাঘিনী ধরা খুবই মুশকিলের কাজ। তবে একবার ধরা হলে সেটাকে এখানে আনার ব্যাপারে সমস্যা হবে না। আমরা আশাবাদী বাঘিনীই ধরা পড়বে। যদি সেটা না হয় তাহলে বাঘ ধরার চেষ্টা হবে।'

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে চলছে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি।

পাশাপাশি বনমন্ত্রী জানান, বক্সায় একটি বাঘ ও দুটো বাঘিনী ছাড়া হবে। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছে। ২ অক্টোবর যদি বাঘিনী ছাড়া হয় তবে দু'মাস বাদে একটি বাঘ ছাড়া হবে। আর যদি বাঘ ছাড়া হয়, তাহলে পরবর্তীতে বাঘিনী ছাড়া হবে। এই পরিকল্পনা ধরেই এগোচ্ছেন তাঁরা।

বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘের পরিবেশ ফেরাতে যে একাধিক বাঘ ও বাঘিনীর প্রয়োজন সেটা বারবার বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে বক্সায় যেহেতু এই ধরনের পরিকল্পনা প্রথম নেওয়া হচ্ছে, তাই একসঙ্গে দুটো ছাড়ার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না আধিকারিকরা। এছাড়াও জঙ্গলে যে প্রায় ২.২ হেক্টর জমির এনক্লোজার তৈরি করা হয়েছে, সেখানে একটি বাঘ ও বাঘিনী রাখাও সমস্যা হতে পারত। কাজেই প্রাথমিকভাবে বক্সায় একটি বাঘিনী ছাড়া হবে বলে ঠিক হয়। বাঘ বা বাঘিনী ধরার জন্যে বাল্মীকিতে পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গের বন আধিকারিক ও কর্মীরা। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির সদস্যরাও সেখানে পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার থেকে বাঘ বা বাঘিনী ধরার চেষ্টা চলছে। তবে বৃষ্টির জন্য কাজে সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

রংয়ের প্রলেপ। শনিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হাতি বাঁচিয়ে সংবর্ধিত ৭ তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : তিস্তা নদীতে ভেসে যাওয়া এক হাতির শাবককে উদ্ধারকারী পাঁচ মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা দিল পর্যটন দপ্তর। শনিবার শিলিগুড়িতে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালনের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে এই পাঁচজনকে মঞ্চে তুলে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ সংবর্ধিত করেন। গত সোমবার গজলডোবায় নদী পারাপারের সময় জলের প্রবল স্রোতের টানে তিন-চার দিনের একটি হাতির শাবক তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিস্তায় ভেসে যাচ্ছিল। শাবকটি ভেসে যাওয়ার সময় বিষয়টি স্থানীয় কয়েকজন মৎস্যজীবীর নজরে আসে। দেরি না করে গজলডোবা শান্তিকলোনির বাসিন্দা মিঠু দাস, অজয় দাস, বাবলু দাস, বিশ্বনাথ দাস এবং গোপাল দাস— এই পাঁচজন দ্রুত নৌকা নিয়ে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা নদীর প্রবল স্রোত ঠেলে অনেকটা দূরে গিয়ে হাতির শাবকটিকে উদ্ধার করেন।

খবর জানাজানি হতেই এই পাঁচ মৎস্যজীবী প্রচারের আলোয় চলে আসেন। শনিবার পর্যটন দপ্তর এবং ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্সের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালনের অনুষ্ঠানে এই সাতজনকেই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের হাতে মানপত্র তুলে দিয়ে মন্ত্রী বলেছেন, 'ওঁদের জন্যই পৃথিবী এত সুন্দর। এই সাতজনকে সংবর্ধিত করতে পেরে আমরা আনন্দিত।'

ষষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্তন

নিউজ ব্যুরো

২৬ সেপ্টেম্বর : ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (ভিআইটি)-অন্ধ্রপ্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়, অমরাবতীতে শনিবার ষষ্ঠ বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান পড়ুয়াদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর মাধ্যমে পড়ুয়ারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শেষ করে গবেষণা এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি বি কৃষ্ণ মোহন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের (টিসিএস) অ্যাকাডেমিক অ্যালায়েন্স বিভাগের প্রধান ডঃ সুদীন্দ্রন কে এম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা আচার্য ডঃ জি বিশ্বনাথন। আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি বি কৃষ্ণ মোহন পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'ডিগ্রি জ্ঞান এবং যোগ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু সেই জ্ঞান কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে মানুষের চরিত্রের ওপর।'

ফার্মাসির ছাত্রের পদ্মপ্রীতিতে ঘরে লক্ষ্মী

ধূপগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বাড়ির লাগোয়া দু'বিঘার পুকুর। টলটলে জলে ভেসে থাকা ঘন সবুজ গোল পাতা আর রঙের মেলা যেন চোখ জুড়িয়ে দেয়। তবে ধূপগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বোরাগাড়ির বাসিন্দা দীপক রায়ের কাছে এই পদ্ম শুধুই চোখের আরাম নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী। ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পছন্দের এই ফুলই রায় পরিবারে খুলে দিয়েছে নিয়মিত আয়ের এক নিশ্চিত পথ। এই রূপান্তরের নেপথ্য কারিগর পরিবারের সন্তান শুভদীপ রায়। ফার্মাসি স্নাতক কোর্সের এই ছাত্রের দীর্ঘদিনের পদ্মপ্রেম গোটা পরিবারের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

শাস্ত্রে দেবী লক্ষ্মীকে বলা হয় পদ্মাসনা। পদ্ম এ দেশের জাতীয় ফুল, আবার শাসকদলের নির্বাচনি প্রতীকও। কিন্তু উত্তর বোরাগাড়ির রায় পরিবারে এসব সমীকরণ ছাপিয়ে পদ্ম হয়ে উঠেছে অন্নসংস্থানের মূল চাবিকাঠি। শুভদীপের ভালোলাগা থেকে শুরু হওয়া পদ্ম চাষের শখ এখন রূপ নিয়েছে পেশাদার নার্সারিতে। বাড়িতেই তিনি গড়ে তুলেছেন পদ্মের নিজস্ব নার্সারি। রং ও পাপড়ির ঘনত্বের বৈচিত্র্য অনুযায়ী সেখানে রয়েছে পনেরোটিরও বেশি প্রজাতির পদ্ম। সেখান থেকে নিয়মিত পদ্মের টিউবার (কন্দ) তৈরি ও বিক্রি করেন শুভদীপ। এটা এখন তাঁর ভালোবাসার পেশা।

সেই শখের সূত্র ধরেই কয়েক বছর আগে নিজেদের অব্যবহৃত পুকুরটিতে পদ্ম চাষের জন্য কাকা দীপক রায়কে রাজি করিয়ে ফেলেন শুভদীপ। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশি জাতের পাশাপাশি হাইব্রিড 'কাবেরি' প্রজাতির পদ্মের টিউবার ছড়ানো হয় পুকুরে। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে গোটা পুকুর ঢেকে যায় পদ্মপাতা ও কুঁড়িতে। শুরুতে স্থানীয় খোলা বাজারে কয়েকটি পদ্ম বিক্রি করে ৫০ টাকা পর্যন্ত দর মিলতেই উৎসাহ কয়েক গুণ বেড়ে যায় পেশায় কৃষক দীপকবাবুর। ভাইপোর পরামর্শ যে কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, তা বুঝতে বাকি থাকেনি তাঁর। বাড়তি পাওনা হিসেবে দেখা যায়, পদ্মপাতা আর ডাঁটির অফুরান প্রাকৃতিক খাবার পেয়ে পুকুরের মাছও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

রায় পরিবারের পুকুরে পদ্ম। ধূপগুড়ির উত্তর বোরাগাড়ি এলাকায়।

পুকুরের এই ভোলবদল নিয়ে দীপক বলেন, 'আগে পরিবারের খাওয়ার পর বছরে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার মাছ বিক্রি ছাড়া এই পুকুর থেকে বাড়তি কোনও রোজগার হত না। পদ্ম চাষ শুরু হওয়ার পর ছবিটা একদম বদলে গিয়েছে। পাইকারি ক্রেতাদের জোগান দিতেই এখন হিমশিম খেতে হয়, খুচরো বিক্রির ফুল থাকে না। কার্যত কোনও বাড়তি পরিচর্যা ছাড়া এটি অত্যন্ত লাভজনক এক অর্থকরী চাষ। তবে এই সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব আমার ভাইপোর।'

দু'বিঘার এই জলাশয়ে সপ্তাহে অন্তত দু'বার শতাধিক কুঁড়ি তোলা যায়। স্বাভাবিক সময়ে পাইকারি বাজারে প্রতিটি কুঁড়ি ২০ থেকে ২৫ টাকায় বিক্রি হলেও দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো কিংবা মনসাপুজোর মতো উৎসবের মরশুমে সেই দাম একলাফে অনেকটা বেড়ে যায়। সেপ্টেম্বর মাস পার হলেই দুর্গাপুজোর জন্য ফুল তোলা শুরু হবে। । তার জন্য প্রয়োজনীয় আগাম বায়নাও ইতিমধ্যে নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

শুভদীপ রায়ের কথায়, 'পদ্ম এমন একটি ফুল, যার চাহিদা বছরভর থাকে। বসন্ত থেকে শুরু করে হেমন্তকাল পর্যন্ত কমবেশি এর উৎপাদন সম্ভব। সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোলে দুই থেকে আড়াই বিঘার একটি পুকুর থেকেই বছরে প্রায় তিন লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। আমার ইচ্ছে, এলাকার জলাশয় ও পুকুরগুলো এভাবে পরিত্যক্ত ফেলে না রেখে সবাই পদ্ম চাষে এগিয়ে আসুক। এতে জলাশয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন বাড়ে, তেমনই নিশ্চিত উপার্জনের পথও খুলে যায়।'

WE'RE HIRING!
SENIOR EXECUTIVES & MANAGERS (MARKETING)

Desun Hospital Group, one of Eastern India's leading healthcare networks, has recently achieved the prestigious JCI (Joint Commission International) accreditation — the global gold standard in healthcare quality and patient safety. With state-of-the-art multi-specialty hospitals in Kolkata and Siliguri, Desun is expanding its outreach and strengthening its presence across the region.

Eligibility: Graduate, below 40 years, having a two wheeler.

Experience : • Minimum 2 years of marketing experience in Hospitals / Diagnostics / Pharma / Microfinance / Hotels / Insurance.

Head Quarter : • Siliguri • Darjeeling • Coochbehar • Alipurduar • Raiganj • Malda

If you are ready to make a meaningful impact in healthcare marketing, please mail updated CV & recent passport-size photo to **hr.siliguri@desunhospital.com**

চায়ের পাতায় ভিন্ন জীবিকার অনুসন্ধান

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : চা বাগানের অলিগলি কতশত গল্প বলে। পাওয়া-না পাওয়ার তালিকা দীর্ঘ হলেও ঐতিহ্যকে বহন করে চলেন শ্রমিকরা। নতুন প্রজন্মও শিকড় ছাড়তে চায় না। কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় কর্মসংস্থানের অভাব। পাতা তুলে যা সামান্য আয় হয়, তাতে সংসার চলে না- ওঁরা জানেন।

কনর মনে করেন, যদি বাগানেই নতুন প্রজন্মের জন্য বিকল্প কিছু করা যায়। যদি চা পর্যটনের প্রসারে হাত বাড়িয়ে দেয় রাজ্য-কেন্দ্র, তবে আকাশ-কিরণ-গৌরবদের ঘর ছাড়তে হয় না। তাঁদের কেউ গাইড হতে পারেন, কেউ দারুণ নেপালি কুইজিন বানিয়ে খাওয়াতে পারেন পর্যটকদের। কনর এও মনে করিয়ে দেন, চা পর্যটন মানে বাগানের ভেতর রিসর্ট কিংবা পেল্লাই আকারের বাংলো তৈরি নয়। পর্যটকরা আসবেন, শ্রমিকদের বাড়িতেই রাত কাটাবেন। উপভোগ করবেন নিখাদ আতিথেয়তা।

চা শুধুমাত্র একটি পানীয় নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে মানুষের জীবন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বহু প্রজন্মের গল্প। তথ্যচিত্র বানানো ও লেখালেখির জন্য সেই গল্পের খোঁজে এক বছর ধরে বিশ্বের নানা প্রান্ত ঘুরছেন মার্কিন তথ্যচিত্র নির্মাতা ও লেখক কনর স্পেস। এই কাজের নাম 'দ্য টি ট্রেল'। 'লস্ট ইন স্পেস মিডিয়া'-র প্রতিষ্ঠাতা কনর এই যাত্রায় শুধু চায়ের উৎপাদন বা স্বাদকে সামনে রাখছেন না, বরং চায়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষ এবং সেইসব সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরাই তাঁর মূল লক্ষ্য।

কনরের যাত্রা শুরু হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া থেকে। এরপর তিনি চিনের ইউনান প্রদেশে যান। সেখানে চায়ের উৎপত্তি এবং প্রাচীন 'টি হর্স রোড' নিয়ে কাজ করেন। পরে জাপানে গিয়ে চায়ের নিলাম, পারিবারিক খামার, বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং ম্যাচার বিবর্তন নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বর্নিও, জাভা এবং শ্রীলঙ্কা ঘুরে তাঁর গন্তব্য হয় ভারত।

কনর এ দেশের নীলগিরি, অসম এবং দার্জিলিংয়ের চা নিয়ে কাজ করেছেন। তথ্যচিত্র, ছবি, দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী, সাক্ষাৎকার এবং শিক্ষামূলক নানা ধরনের কনটেন্টের মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের কাছে চায়ের সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্য ও কারিগরি তুলে ধরাই কনরের উদ্দেশ্য।

তথ্যচিত্র নির্মাতার দীর্ঘ সফরে দার্জিলিং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই মার্কিন তরুণের বক্তব্য, ''কোনও বাণিজ্যিক প্রকল্প নয় 'দ্য টি ট্রেল'। কোনও চা সংস্থা বা ব্র্যান্ডের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই। আমার লক্ষ্য শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক। দার্জিলিং চায়ের ঐতিহ্যকে যতটা সম্ভব সঠিকভাবে তুলে ধরে বিশ্বের সেইসব মানুষের কাছে গল্প পৌঁছে দিতে চাই, যাঁরা নামটি জানেন, কিন্তু তার নেপথ্যের কাহিনী জানেন না।''

DHUPGURI MUNICIPALITY

WBMAD/DHUPGURI/04/2026-27
2026_MAD_5023703_1
Last Date of Bid Submission- 12.10.2026 at 13:00 PM
WBMAD/DHUPGURI/05/2026-27 2026_MAD_5075793_1
Last Date of Bid Submission- 21.10.2026 at 11:00 PM
Sd/- Administrator Dhupguri Municipality

Tender Notice

Executive Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender eNIT No-SLK-2/15TH FC/2026-27 (2nd Call), Date : 22/09/2026 and SLK2/VB-G RAM G/2026-27, Date-21/09/2026. Details are available at Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Sitalkuchi Panchayat Samiti
Sitalkuchi : Coochbehar

Tender Notice

Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender eNIT No-SLK-1/VBGRAMG/26-27 (2nd Call), Dated : 24.09.2026. Details are available at Office Notice Board.

Sd/-
Block Dev. Officer
Sitalkuchi Dev. Block
Sitalkuchi : Coochbehar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
The Executive Engineer, N.H. Division No.-IX, P.W.(Roads) Directorate, Matigara invites online e-NITNo. 02 of 2026-27 of EE, N.H. Division No.-IX. Details of e-NIT and other documents may be downloaded from the web portal: https://tenders.wb.gov.in and for any other quires please contact through email: nhdivision9.pwd@gmail.com Bid Submission start date: 12.10.2026, Bid Submission end date: 28.10.2026. [Tender Id: 2026_NH_5075392_1] Corrigendum if any and other information's regarding bid evaluation will be published/sent in/through e-tender portal only. Sd/- EE/NH Division No.-IX, P.W.(Roads) Directorate, Matigara, Siliguri. ICA-T18322(3)/2026

সরকারি বিজ্ঞপ্তি

আগামী ০২/১০/২০২৬ শুক্রবার দুপুর ১২টার সময় মহামান্য সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট-এর আদেশে হিলি থানা প্রাঙ্গণে ১০টি মোটর সাইকেল, একটি মিনি ট্রাক, ৪টি টোটো ও একটি বাই-সাইকেল নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে, যাহারা উক্ত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে হিলি থানা, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর এ উপস্থিত থাকবার জন্য আবেদন জানানো যাইতেছে।

লোকো শেড মালদায় এসএলএএম আপডেট করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: টিআরএস-এমএলডিটি-০৮-২৬-২৭ ; তারিখ: ২৪-০৯-২০২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম: ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, "লোকো শেড মালদায় এসএলএএম আপডেট করা" কাজের চুক্তি প্রদানের জন্য স্বনামধন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ প্রাপ্তির চব্বিশ (২৪) মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।
কাজের আনুমানিক খরচ: ₹ ৬০,২১,১১০.৪০/-; বায়না মূল্য: ₹ ১,২০,৪০০/-; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : ২২-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিশদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
সিনিয়র ডিইই/টিআরএস/এমএলডিটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৩৪ তারিখ: ২৪-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: দালখোলাতে এডিইএন/ডিএইচআরের অধীনে বাড়িনিং হলিডে হোম, রানিং রুমের মেরামত এবং পেইন্টিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ সহিত অন্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ১০,৪৮,৬৬৭.৭৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২১,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৬-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৬-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি)/ কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মিক্সড লট ক্যাটাগরির অধীনে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনে মিক্সড লট ক্যাটাগরির অধীনে ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.: TSK-MIX-26-01, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট): ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১১:০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১১:৪০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসই কিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আইএনটি-১৭১১১৬-৪-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং- ট্রেন ইন্টেরিয়র)	তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিবেক এক্সপ্রেস (২২৫০৪/০৩)-এর অভ্যন্তরের পৃষ্ঠে এ-৩ ভিনাইল স্টিকার/পোস্টারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন।
বিএ/১	এমএসএস-টিএসকে-এনটিএসকে-এসটিজিইএন-২৬-২৬-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্ট্যাটিক জেনেরেল)	তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ তিনসুকিয়া গুডস অফিস চত্বরে ক্যান্টিন।

এই নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট -এর মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।
সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিলিগুড়ি পৌরনিগম
জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ

সুধী নাগরিকবৃন্দ, শিলিগুড়ি পৌরনিগমের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ আবেদন, আসন্ন শারদ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রত্যেকবারের মতো এবারও আপনাদের বাড়ির বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা ৩রা অক্টোবর, ২০২৬-এর মধ্যে পরিষ্কার করার কাজ সম্পন্ন করুন। আমাদের জঞ্জাল সাফাইয়ের গাড়ি অতি দ্রুত সেই জঞ্জালটি যথাযথ স্থানে নিয়ে গিয়ে তা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করবে। শিলিগুড়ি পৌর নিগম আপনাদের সেবায় সদা নিযুক্ত।
কমিশনার
শিলিগুড়ি পৌরনিগম

REQUIRED

Applications are invited by Indian Institute of Legal Studies, Siliguri, District – Darjeeling – 734 002, through email: iilsappointment@gmail.com within 7 days for the following posts:

Sl.No.	NAME OF THE POSTS
01	Assistant Professor of Commerce & Management – As per UGC norms.
02	Assistant Professor of Political Science, Economics – As per UGC norms.
03	Students Counselor
04	Driver-for College Bus

Sl.No.3, Graduate with experience in educational Institute, fluent in English.
Sl.No.4, Also with experience in light motor vehicle driving in all areas.

Adv. No. ESTT-07/746
Dated: 22.09.2026
Principal-in-Charge
Indian Institute of Legal Studies
Phone No. +91 62969 03460

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Racecourse Para, P.O. & Dist.- Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: ee.med.jpg@gmail.com / eemedjal@gmail.com
NOTICE FOR e-TENDER
e-Tenders are hereby invited by the undersigned from eligible and bonafide interested bidders for "Supply and Installation of Electronic Signage Board with Structure Frame and ACP surface under S.W.M. Project Within Haldibari, MAL, Jalpaiguri, Mekliganj & Maynaguri Municipal area." Last Date of Bid Submission has been extended, the details mentioned below:
Tender ID No. 2026_MAD_5022867_1 TO 2026_MAD_5022867_5, Tender Ref. No. WBMAD/e-Tender/05 of EE/MED/JAL/2026-27, Location: Jalpaiguri, Mal, Haldibari, Mekliganj Maynaguri Municipal Area. Bid Submission end date 03/10/2026, up to 05:00 PM. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in/ Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte., Govt. of West Bengal ICA-T18300(1)/2026

ডিএইচআরের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমির সনাক্তকরণ এবং আর্কাইভাল রিসার্চ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিইএম/২০২৬/বি/৮০৬১১৯৬২ তারিখ: ২৪-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: সিসিএমপি, আইসিওএমওএস, ডব্লিউএইচসি রিপোর্ট/ নির্দেশাবলি অনুসারে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)/কার্ট রোডের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমির সনাক্তকরণ এবং আর্কাইভাল রিসার্চ। টেন্ডার রাশি: ১,১২,১০,০০০/- টাকা। বায়না রাশি: ২,০৬,০৫০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৬-১০-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
নির্দেশক/ডিএইচআর/কুর্শিয়াং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দলগাঁও স্টেশনে যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণের ঠিকা

ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৬/বি/৮০৭৫৯৪৪ তারিখ: ২৩-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - বিড নথির সংযোজনী-IV-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত অনুযায়ী, দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে যান্ত্রিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ৪ (চার) বছরের মেয়াদে ১৭ জন অদক্ষ শ্রমিক এবং ০২ জন সুপারভাইজার নিয়োগ। পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড- বিড নথির সংযোজনী-VIII-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত অনুযায়ী, ৪ (চার) বছরের জন্য ১৭ জন অদক্ষ শ্রমিক এবং ০২ জন সুপারভাইজারের জন্য প্রয়োজনীয় ইউনিফর্ম সরবরাহ। পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - বিড নথির সংযোজনী-V-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত অনুযায়ী, দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ৪ (চার) বছরের জন্য যান্ত্রিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ। পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - বিড নথির সংযোজনী-VI-A-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত অনুযায়ী, দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ৪ (চার) বছরের জন্য যান্ত্রিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ। পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - বিড নথির সংযোজনী-VI-B-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত অনুযায়ী, দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ৪ (চার) বছরের জন্য যান্ত্রিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে প্রয়োজনীয় ক্লিনিং সলভেন্ট সরবরাহ। পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল আবর্জনা নির্ধারিত ডাম্পিং সাইটে পরিবহন ও নিষ্পত্তির জন্য ৪ (চার) বছরের মেয়াদে মাসে ২ (দুই) বার গাড়ি ভাড়া করা।
আনুমানিক বিড মূল্য (ভারতীয় টাকা): ৩,২৯,৮৩,৩৯৩.৬৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৬,৫৯,৭০০/- টাকা। ডাক সমাপ্তির তারিখ: ১৫-১০-২০২৬ তারিখে ১৪.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৬-১০-২০২৬ তারিখে ১৪.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

REQUIRED ACCOUNTANT

New Ramkrishna Seva Sadan invites applications from eligible & experienced candidates for the post of Accountant. Eligibility & Requirements:* Graduate in Commerce (B.Com) preferred. * Minimum 3–4 years of relevant accounting experience preferred. * Knowledge of Tally, GST, TDS, billing and financial documentation. * Proficiency in MS Excel & basic computer applications.* Experience in hospital accounting will be an added advantage. *Interested candidates may submit their CV / resume to email : ramkrishnanursinghome@yahoo.in
Contact : 98006 78607

ভারতীয় স্থল সেনা
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক নিয়োগ

প্রযুক্তিগত স্নাতক কার্যক্রম (টিজিসি-১৪৫) (২০২৭ সালের জুলাই মাসে নির্ধারিত)-এর জন্য অনলাইনে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদন প্রক্রিয়াটি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ২৯শে অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

OFFICER ENTRY

Online applications are invited for Technical Graduate Course (**TGC-145**) (scheduled in **July 2027**).

Applications will remain open from **30 Sep 2026** to **29 Oct 2026**.

দ্রষ্টব্য :
১. সেনাবাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে স্বচ্ছতার সহিত হয়ে থাকে। দালালদের থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিজ্ঞাপনটির বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

Note :
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC10601/11/0030/2627

ভারত সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ইনস্পেক্টর জেনারেলের কার্যালয়, বিএসএফ
উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার
কদমতলা, জেলা- দার্জিলিং
পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০১১

বিএসএফ-এ ওয়াক ইন ইন্টারভিউ
জেনারেল ডিউটি মেডিকেল আধিকারিক এবং স্পেশালিস্ট ডাক্তার পদের জন্য ০৫.১০.২০২৬ থেকে ০৯.১০.২০২৬ পর্যন্ত

বিএসএফ কম্পোজিট হাসপাতাল/ বিএসএফ হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক পদে স্পেশালিস্ট ডাক্তার এবং জিডিএমও হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী যোগ্য পুরুষ ও নারী প্রার্থীরা সরাসরি ওয়াক ইন ইন্টারভিউ-তে অংশ নিতে পারেন।

ক্রমিক নং	পদ	শূন্যপদ	মাসিক বেতন	বয়স	যোগ্যতা
০১.	স্পেশালিস্ট রেডিওলজিস্ট	০১ (সিএইচ বিএসএফ কদমতলা)	টা: ৮৫,০০০/-	ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের তারিখের হিসেবে ৬৭ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে হওয়া যাবে না।	➢ এমবিবিএস ➢ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা সেকশন 'এ' অথবা সেকশন 'বি'-এর অনুসূচী-VI- উল্লেখিত সমতুল্য বিষয়। ➢ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/ ডিপ্লোমার পরবর্তীতে ডিগ্রি ধারণকারীদের ১½ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ডিপ্লোমা ধারণকারীদের ২½ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০২.	জেনারেল ডিউটি মেডিকেল আধিকারিক (জিডিএমও)	০১ (এসটিসি বিএসএফ উত্তরবঙ্গ, বৈকুণ্ঠপুর)	টা: ৭৫,০০০/-		➢ এমবিবিএস ➢ ইন্টার্নশিপ

২. আগ্রহী আবেদনকারীদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http://rectt.bsf.gov.in অথবা www.bsf.gov.in-এ পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

কমান্ড্যান্ট (ইএসটিটি)
CBC 19110/11/0049/2627

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩২১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩২২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA **সিনেমা**

Now showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিনগর ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
The Vvaan Force of the Forrest
Cast-(Sidharth Malhotra, Tamannah Bhatia, Anup Soni & Others)
Show Time : 12:30, 3:30, 6:30 P.M.
AC theatre with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
THE PARADISE — SHOW TIME 10.25 AM 1.30 PM HINDI (A)
VVAN — SHOW TIME 4.30 PM 7.00 PM HINDI (U/A)

ব্যাবসা/বাণিজ্য

■ যে কোনও ইভেন্ট, ম্যাজিক টকিংডল, অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ - 8918018898. (C/123575)

■ প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' খান। কোয়ালিটি ও গুণমানে সেরা। খেয়ে ভালো না লাগলে ১০০% মূল্য ফেরত! যোগাযোগ : আলিপুরদুয়ার-(9749827856), শিলিগুড়ি (7364855525). (A/K)

চিকিৎসা
UNICLINIC

■ অভিজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট Dr. Tanmoy Maji. MD; DM (Gastro) রোগী দেখবেন। M : 9054009651. (C/123575)

ভাড়া

■ Rent, 1st Floor 1700 sq. near main road. Falakata. M : 9679772086. (B/S)

অ্যাফিডেভিট

■ I, Bhabani Bose Dhar W/O Sisir Bose D/O Anil Baran Dhar of Pipeline Road Dakshin Deshbandhu Para w/no 30 PO Siliguri Town PS Siliguri Darjeeling swore an affidavit on 13/02/2026 Sl. No. 1227 at JM 1st Class 3rd Court Siliguri & corrected my name from Bhabani Bose to Bhabani Bose Dhar both name represent same & one identical person. (C/123931)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/123945)

ক্রয়

■ কলকাতা এয়ারপোর্টের পাশে মাত্র ১৫ মিনিট দূরত্বে এয়ারপোর্ট অথরিটি দ্বারা স্বীকৃত একমাত্র প্রোজেক্ট প্লটিং জমি/বাংলো ক্রয় করুন। 9836059080. (K)

■ জলপাইগুড়ি শহরে ১½ /২ কাঠা জমির উপর ছোট বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে চাই। মো: 9733483528. (C/123170)

বিক্রয়

■ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ সংলগ্ন এরিয়ায় ঘরবাড়ি সহ কমবেশি তিন কাঠা চোদ্দ ছটাক জমি সত্বর বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাই যোগাযোগ করুন। 8617019729. (C/122817)

■ শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম মাতৃসদনের সামনে ও শক্তিগড়ে এবং নর্থবেঙ্গল মেডিক্যালের নিকটে ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 9434181429/ 8101905858. (C/123578)

বিক্রয়

■ তিনতলা (৬টা ফ্ল্যাট) বাড়ি বিক্রি শিববাড়ি+বেগুনটারি+জলপাইগুড়ি মোঃ - 9547798270, 7602595883. (C/123175)

■ অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে ৫.৫ কাঠা জমির ওপর দোতলা বাড়ি ৮৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 9740215739/ 9845027732. (K)

■ 2 ½ কাঠা জমি বিক্রয় রাঙ্গাপানিতে। M : 9002104554. (C/123575)

■ দক্ষিণ একতিয়াশাল, বাবুলাল সিং রোড, Wd. No-40, 20 কাঠা আবাসিক জমি (14 ফুট ও 16 ফুট রাস্তার সংযোগযুক্ত) বিক্রয় হবে। সত্বর যোগাযোগ- M : 94340-76360. (C/123571)

■ 282 sq.ft. Shop for sale, Khudirampally, Wholesale Market, Siliguri. M : 8116233070. (C/123578)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি ও আশপাশে এলাকা, উত্তর দিনাজপুর ও ইসলামপুরে কাজের জন্য সিকিউরিটি সুপারভাইজার (বেতন 15000/-) এবং সিকিউরিটি গার্ড (বেতন 12000/-) জরুরি ভিত্তিতে স্পট জয়েনিং, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। M : 9733348338, 8170837161. (C123572)

■ Law firm required Marketing Officer for Alipurduar, Siliguri, Malda, Chopra, Islampur, Beharampore, Drop cv-uucpl.hr@gmail.com, Ph : 9230976044. (C/123945)

■ Kwality corporate Bakers Pvt. Ltd. requires experienced sales officer and sales representative in FMCG/Food product to work in North West Bengal. Call - 8653859111, Mail-hr@kcbakers.co.in (C/123575)

কর্মখালি

■ Required an Sales Officer for Consumer Durable Distribution Firm, Experience/Fresher both can only apply. Education Qualification Required :- 12 pass or Post Graduate. Salary Fixed - Rs. 10000/-, Travelling - Rs. 5000/- Incentive- Rs 2500-Rs 5000/- (On 90% and Above Achievement) Bonus- 10000/-. Required in Areas base Location :- 1. Dooars, 2. Alipurduar, 3. Coochbehar, 4. Dhupguri. Apply to mail CV at-anandamelasiliguri@gmail.com Candidates who wish to apply can send CV at wats app no:- 9832011192.(C/123575)

■ দোকানে কাজের জন্য স্বল্প বেতনে মহিলা কর্মী চাই। যোগাযোগ 04/10/26। দুপুর- ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা। M : 7479333423. (C/123997)

কর্মখালি

■ সিকিউরিটি গার্ড ও হাউসকিপিং এর কাজের জন্য উপযুক্ত ছেলে ও মেয়ে চাই। শিলিগুড়ি/উঃবঃ। M : 7584003067. (C/123920)

■ আমেদাবাদে বাঙালি ছোট পরিবারের সংসারের কাজের জন্য মধ্য বয়স্কা পরিচারিকা চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। Mob : 9832582648. (C/123171)

■ দিনরাতের জন্য সমস্তরকম কাজের অবিবাহিত পুরুষ কর্মী চাই। বিনামূল্যে থাকা খাওয়া। M : 9333316143. (C/123576)

■ ছোট ফ্যামিলিতে সব ধরনের কাজের জন্য (মার্কেটিং, ক্লিনিং) 40 লোক প্রয়োজন (2 to 8 pm)। বেতন : 8000/-। M : 98324-92627. (C/123576)

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S :- 30,000/- পর্যন্ত :- 7602379600. (C/123576)

কর্মখালি

■ Urgent Staff Required CCTV Engineer-20K, CCTV Assistant-10k. Computer Hardware Engineer-20k, SNS Infotech, Siliguri. M:- 9434080909. (C/123579)

WALK-IN-INTERVIEW

■ TECHNO INDIA GROUP N.B. Division is required Project Engineer for Coochbehar & Alipurduar location. Qualification & Experience : B. Tech/Diploma in CIVIL Engineering with sufficient experience in handling project & maintenance related jobs. Interested candidates may send their updated CV, academic & experience records to info.sittechno@gmail.com prior to appearing the interview. Date of Interview - 05.10.2026 (11 am onwards). Venue : SIT Campus, Sukna, Siliguri. Helpline : 90028-25360. (C/123946)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হুল্লোড়ে মৃত্যু

সাতসকালে হাতি দেখতে গিয়ে ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু কিশোরের। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাঘরাশোলে হাতি ঢোকায় স্থানীয় বাসিন্দা সহ একটি ট্র্যাক্টর পিছু নেয়। হাতিটি পিছন ফিরলে হুল্লোড় শুরু হয়। বেকায়দায় ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয় শুভদীপ।

থিমে ঝালমুড়ি

প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়ার পর থেকেই চর্চায় ঝাড়গ্রামের ঝালমুড়ি বিক্রেতা। এবার ঝাড়গ্রামের গিধনি স্পোর্টিং ক্লাবে ট্রেনে ঝালমুড়ি বিক্রি করার আদলে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। থাকবে ২ হাজার টিন দিয়ে তৈরি মুড়ির পাত্র ও দুটি মুড়ির ঠোঙা।

প্রতারণায় ধৃত

জাল নথির মাধ্যমে সিম কার্ড তুলে প্রতারণার অভিযোগে সল্টলেক থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের ৭ জনকে ধরল পুলিশ। সেখানেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে চক্র চালাচ্ছিল তারা। নারকেলডাঙা এলাকার একটি মামলার সূত্র ধরে অভিযুক্তদের হদিস পায় পুলিশ।

বাবার খপ্পরে

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সৎবাবা। জামিনে ছাড়া পেয়ে সেই মেয়েকেই বাড়ি থেকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছেন। প্রায় সাত মাস পর অভিযুক্তকে ওড়িশা থেকে গ্রেপ্তার করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ।

শ্রীরামপুরের সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

শ্রীরামপুর জনসভায় ফের রণংদেহি মেজাজে

মমতার সভার পথে আক্রান্ত কুণাল

শ্রীরামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : ফের আক্রান্ত মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। শনিবার দুপুরে শ্রীরামপুরে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাওয়ার পথে উত্তরপাড়ার সখেরবাজার মোড়ে তাঁর গাড়িতে চড়াও হয় একদল লোক। প্রথমে ডিম, পাথর, লাঠি নিয়ে হামলা চলে। তারপর কোনওপ্রকার প্ররোচনা ছাড়াই কুণালের গাড়ির ওপর রড আর শাবল নিয়ে হামলা চলে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় গাড়ির কাচ। সেই কাচের আঘাতে জখম হন বেলেঘাটার বিধায়ক। শ্রীরামপুর থানায় ফোন করেও কোনও সাহায্য আসেনি বলে অভিযোগ মমতা-তৃণমূলের। শেষমেশ গাড়ি ঘুরিয়ে ভবানীভবনের উদ্দেশে রওনা দেন কুণাল। তিনি বলেন, 'পুলিশ-প্রশাসন বলে কিছু আছে? এভাবে ওরা আমাদের আটকাতে পারবে না।'

বিষয়টিতে সরব হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও। মমতা বলেন, 'পুলিশ উর্দি ছেড়ে এবার বিজেপির ঝান্ডা ধরুক। আমাকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। কুণালের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা চলেছে। সভা করতে দেবে না? যা চলছে তা আফ্রিকার কোনও দেশেও হয় না।' পরে শ্রীরামপুরের সভা থেকেও রাজ্যের বিজেপি সরকার, পুলিশ, প্রশাসনের বিরুদ্ধে গর্জন করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁদের কোনও নিরাপত্তা নেই বলে সরব হন মমতা। তিনি বলেন, 'আমাদের কারও কোনও সিকিউরিটি নেই। সব উইথড্র করে নিয়েছে। আমার বাড়ির সামনে কিছু স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁরা গাড়ির নম্বর দেখছে।'

শ্রীরামপুরের সভা চলাকালীন মঞ্চের ওপর দিয়ে ড্রোন উড়ছিল। সেটির দিকে তাকিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'চোরের মতো পালাচ্ছে।' কে বা কারা ড্রোনটি ওড়াচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, তাঁর সভায় নজরদারি চালানো এবং কর্মী-সমর্থকদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।

উৎসবের মরশুমের পরই আন্দোলনের বার্তা দিয়ে নেত্রী বলেন, 'গরিবরা কাঁদছে, হকাররা কাঁদছে। বিজয়া দশমীর পর আমাদের ছটপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা আছে। এই চলছে। আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেয় না। কল্যাণের জন্য আদালতের অনুমতি নিয়ে আজ এই মিটিং হচ্ছে আমাদের। যদি মানুষের ভোটেই জিতে থাকেন, তাহলে অন্য দলকে মিটিং করতে দিচ্ছেন না কেন? কেন অন্য দলের স্বাধীনতা, কথা বলার অধিকার থাকবে না? আপনারা কী ভাবেন, এভাবে চলবে? চলবে না। কথা আছে, পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না।'

নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী জেলবন্দী মিলন প্রধানের মেয়ে বাবার

ডিম হামলা কুণাল ঘোষের গাড়িতে। শনিবার।

পরবের পিরিয়ডটা কেটে যাওয়ার পর আর একটা দশমী করব আমরা। ভয় পাবেন না, একটা অ্যারেস্ট করবে পাঁচজন বেরিয়ে আসবে। একটাকে অ্যারেস্ট করুন, আমি সবাইকে বলব অ্যারেস্টের জন্য তৈরি থাকুন। কিসের ভয়? গণতন্ত্রে অ্যারেস্ট করে আটকাতে পারে না।'

এদিনের সভায় জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমা পাত্র, উপাসনা চৌধুরীরাও ছিলেন। বিজেপিকে বিঁধে মমতা এদিন বলেন, 'বাংলায় আপনাদের এখন গুন্ডা-গদ্দারি, মানিমুন পিরিয়ড মুক্তির দাবিতে যে কথাগুলি বলেছে তাকেও সমর্থন করেছেন মমতা। তিনি বলেন, 'মিলন প্রধানের মেয়ে যে প্রশ্ন করেছে তাকে আমি সমর্থন করি। আসল কথা তুলে ধরার জন্য ওকে ধন্যবাদ জানাই। যখন গুলিতে ১৪ জন মারা গিয়েছিল, যখন অপারেশনের নাম করে নিখোঁজ হয়ে গেল তখন কিন্তু কাউকে দেখা যায়নি। যারা নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়ে গর্ব করে। তখন আমার সঙ্গে মুকুল ছিল, দোলা ছিল। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে এত তাড়াতাড়ি কি কেউ ভুলে যাবে।'

রথযাত্রায় স্বয়ংসেবক ছিলাম

কলকাতায় সংঘের অনুষ্ঠানে দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : আদবানির রথযাত্রার সময় থেকেই আরএসএস-এর স্বয়ংসেবক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আদবানির রথযাত্রার সময়ে নিজের জেলায় রথযাত্রাও করেছিলেন তিনি। শনিবার আলিপুর জাতীয় গ্রন্থাগারে রাম-শরদ কোঠারি স্মৃতি কমিটি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। মঞ্চে আরএসএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবলের উপস্থিতিতে এই মন্তব্য করেন তিনি। ১৯৯২ এ করসেবা করতে গিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় নিহত হন কুড়ির কোঠায় পা রাখা রাম ও শরদ কোঠারি। সেই থেকে তাঁরা আরএসএস শিবিরে শহিদ হিসাবে পূজিত। কলকাতার সেই কোঠারি ভাইদের সম্মানে সংঘ পরিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে শনিবার যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আদবানির রথযাত্রাকে অনুমতি দেয়নি তদানীন্তন বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কিন্তু, রাজ্যে তদানীন্তন আরএসএস কর্মীরা বিক্ষিপ্তভাবে নিজের এলাকায় এই কর্মসূচি করেছিলেন। সেভাবেই পূর্ব মেদিনীপুরে কাঁথিতে আরএসএস-এর শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে রথযাত্রা হয়েছিল এবং সেই কর্মসূচিতে ভিএইচপি-র স্বয়ংসেবক হিসাবে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন, জাতীয় গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি তখন কন্টাই প্রভাত কুমার কলেজের ছাত্র। রথযাত্রার রুট পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্বয়ংসেবক হিসেবে, আলাদাভাবে আমি রথযাত্রা করেছিলাম।'

> আমি তখন কন্টাই প্রভাত কুমার কলেজের ছাত্র। বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্বয়ংসেবক হিসেবে আমি রথযাত্রা করেছিলাম।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

তবে, শুভেন্দুর রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, কলেজ রাজনীতি থেকেই শুভেন্দু প্রথমে কংগ্রেস ও পরে তৃণমূলে ছিলেন। এর আগেও তাঁর আরএসএস যোগের কথা প্রকাশ্যে বলেছেন তিনি। আর এদিন তিনি বলেন, 'ইচ্ছে থাকলেও, দুটো হাত বাঁধা ছিল। তাই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর হাত খুলে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।' সে সময় কাঁথিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা সত্যব্রত মাইতির সঙ্গে নিজের যোগাযোগের কথাও এদিন কবুল করেছেন তিনি।

মঞ্চে আরএসএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবলের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবার হেরে গেলে তিনি পরবর্তী পরিকল্পনা ভেবেই রেখেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি জানতাম হেরে গেলে আমি তো জেলে যাব। আমার ৯০ বছরের বাবা আর ৮০ বছরের মাকে ওড়িশা পাঠানোর ব্যবস্থাও তৈরি রেখেছিলাম।'

রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়ার পর সনাতনী হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় নেওয়া একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সংঘ কর্তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'মাদ্রাসায় বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করা থেকে শুরু করে সীমান্ত অনুপ্রবেশ রোধ, অনুপ্রবেশকারীদের সীমানার ওপারে পাঠানো সহ একাধিক পদক্ষেপ করেছি, এখন বাকি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এ রাজ্যেও কার্যকর করা।' সরকার ইতিমধ্যে কমিশনও গঠন করেছে বলে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গে এমএড পরীক্ষাকেন্দ্র

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : এমএড-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আর কলকাতায় ছুটে আসতে হবে না উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের। ২৯ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের জন্য শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে এমএড-এর প্রবেশিকা পরীক্ষা। শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি বিএড কলেজে পরীক্ষাটি নেওয়া হবে। এই খবরে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সন্তুষ্টি দেখা গিয়েছে।

এতদিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকেও শতাধিক

কমল ধকল

পড়ুয়াকে ছুটে আসতে হত কলকাতায়। দীর্ঘ যাত্রার ধকল সয়ে তাঁদের পরীক্ষায় বসতে হত।

এ প্রসঙ্গে বাবাসাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অরুণাশিস গোস্বামী বলেন, 'মাত্র দেড় ঘণ্টার একটা পরীক্ষা দিতে দূর থেকে যাতে আর আসতে না হয়, তাই উত্তরবঙ্গেই সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষার আগের দিন আমাদের লোকজন খাতাপত্র নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাবে। আবার পরীক্ষা হয়ে গেলে সেদিনই উত্তরপত্র সিল করে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, এবছর উত্তরবঙ্গ থেকে ১০২ জন এমএড প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে চলেছে।

মহালয়ার আগে রাজ্যে ভাগবত

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : সরকার গঠনের পর বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক জমি শক্ত করতে চাইছে দল। সেই কাজে বিজেপিকে সাহায্য করতেই জেলায় জেলায় সাংগঠনিক বিস্তারে নজর দিয়েছে আরএসএস।

'২৪-এর লোকসভা ও '২৬-এর বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের পর রাঢ়বঙ্গ, জঙ্গলমহলে ফল ভালো করায় '২৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্য থেকে সর্বোচ্চ আসন জিততে বিজেপির নজর এই দুই এলাকার ১৬টি আসনে। সেই লক্ষ্যে ওই এলাকায় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে পুজোর আগেই দু'দিনের রাজ্য সফরে আসছেন আরএসএস-এর শীর্ষনেতা মোহন ভাগবত। ৮ ও ৯ অক্টোবর তিনি বর্ধমানে সংঘের মধ্যবঙ্গের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আরএসএস-এর মধ্যবঙ্গের ৮টি সাংগঠনিক জেলার (দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, নদিয়া, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ) ১৬টি লোকসভা আসনকেই '২৯-এ পাখির চোখ করেছে বিজেপি।

রবিবার রাজ্যে দু'দিনের সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি যুব সংবাদ কনক্লেভ বা জেন জেড মিট করবেন নবীন। সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও আরএসএস-এর সংগঠন বাড়ছে। এতদিন পর্যন্ত সারা দেশে আরএসএস-এর প্রান্ত সংগঠন ছিল মোট ৪৪টি। সংঘের শতবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১১০টি। একইভাবে এ রাজ্যে এতদিন পর্যন্ত আরএসএস-এর প্রান্ত সংগঠন ছিল মোট তিনটি। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ। মোটামুটি ৮টি করে জেলা নিয়ে

নজর রাঢ়বঙ্গ ও জঙ্গলমহলে

গঠিত হত এক একটি প্রান্ত। রাজ্যে পরিবর্তনের পর আরএসএস-এর সদস্য সংখ্যা ও বিস্তার যেভাবে বেড়েছে তাতে তিনটি প্রান্ত থেকে ৫টি প্রান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে, এখন থেকে সংগঠনে 'প্রান্ত'র বদলে লেখা হবে সম্ভাগ। সম্ভবত মহালয়ার দিন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন ভাগবত। এদিন নিউটাউনের কেশব স্মৃতি ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন স্বরকার্যবহ তথা আরএসএস এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে।

রাজ্যে নবীনের এটা দ্বিতীয় সফর। তবে সরকার গড়ার পর প্রথম সফরে দল ও সরকারের সমন্বয়ের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে চলেছে।

শিশু হাতেও যত্ন। কলকাতার কুমোরটুলিতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মমতার থেকে দূরত্বই চাইছে বঙ্গ সিপিএম

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভোট চুরি ইস্যুতে দীর্ঘদিনের বৈরিতা ভুলে কাছাকাছি এসেছে সিপিএম ও কালীঘাট তৃণমূল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে চিঠি চালাচালি এবং একপ্রস্থ ফোনালাপও হয়েছে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি ও মমতার। কিন্তু 'রাজনৈতিক শত্রু' মমতার থেকে দূরত্বই বজায় রাখতে চায় বঙ্গ সিপিএম। কোনওমতেই বঙ্গে মমতার সঙ্গে সখ্য নয় বলেই সাফ জানাচ্ছেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা। বিজেপিকে ঠেকাতে দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে একজোট হলেও বাংলায় তাঁদের অবস্থান মমতার বিপক্ষেই। এর আগে ভোটে হারার পর বামপন্থী ও অতিবামপন্থীদেরও তাঁর সঙ্গে একজোট হওয়ার আহ্বান করেছিলেন মমতা। কিন্তু বন্ধুত্বের সেই আবেদনও খারিজ করেছিল বামেরা।

সম্প্রতি ইংরেজি দৈনিকে কমিশন সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পরেই সমস্ত বিরোধী নেতার পাশাপাশি মমতাকে আগেই চিঠি লিখেছিলেন এমএ বেবি। পালটা তার উত্তরও দিয়েছেন কালীঘাট তৃণমূল নেত্রী। ফোনে কথাও হয়েছে তাঁদের। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাবেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চর্চা শুরু হয়, তাহলে বঙ্গেও কি মমতার সঙ্গে দেখা যাবে বামেদের? সেই প্রসঙ্গ মানতে নারাজ সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'এটা রাজ্যের নয়, দেশের বিষয়। সবাই জানে দেশ, সংবিধানের প্রসঙ্গ এলে সকলে এক হয়। এবার কে আসবে বা না আসবে তা একটি চিঠি বা ফোনের ওপর নির্ভর করে না। উনি যখন যুব কংগ্রেস নেত্রী তখন থেকে ওনাকে কমিউনিস্ট বিরোধী চেহারা তৈরি করার কাজে লাগানো হয়েছিল। উনি সেই কাজই পালন করে গিয়েছেন। বিজেপির সঙ্গে জোট করে এরাজ্যে উনি ওদের ক্ষমতায় এনেছিলেন।' এই রাজ্যে বামেদের সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা। তাই বর্তমান প্রেক্ষিতে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী শক্তি হিসেবে বামপন্থীরাই লড়াই চালিয়ে যাবে বলে বার্তা দিয়েছেন সেলিম। একই সুরে সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ি বলেন, 'মমতা যাদের হাত ধরেছিলেন তারাই এখন ওকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। তাই সিপিএমকে প্রয়োজন হয়েছে। এই রাজ্যে কখনও মমতার সঙ্গে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে না বলেই মনে করি।'

DHUPGURI MUNICIPALITY TIME EXTENSION
WBMAD/DHUPGURI/01/2026-27
2026_MAD_5022883_1
2026_MAD_5022883_2
2026_MAD_5022883_3
2026_MAD_5022883_4
2026_MAD_5022883_5
2026_MAD_5022883_6
2026_MAD_5022883_7
2026_MAD_5022883_8
2026_MAD_5022883_9
2026_MAD_5022883_10
2026_MAD_5022883_11
2026_MAD_5022883_12
2026_MAD_5022883_13
2026_MAD_5022883_14
2026_MAD_5022883_15
2026_MAD_5022883_16
2026_MAD_5022883_17
2026_MAD_5022883_18
2026_MAD_5022883_19
2026_MAD_5022883_20
WBMAD/DHUPGURI/02/2026-27
2026_MAD_5023047_1
2026_MAD_5023047_2
2026_MAD_5023047_3
2026_MAD_5023047_4
2026_MAD_5023047_5
2026_MAD_5023047_6
2026_MAD_5023047_7
2026_MAD_5023047_8
2026_MAD_5023047_9
2026_MAD_5023047_10
2026_MAD_5023047_11
2026_MAD_5023047_12
2026_MAD_5023047_13
2026_MAD_5023047_14
2026_MAD_5023047_15
2026_MAD_5023047_16
2026_MAD_5023047_17
2026_MAD_5023047_18
2026_MAD_5023047_19
2026_MAD_5023047_20
Last Date of Bid Submission- 03.10.2026 at 11:00 AM Sd/- Administrator Dhupguri Municipality

জ্ঞানেশ 'ভোট চোর'

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের সময় হিট হয়েছিল ক্যানিংয়ের তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লাকে নিয়ে লেখা গান 'শওকত মাছ চোর'। সেই আদলেই এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশকে বিঁধল সিপিএম। এআই নির্মিত ওই গানের প্যারোডি অনুযায়ী জ্ঞানেশকে 'ভোট চোর' বলে গান তৈরি করল তারা।

প্রশ্নে যাদবপুরের স্বায়ত্তশাসন

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী রেজিস্ট্রার নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে। প্রশ্নের মুখের পড়েছে প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হিসেবে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজিৎ দত্তের নিয়োগে সরাসরি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের জেরে এই প্রশ্ন উঠেছে। কেননা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮১-র ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, একমাত্র এগজিকিউটিভ কাউন্সিল (ইসি)-ই রেজিস্ট্রার নিয়োগ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের আচার্য হলেও আইন অনুযায়ী রাজ্যপাল আরএন রবি সেখানে কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। ৯ সেপ্টেম্বরের এই নিয়োগ প্রক্রিয়াই প্রশ্ন তুলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের দিকে।

এপ্রসঙ্গে অল বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গৌতম মাইতি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'এই কাজ সম্পূর্ণ বেআইনি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ। অস্থায়ী রেজিস্ট্রার নিয়োগের অধিকার শুধু উপাচার্য ও ইসির আছে। সেক্ষেত্রে এই ঘটনা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত।' অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব আইনই সর্বোচ্চ। ইসি-র সিদ্ধান্তের ওপর কেউ কিছু চাপিয়ে দিতে পারেন না। বড়জোর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোর্ট' সেটা রিভিউ করতে পারে।' শিক্ষক সমিতির অভিযোগ, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ ছাড়া উপাচার্য ইসির বৈঠকও ডাকতে পারছেন না।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হওয়া অনিয়ম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আমিও আচার্যের নির্দেশের পরই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম জানতে পেরেছি। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে তিনি সেটা করতেই পারেন।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

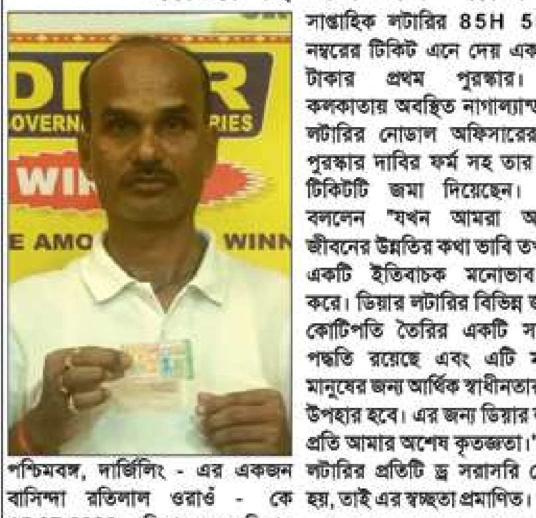

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা রতিলাল ওরাওঁ - কে 15.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85H 56406 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমরা আমাদের জীবনের উন্নতির কথা ভাবি তখন এটি একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। ডিয়ার লটারির বিভিন্ন জায়গায় কোটিপতি তৈরির একটি সর্বসম্মত পদ্ধতি রয়েছে এবং এটি মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য আর্থিক স্বাধীনতার একটি উপহার হবে। এর জন্য ডিয়ার লটারির প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

দায়িত্ব বদল ২৩ পুলিশকর্তার

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর মুখে আর পুরসভার ভোটের আগে রাজ্য পুলিশে রদবদল করল নবান্ন। শুক্রবার রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরে জারি করা এক নির্দেশিকায় ২৩ জন আইপিএস এবং ডব্লিউবিপিএস পদমর্যাদার আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের শীর্ষস্তর থেকে উত্তরের জেলায় রদবদল হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (অ্যাডিশনাল সিপি) দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংকে উত্তরবঙ্গের আইজি (আইবি) পদে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় কলকাতার নতুন অ্যাডিশনাল সিপি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন সুধীর কুমার নীলকান্তম। এতদিন তিনি রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) আইজিপি পদে ছিলেন।

মালদার সিআইডি এসএস পদে আনা হয়েছে ধৃতিমান সরকারকে। দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদ থেকে ডব্লিউবিপিএস কৌস্তভদীপ্ত আচার্যকে সরিয়ে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার সদরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়ার্টার্স করা হয়েছে সালিমা লামাকে। শিলিগুড়ি থানার ট্রাফিকের ডিসি কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নতুন ডিসিডিডি হচ্ছেন। কালিম্পংয়ের নতুন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হচ্ছেন পূর্ণিমা শেরপা। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে মানবেন্দ্র দাস এবং মালদা গ্রামীণের নতুন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কুণাল বর্ণাবাস দায়িত্ব পাচ্ছেন।

কংগ্রেসে যোগ গজল জাফরের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেসে যোগ দিলেন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি গজল জাফর। শনিবার দুপুরে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশি ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। মহামেডানের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত জাফর ক্লাবের সহসভাপতি, সচিব পদে দায়িত্ব সামলেছেন। মাসখানেক আগে হুমায়ুন কবীরের জায়গায় সভাপতি পদে দায়িত্ব পান তিনি। এবার খেলার মাঠের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে দেখা যাবে তাঁকে। সম্প্রতি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানিক ফকিরও কংগ্রেসে যুক্ত হয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে মহামেডান কর্তারও যোগদানকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিধান ভবন। সামনেই কলকাতা পুরসভাতেও ভোট রয়েছে। এতে সংখ্যালঘু ভোট খানিকটা হলেও কাছে আসবে বলে ধারণা।

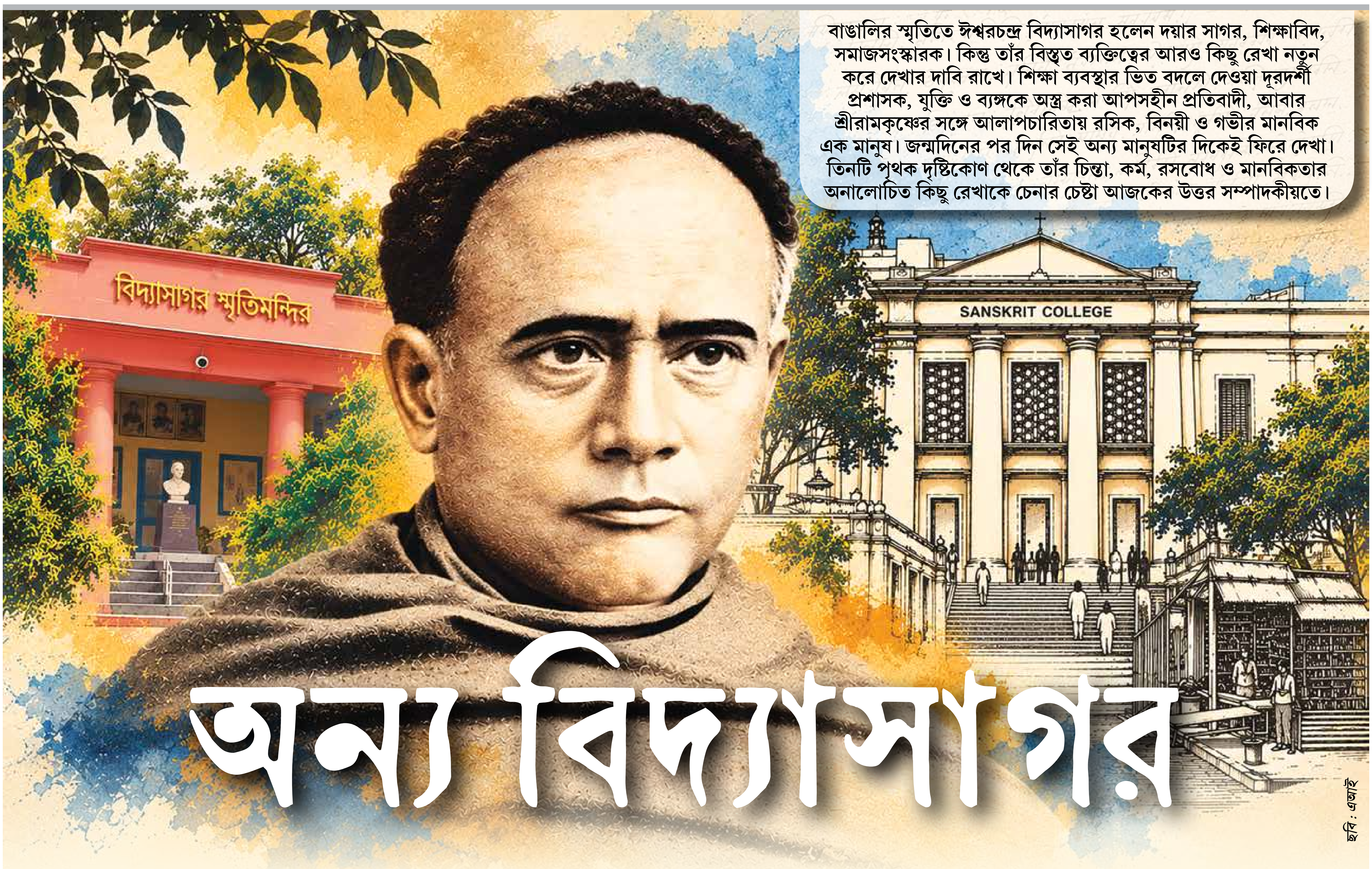

বাঙালির স্মৃতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হলেন দয়ার সাগর, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক। কিন্তু তাঁর বিস্তৃত ব্যক্তিত্বের আরও কিছু রেখা নতুন করে দেখার দাবি রাখে। শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত বদলে দেওয়া দূরদর্শী প্রশাসক, যুক্তি ও ব্যঙ্গকে অস্ত্র করা আপসহীন প্রতিবাদী, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপচারিতায় রসিক, বিনয়ী ও গভীর মানবিক এক মানুষ। জন্মদিনের পর দিন সেই অন্য মানুষটির দিকেই ফিরে দেখা। তিনটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চিন্তা, কর্ম, রসবোধ ও মানবিকতার অনালোচিত কিছু রেখাকে চেনার চেষ্টা আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে।

অন্য বিদ্যাসাগর

পাঠক্রম থেকে প্রতিষ্ঠান, বদলের দূরদর্শী প্রয়াস

উর্বী মুখোপাধ্যায়

বছর কয়েক আগে আমরা সাড়ম্বরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের ২০০ বছর উদযাপন করেছি। বিদ্যাসাগর যে বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন, সেই বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই আজ ছাত্রাভাবে বন্ধ হওয়ার পথে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ধুঁকছে ছাত্রাভাবে। আমরা ব্যর্থ হয়েছি বিদ্যাসাগরের মতো বাংলা ভাষার গুরুত্বকে তুলে ধরতে, দুইয়ের সমন্বয়সাধন করতে। শিক্ষা সংস্কারে তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের পাশাপাশি ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও শাস্ত্রবিদ্যায় তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় আমরা পেয়েছি। গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েও তিনি এক অদ্ভুত নিস্পৃহতা, নির্লিপ্ততা নিয়ে মানবতার কথা বলে গেছেন আজীবন। সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের অপর একটি পরিচয়- তিনি একজন শিক্ষা প্রশাসক। আজকের ভাষায় যাকে বলি 'অ্যাকাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর'। অতি সাধারণ চেহারার এই মানুষটির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁকে সকলের মাঝেও আলাদা করে চিনিয়ে দিত।

বিদ্যাসাগর ছিলেন একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল তাঁর স্বভাবগত। সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। ১৮৪৬ সালে সহকারী সম্পাদক পদে যোগদানের মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি ছাত্রদের উপস্থিতির হার সুনিশ্চিত করেন, নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ ও সময়ে ফলাফল প্রকাশে গুরুত্ব দেন। কিন্তু তাঁর কাজের এই উদ্যম পছন্দ হয়নি তৎকালীন সম্পাদক রসময় দত্তের। শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শের ফাইল স্বাভাবিকভাবেই অন্য ফাইলের ভিড়ে চাপা পড়ল। আত্মসম্মান খুইয়ে চাকরিতে নারাজ বিদ্যাসাগরও পদত্যাগ করলেন। ফিরে এলেন আবার, এবার তাঁর মানসিক দৃঢ়তা অনেক বেশি। শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি মোয়াট সাহেব বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদানের আহ্বান জানালে বিদ্যাসাগর তা গ্রহণ করলেন এবং যোগদানের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ১৮৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর কলেজের পুনর্গঠন বিষয়ে ছাব্বিশ প্যারার প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিমধ্যে রসময় দত্ত পদত্যাগ করলে কর্তৃপক্ষ সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকের পদ অবলুপ্ত করে অধ্যক্ষের পদ তৈরি করল এবং ১৮৫১-র ২২ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর যোগ দিলেন। তাঁর উপর ন্যস্ত হল কলেজ পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব।

সংস্কৃত কলেজের অদূরেই হিন্দু কলেজ। দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভেদ ছিল স্পষ্ট। তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান হিন্দু কলেজ যুক্তিবাদী চিন্তন, দর্শনের চর্চার মধ্য দিয়ে কুসংস্কারমুক্ত মননের জন্ম দিয়েছিল। অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজ তখনও প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অন্যতম ক্ষেত্র– সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত দর্শন ছিল পাঠের মূল বিষয়। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এই দুয়ের সমন্বয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পাঠ ছাত্রদের মনে মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছিল সবসময়েই ইনক্লুসিভ। ভাষার চূড়ান্ত উন্নতি সম্ভব সংস্কৃত ও ইংরেজির যুগপৎ শিক্ষার মধ্য দিয়ে। এই দুইয়ের মধ্য দিয়েই প্রকৃত বাংলা ভাষার উন্নতি সম্ভব। মনে পড়ে যায়, স্বাধীন ভারতে শিক্ষানীতি নির্ধারণে শিক্ষা কমিশনের একাধিক প্রস্তাবের কথা, যেখানে 'ত্রিভাষা' সূত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে নানা সময়ে। সেখানে রাজনৈতিক সামাজিক নানা ভাবনা জড়িত থাকলেও, বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু নিতান্তই বৌদ্ধিক পরিসরে।

তিনি বিশ্বাস করতেন সংস্কৃত না জানলে ভালো বাংলা লেখা যাবে না, আর ইংরেজি না জানলে লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হবে না। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি যে কাজ করতে পারেননি, সেই কাজই তিনি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করলেন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে। ইতিপূর্বে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে দু'বার ইংরেজি বিভাগ খোলা হলেও একাধিক বাদানুবাদে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার বিদ্যাসাগর সংস্কৃত অধ্যয়নের পাশাপাশি ইংরেজির পাঠ বাধ্যতামূলক করলেন। ১৮৫৩, ইংরেজি বিভাগ চালু হলে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তিনি একাধিক সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে পুঁথির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর সমাজের সকল স্তরের হিন্দু ছেলেদের পড়ার অধিকারের পক্ষে সওয়াল করলেন। ইতিপূর্বে সংস্কৃত কলেজে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররা পাঠ গ্রহণের অধিকার পেত। ১৮৫১ সালে প্রথম কায়স্থ ছাত্রদের জন্য এবং পরে ১৮৫৪ সালে সমাজের সকল হিন্দু ছাত্রর জন্য কলেজের দরজা খুলে দেওয়া হল। শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক বিপ্লব আনলেন। ১৮৫২, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাতেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের জন্য হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাও আবেদনের সুযোগ পেল। অবৈতনিক সংস্কৃত কলেজে ছাত্র উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে তিনি এক টাকা বেতন ধার্য করলেন। এখানেও বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতা লক্ষণীয়। তিনি জানতেন সময় সর্বদা একরকম থাকবে না। বেন্টিঙ্ক সাহেব, মোয়াট সাহেব বা বেথুন সাহেবের মতো সবাই শিক্ষা অনুরাগী হবেন না। সংস্কৃত কলেজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত।

বিদ্যাসাগর সার্বিকভাবে সংস্কৃত কলেজ ও সমাজে শিক্ষার বিস্তারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অধ্যক্ষের কাজের পাশাপাশি তিনি ১৮৫৪ সালে স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্বভার নেন। চারটি জেলা বেছে নিয়ে কুড়িটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সময় তিনি ছাত্রদের পাঠ্যবই সংস্কারেও মন দিলেন। বোপদেবের মুগ্ধবোধ বাদ পড়ল। পরিবর্তে যুক্ত হল ব্যাকরণ কৌমুদী ও উপক্রমণিকা। কারণ হিসেবে তিনি জানালেন মুগ্ধবোধ পাঠে ছাত্রদের অনেক কালক্ষেপ হয়। শুধু প্রাথমিক পরিসরে নয়, যতদূর সম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলেন তিনি। বাংলায় টেক্সট বুক লেখার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন বাংলায় ভূগোল বিবরণী। প্রসন্ন সর্বাধিকারী লিখলেন পাটিগণিত। সংস্কৃত পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ তাঁর দুটি গ্রন্থ 'অপূর্বোপাখ্যান' ও 'আরবীয়োপাখ্যান'-কে স্কুলপাঠ্য করতে চাইলে কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের মতামত চেয়ে পাঠায়। কিন্তু বিদ্যাসাগর বই দুটিকে ছাত্রদের পাঠের অনুপযোগী বিবেচনা করে অনুমোদন দিলেন না।

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারেও তাঁর উৎসাহ ছিল প্রবল। একাধিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এমনকি মেয়েদের স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ কী হবে তা নিয়েও তাঁর মতামত জানতে পারা যায়। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনকালে বহু প্রকাশকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় বিদ্যাসাগরকে সমালোচিত হতে হয়েছে নানাভাবে। তিনি বুঝেছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ মেলবন্ধন সম্ভব পাঠ্যবইয়ের যথাযথ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই।

প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু প্রশ্ন হল বিদ্যাসাগরকে আমরা আদতে কতটা নিতে পেরেছি? আমরা তাঁর মূর্তি বানিয়েছি, তাঁকে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়নের চেষ্টা করিনি। তাঁকে নিয়ে আমাদের আলোড়ন শুধুই বহিরঙ্গে। সমকালে ও উত্তরকালে বারংবার সমালোচিত হয়েছেন। বিদ্যাসাগর আধুনিক ভারতের এক দুরূহতম প্রহেলিকা। কোনও একক সিদ্ধান্তই তাঁকে বিচারের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক)

ব্যঙ্গের ছুরিতে প্রতিবাদের লড়াই

পরাগ মিত্র

কাকদ্বীপ থেকে কাউয়ারডাঙ্গা, আজকাল 'ভাইপো' শুনলেই মনপবনের নাওয়ের ভাসান রাজনীতির দরিয়ায়। অম্লান কাকাবাবু সন্তুর মধুর ভালোবাসার বিপরীত উদাহরণও অগণ্য। ত্রেতাযুগে অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে কাকাদের সঙ্গে প্রথম লড়েছে লবকুশ। মেঘনাদ জিজ্ঞাসা করছেন, কোন ধর্মে বিভীষণ জ্ঞাতি, জাতি সবাইকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে? বহুবিবাহ বন্ধে আইন প্রণয়নের বিরোধীদের ও পরে বিধবাবিবাহের সমালোচকদের উত্তর দিতে 'ভাইপো' ছদ্মনাম নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরও।

কুসংস্কার, অযৌক্তিক রীতির শিকড় গভীরে প্রোথিত হলে নেতিবাচক প্রবণতার সৃষ্টি হয়। কৌলীন্য প্রথার অভিঘাত সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের পর্যবেক্ষণ, 'এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই।' 'কপালকুণ্ডলায় শ্যামাসুন্দরীর কুলীন স্বামীর অগুনতি স্ত্রী। শ্যামাসুন্দরীর খোঁজের সময় নেই। তাই সে 'সধবা হইয়াও বিধবা'।

১৮১৫ থেকেই আত্মীয়সভায় কৌলীন্য ও বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। ১৮৪২-এ অক্ষয়কুমার দত্তের 'বিদ্যাদর্শন'এ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র কিশোরীচাঁদ মিত্রও জনমত গড়ে তোলেন। বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথাকে ব্যঙ্গ করে মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুল সর্বস্ব। ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগর দশ হাজারেরও বেশি স্বাক্ষর সংবলিত আবেদন সরকারের কাছে দেন। বর্ধমানের মহারাজারও তাতে সম্মতি ছিল। পিটার গ্র্যান্ট বিল আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরে সামাজিক সংস্কারে আইন প্রণয়নে সরকারের উদ্যোগ থেমে যায়। ১৮৬৬-র ১ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের আবেদন ছাপিয়ে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বাড়ল। বিদ্যাসাগর, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল সহ বিশিষ্টরা ছোটলাট সেসিল বিডনের কাছে উপস্থিত হন। তিন বছর আগে রাজা দেবনারায়ণ সিংহও বহুবিবাহ রোধে বিল আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইন হল না।

বহুবিবাহকে নিন্দা করেও রাধাকান্ত দেব, নবকান্ত মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়রা বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা বিস্তার এই প্রথার অবসান ঘটাবে। তদন্তের সামনে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্রও আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'ডন কুইক্সোট'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে তুলনা করলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ তীব্র কটাক্ষ করেন অক্ষয়কুমার সরকার।

১৮৭০-এ কুলীন স্ত্রী কৃষ্ণমণির খোরপোশ চেয়ে আদালতে মামলা করেন। বহুবিবাহ রোধে আইন প্রণয়নের বিরোধীদের জবাব দিতে বিদ্যাসাগর লিখলেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'। সামনে এল ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮০, ভগবান চট্টোপাধ্যায়ের ৭২, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ৬২, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের ৫৬টি বিবাহের মতো উদাহরণ। শাস্ত্রীয় ভিত্তিদানের তাগিদে উদ্ধৃত করলেন মনুসংহিতা।

যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিধবাবিবাহের আন্দোলনে স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনিও পরে বিপক্ষে। 'সোমপ্রকাশ'-এ বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে আক্রমণ করলেন। উত্তরে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামে লিখলেন 'অতি অল্প হইল', পরে 'আবার অতি অল্প হইল'। তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ, যুক্তিতে চৌচির বাচস্পতির শৌর্য। ভাইপোর বয়ান, 'তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন, অতি অপদার্থ তুমি অতি অবাচীন।' বই দুটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হল।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবাবিবাহবিরোধী বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে লিখলেন 'ব্রজবিলাস'। 'রত্নপরীক্ষা'য় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ও প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্নকে জবাব দিলেন। ভাইপোকে এবার সহচর দিলেন, 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য'।

বিধবাবিবাহের অধিকারের মতো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য বহুবিবাহের ক্ষেত্রে আসেনি। তবু ক্ষমতা বা পরিস্থিতির পরিবর্তন তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর সমকালীন বিরোধীদের মধ্যে অপমান, বদনাম, অপপ্রচারও ছিল। সেই আঘাত সয়েও তিনি নিজের অবস্থানে অটল ছিলেন। এই লড়াইয়ে তাঁর ভাষাই হয়ে উঠেছিল আরেক দুর্ধর্ষ প্রতিবাদের অস্ত্র। ভাইপো ছদ্মনামে সমালোচকদের উত্তরের সঙ্গে সমকালীন সমাজের ভণ্ডামি, শঠতা, ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মের ব্যবহারকেও সপাট আক্রমণ করেছেন।

(লেখক শিক্ষক)

যেখানে যুক্তি, সেখানে মানবিকতা

কোহিনূর কর

আমাদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে স্কুলজীবন কাটিয়েছেন, তাঁদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যন্ত গুণী ও দয়াবান এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হিসাবেই শ্রদ্ধাবান। উনিশ শতকের এই শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক আমাদের রাজ্যে জন্মেছিলেন বলেই নবজাগরণের এক মজবুত ভিতও তৈরি হয়েছিল। বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের জন্ম হলেও তাঁদের পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ছিল হুগলি জেলার বনমালীপুরে। কামারপুকুরে জন্ম হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের। বিদ্যাসাগরের তুলনায় পরমহংস বয়সে প্রায় ১৬ বছর ছোট ছিলেন। বাহ্যিকভাবে অনেক পার্থক্য থাকলেও দুজনেই জ্ঞানের অপরিমেয় আধার ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ গুণাবলির মধ্যে যেগুলোর উল্লেখ বেশি পাওয়া যায় তা হল বিদ্যানুরাগ, দয়ার শরীর, স্বাধীনচেতা, মাতৃভক্তি ইত্যাদি। বাছুরগুলো মায়ের দুধ পায় না বলে বিদ্যাসাগর কয়েক বছর দুধ খাওয়া একদম বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেষে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ডাক্তারের নির্দেশে আবার দুধ খেতে শুরু করেছিলেন। ঘোড়া কষ্ট পাবে বলে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চড়তেন না। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত হতে পারেননি বলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

দিনটা ছিল শনিবার, ১৮৮২ সালের ৫ অগাস্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাস্টারকে নিয়ে কলকাতার বাদুড়বাগানের দিকে এগিয়ে চলেছেন। উদ্দেশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করা। বিদ্যাসাগরের সেই বাড়ির দোতলায় ছিল তাঁর ঘর। টেবিলের ওপর রয়েছে কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, হিসাবের খাতা, কিছু পাঠ্যবই আর অনেকগুলো চিঠি।

কী লেখা সেই চিঠিগুলোতে? কোনও এক বিধবা লিখেছেন, তাঁর এক অনাথ শিশু, দেখভালের কেউ নেই, আপনাকেই দেখতে হবে। কোনও এক গরিব ছাত্র লিখেছে, আপনার স্কুলে বিনা ফি-তে ভর্তি হয়েছি, কিন্তু বই কেনার ক্ষমতা আমার নেই। কেউ লিখেছেন, আমার পরিবার খেতে পাচ্ছে না, আমাকে একটা চাকরি করে দিতে হবে। বিদ্যাসাগরের স্কুলের এক শিক্ষক লিখেছেন, তাঁর বোন বিধবা হয়েছে, তাই তাঁকে ভার নিতে হয়েছে। এই বেতনে তাঁর চলে না। কেউ আবার বিলেত থেকে লিখেছেন, তিনি বিপদে পড়েছেন। আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠিয়ে তাঁকে রক্ষা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে দোতলায় উঠে বিদ্যাসাগরের ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না তো?' নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ঘরে ঢুকলেন। জল খাওয়ার পর বিদ্যাসাগর বর্ধমানের মিষ্টি আনালেন। ঘরভর্তি লোকের মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আজ সাগরে এসে মিশলাম।' বিদ্যাসাগর সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান!' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীরসমুদ্র!'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়।' বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, কেমন করে?' উত্তর এল, 'আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!' বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, 'কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!' সকলের হাসির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দড়কচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে।'

ধর্ম প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ষড়দর্শন পড়াশোনা করে দেখেছিলেন, ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।' বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন মুখে পড়া ও উচ্চারণের কারণে এঁটো হলেও ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি। বিদ্যাসাগর শুনে বললেন, 'বাঃ এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নতুন কথা শিখলাম।'

সমাজসংস্কারকের পরিচিত গণ্ডির বাইরে এই সন্ধ্যায় ধরা পড়েছিল তাঁর আর এক মানবিক ছবি। ধর্মে মতের পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের প্রতি ছিল কৌতূহল, সৌজন্য ও রসবোধ। আর বিদ্যাসাগর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, মহাপণ্ডিত হয়েও নতুন কথা শুনতে শেখার বিনয়ই মানুষের বড় পরিচয়।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক)

সূত্র : শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৫

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুজোর আগে বিপাকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

মুখ থুবড়ে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : আর কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ আড়ালে-আবডালে প্রশ্ন করছেন, নাকে রুমাল দিয়েই কি এবারের পুজো কাটাতে হবে?

রাস্তার পাশে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাজার, জাতীয় সড়কের বিভিন্ন মোড় ছেয়ে গিয়েছে জঞ্জালে। খুব স্বাভাবিক কারণেই বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলছেন, এবারের পুজো তাঁদের নাকে রুমাল দিয়ে কাটাতে হবে না তো।

কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, মহকুমার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ জায়গায় জঞ্জাল সংগ্রহ করা হচ্ছে না। হাতেগোনা দু'-একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে খানিক আবর্জনা সংগ্রহ করা হলেও সেই আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের বালাই নেই। ফলে আবর্জনা প্রক্রিয়করণ কেন্দ্রগুলিও প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

মাটিগাড়া-১ পঞ্চায়েত কার্যালয়ের এক কোনায় পড়ে আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি।

পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কোথাও স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কোথাও কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কোথাও আবার গ্রাম পঞ্চায়েত আবর্জনা সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিল। যে বাড়িগুলি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করা হবে সেইসব পরিবারের মাসে মাসে কর দেওয়ার কথা।

প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলিতে পচনশীল এবং অপচশীল আবর্জনা আলাদা করে সার তৈরির কথা। সার বিক্রি করে পঞ্চায়েতের আয় হওয়ার কথা। সেই টাকা দিয়েই যেসব কর্মী আবর্জনা সংগ্রহ করবেন তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা। অভিযোগ, গ্রামের অনেক মানুষ সেই কর দিতে চাইছেন না। টাকা না পেয়ে কর্মীরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে আবর্জনা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

নাম প্রকাশ করা যাবে না এই শর্তে নকশালবাড়ির একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক সদস্য বলেন, 'আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে আরও মেশিন বসানোর কথা ছিল। মেশিন না বসানোয় জঞ্জাল থেকে সার তৈরি করা যাচ্ছে না। ফলে সার বিক্রি করে পঞ্চায়েতের আয় হচ্ছে না। কর্মীরাও টাকা পাচ্ছেন না। আর মজুরি না পেলে কে কাজ করবে বলুন?'

মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিক বলেন, 'সরকারের তরফে জঞ্জাল সংগ্রহকারীদের জন্য আলাদা করে অর্থবরাদ্দ করা হয় না। যদিও ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনে জঞ্জাল সংগ্রহকারীদের মজুরির জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করার নিয়ম থাকছে। সেই টাকা ঢুকলে তখন নতুন করে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা হতে পারে।'

মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের জন্য ১৭টি পঞ্চায়েত এলাকায় জমি চিহ্নিত হয়েছিল। প্রায় ১১টি জায়গায় আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কিছু পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। কিছু জায়গায় শুধুমাত্র সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়েছে। বাকি জায়গায় তা-ও নেই।

মাস চারেক আগেও ৮টি পঞ্চায়েতে জঞ্জাল সংগ্রহ হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাত্র দু'-একটি পঞ্চায়েত এলাকায় জঞ্জাল সংগ্রহ করা হচ্ছে।

নকশালবাড়ি আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি জঞ্জালে ছেয়ে গিয়েছে। মেশিনগুলিতে মরচে ধরেছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে জঞ্জাল সংগ্রহের ভ্যানগুলিও। অভিযোগ, যেখানে যে জঞ্জাল জমা করার জন্য নির্দিষ্ট জমির পাশের ফাঁকা জায়গায় আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, সেখান থেকে জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। চম্পাসারি, মাটিগাড়া-১, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে আবর্জনা সংগ্রহের টোটো পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ শাহিদ বলেন, 'যাঁরা আবর্জনা সংগ্রহ করেন তাঁরা যাতে নিয়মিত মজুরি পান সেটা নিশ্চিত করা দরকার। না হলে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলেন, 'তৃণমূলের বোর্ড খাতায়-কলমে অনেক কাজের ফিরিস্তি দিলেও কাজের কাজ কিছু করেনি। আমরা বিষয়টি তদন্তের আওতায় আনার চেষ্টা করব।'

কত কেরামতি

চিলাপাতার বানিয়া নদীতে। শনিবার। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

অনলাইন গেমে নিঃস্ব, ম্যানেজারকে খুন

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : অনলাইন গেমের সর্বনাশা জুয়ায় ডুবে ঋণের পাহাড় তৈরি হয়েছিল মাথায়। পাওনাদারদের তাগাদা সামলাতে শেষমেশ নিজের কর্মস্থলের ম্যানেজারকেই ঠান্ডা মাথায় খুন করে চম্পট দেয় বেকারি কর্মী। বৃহস্পতিবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরের নয়াবস্তি এলাকার একটি বেকারির ভেতর ম্যানেজার শেখ হাফিজুর রহমান খুনের ঘটনায় এমনই হাড়হিম করা তথ্য উঠে আসছে তদন্তে। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ পুলিশের তৎপরতায় ধৃত অভিযুক্ত নুর আলম শেখকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিনই নয়াবস্তির ঘটনাস্থলে গিয়ে খুনের ঘর থেকে রক্ত ও আঙুলের ছাপ সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিক দল। অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার এম শ্রীনিবাসন বলেন, 'অভিযুক্তকে হেপাজতে নিয়ে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালানো হচ্ছে।'

পুলিশি জেরায় জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন রাতে বেকারি বন্ধ হওয়ার আগে প্রায় দু'ঘণ্টা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেন নুর। তারপর দোকান বন্ধ হতেই পেছনের ঘুলঘুলির লোহার জাল ছিঁড়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢোকেন তিনি। রাতে ম্যানেজারের কাছেই বিক্রির নগদ টাকা গচ্ছিত থাকে, তা ভালো করেই জানা ছিল নুরের। অভিযোগ, টাকা লুটের উদ্দেশ্যেই ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত বা অসতর্ক ম্যানেজারের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালান তিনি। টাকা হাতানোর পর ফের সেই সংকীর্ণ ঘুলঘুলি গলেই বাইরে

- ঘুলঘুলি ভেঙে ভেতরে ঢুকে খুনের পর রাতেই ট্রেনের টিকিট কাটেন নুর আলম শেখ
- বাজারে পাহাড়প্রমাণ ঋণের চাপেই কি বেকারির টাকা হাতিয়ে খুনের ছক
- ধৃতকে ৫ দিনের হেপাজতে নিল পুলিশ, নমুনা তুলল ফরেন্সিক দল

বেরিয়ে আসেন। রাতে বৃষ্টিতে ভিজে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পৌঁছান এবং সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। এরপর ফরাক্কায় নেমে সেখানে ভিজে পোশাক বদলে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার বাসে ওঠার পরই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যান নুর।

ধৃত নুর জেরায় দাবি করেছেন, সম্প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে ম্যানেজার তাকে কটূক্তি করতেন এবং কম পারিশ্রমিক দিতেন। যদিও সহকর্মী ও বেকারি মালিকের বক্তব্যে সম্পূর্ণ উলটো চিত্র উঠে এসেছে। বেকারির কর্মী আশারুল হক বলেন, 'ম্যানেজার অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি কারও সঙ্গেই কোনও দিন খারাপ ব্যবহার করেননি। নুরের সঙ্গেও কখনও খারাপ ব্যবহারের নজির নেই।' অন্য এক সহকর্মী শাহ আলম বলেন, 'অনলাইন জুয়া খেলে নুর দেনায় ডুবেছিল। আমার থেকেই দু'দফায় ছয় হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, যা আজও শোধ করেনি। শুধু আমি নই, বেকারির প্রায় সবার কাছেই ওর দেনা ছিল।' বেকারির মালিক মানোয়ার আলি মণ্ডল বলেন, 'নুরের কোনও পারিশ্রমিক বকেয়া ছিল না। উলটে সহকর্মীরাই ওর কাছে টাকা পেত। বাড়ি ফেরার জন্য ওর হাতে ৫০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। ও পুরোপুরি অনলাইন জুয়ার নেশায় ডুবে ছিল।' নিজের গ্রামেও নুরের অন্তত ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার ঋণ ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ফলে বিবাহবিচ্ছেদের আক্রোশ সাজানো গল্প মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ঋণ মেটাতে ম্যানেজারের টাকা লুট করাই উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি সাউন্ড ব্যবসায়ীদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোয় শব্দ দূষণ রুখতে ডিজে বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। আর এই নিষেধাজ্ঞাকে ঘিরেই চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসায়ীদের মধ্যে। 'ডিজে' বলতে ঠিক কী ধরনের সাউন্ড সেটআপ বোঝানো হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রশাসনের কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় আতঙ্কে পুজোর বুকিংই নিতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। এমনকি, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ব্যবসায়ীদের হয়রান করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করা না হলে, পুজোয় পুরোপুরি মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম বাজানো বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিল 'উত্তরবঙ্গ সাউন্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'।

শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের শিলিগুড়ির দায়িত্বে থাকা পবিত্র সাহা বলেন, 'ডিজে বলতে ঠিক কোন যন্ত্র বা সেটআপ নিষিদ্ধ করা

বিভ্রান্তি 'ডিজে' নিষেধাজ্ঞায়

হয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে কোথাও বলা হয়নি। নির্দিষ্ট শব্দসীমার মধ্যে সাধারণ মাইক, অ্যাম্প্লিফায়ার, স্পিকার বা সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা যাবে কি না, তা আমাদের লিখিতভাবে দেওয়া হোক।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'বলা হচ্ছে ৬৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দ করা যাবে না। কিন্তু মাইকের ক্ষেত্রে এই শব্দমাত্রা কোথায় দাঁড়িয়ে, কীভাবে মাপা হবে তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। উলটে পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, পুজোয় সাউন্ড বক্স বা স্পিকার বাজলেই তা বাজেয়াপ্ত করে মালিককে আটক করা হবে। এই আতঙ্কেই আমরা বুকিং নিতে পারছি না।'

জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ সাউন্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে ছোট-বড় মিলিয়ে আরও প্রায় ২০টি সংগঠন রয়েছে। প্রতিটি সংগঠনে প্রায় দুশো জন সদস্য এবং মালিক পিছু গড়ে ১০ জন করে কর্মী এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। পুজোর মুখে বুকিং বন্ধ থাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষের রুটিরুজি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের সভাপতি প্রতাপ বোস বলেন, 'এই নিয়ম কি শুধু সাধারণ সাউন্ড ব্যবসায়ীদের জন্যই প্রযোজ্য, নাকি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।'

সমস্যা সমাধানে দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়ে আট দফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনটি।

প্রতি জেলায় একটি পর্যটনস্থলে নজর

রণজিৎ ঘোষ ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রতিটি জেলায় একটি করে পর্যটনস্থলকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান ডেস্টিনেশন'- এই থিমকে মাথায় রেখে জেলার একটি করে গন্তব্যকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা এবং সেটিকে ঘিরে পর্যটন সার্কিট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন। বিগত সরকারকে বিঁধে শংকর বলেছেন, 'আগের সরকারের পর্যটন নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা ছিল না। আমরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি।'

সম্প্রতি সিটংয়ের একটি হোমস্টেতে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতি পর্যটনমন্ত্রীর আবেদন, 'হোমস্টেতে যাওয়ার আগে সেটির রেজিস্ট্রেশন রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে নেবেন।' পর্যটন দপ্তর পুজোর আগেই হোমস্টে নীতি ঘোষণা করবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। শনিবার শিলিগুড়িতে এই উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এদিন সকালে শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সেখানে পর্যটনমন্ত্রী ছাড়াও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর, বিদায়ি ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তবে সকাল ৮টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা শুরু করতে অনেকটাই দেরি হয়ে যায়, যা নিয়ে মঞ্চের সামনেই মন্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ করেন।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় হাঁটার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সকালেই কলেজ মাঠে নিয়ে আসা হয়েছিল। চড়া রোদে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা করেন অনেকেই। মন্ত্রীও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'বিশ্ব পর্যটন দিবসে আমরা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে শংকরের বক্তব্য, 'বাংলায় ১২ মাসে ১৩ পার্বণ পালিত হয়। প্রতি মাসে এক বা একাধিক জেলায় স্থানীয় যে কোনও একটা উৎসব পালন করা হবে। পাশাপাশি গোটা রাজ্যের বিখ্যাত মেলাগুলিকে পর্যটন দপ্তরের তরফে তুলে ধরা হবে।' পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেন্দ্র তৈরির ওপরে জোর দেওয়ার কথাও বলেছেন মন্ত্রী। রাজ্যে ১০০০-এর বেশি পর্যটক সুবিধা কেন্দ্র তৈরি করার কথাও মন্ত্রী

বিশ্ব পর্যটন দিবসের অনুষ্ঠানে সেলফিতে মন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার।

তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এর পরে প্রতিটি জেলায় এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হবে।' দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্করের বক্তব্য, 'দার্জিলিং জেলা পর্যটন মানচিত্রে অনেক উঁচুতে রয়েছে। অনেক কম জেলায় দার্জিলিংয়ের মতো সংস্কৃতি, বিশ্বপ্রসিদ্ধ চা, কসমোপলিটন শহর, পাহাড়, বনাঞ্চল— সবকিছুর সমাহার রয়েছে। এই দার্জিলিংকে আরও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসাই আমাদের লক্ষ্য।'

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রতিটি জেলায় একটা করে পর্যটনকেন্দ্রকে চিহ্নিত করার জন্য জেলা শাসকদের বলা হয়েছে। সেই গন্তব্যকে দপ্তরের তরফে তুলে ধরা হবে। সেই গন্তব্যকে ঘিরে একটা পর্যটন সার্কিট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' এদিন জানিয়েছেন।

চলতি মাসেই সিটংয়ের একটি হোমস্টেতে চিকেন বারবিকিউ করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এক গৃহবধূ। বর্তমানে তিনি কলকাতায় একটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। সেই প্রসঙ্গে শংকর বলেছেন, 'দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের কাছে সংশ্লিষ্ট জেলার হোমস্টেগুলি নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। হোমস্টেগুলির ওপরে নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

এদিনের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। শিলিগুড়ি কলেজ থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রা বাঘা যতীন পার্ক, কোর্ট মোড় হয়ে হিলকার্ট রোড ও বিধান রোড ধরে আবার কলেজে এসে শেষ হয়।

কলেজের অনুষ্ঠানে হুজ্জতি

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : আমন্ত্রণ না পাওয়ায় শিলিগুড়ি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়াদের আয়োজিত গেট-টুগেদার বানচাল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কলেজের একদল পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে কলেজে নিন্দার ঝড় উঠেছে। কলেজ সূত্রে খবর, শনিবার কলেজের একটি ঘরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সিমেস্টারের পড়ুয়ারা মিলে গেট-টুগেদারের আয়োজন করেছিলেন। যেখানে বিভাগের অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পড়ুয়ারা নাচ-গান পরিবেশন করবেন বলে ঠিক হয়েছিল। পাশাপাশি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেখানে কলেজের একদল পড়ুয়া ঢুকে হুজ্জতি শুরু করে। তারা সেই অনুষ্ঠান বন্ধ করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপকরা অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। যার ফলে পড়ুয়ারা আশাহত হয়ে পড়েন। কেননা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা টাকা খরচ করে গোটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

কলেজের এক অধ্যাপক জানান, এমন পরিবেশ কলেজে আগে ছিল না। এই পরিবেশ পড়ুয়াদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করবে। যদিও বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

চোলাই নষ্ট

বাগডোগরা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে অবৈধ মদের ঠেকে অভিযান চালাল আবগারি দপ্তর ও পুলিশ। শনিবার আবগারি দপ্তরের বাগডোগরা সার্কেল এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ যৌথভাবে হাঁসখোয়া, ভোজনারায়ণ চা বাগানের নীচলাইন, বাউরিজোত ও মাকটু লাইন সহ পাঁচটি জায়গায় অভিযান চালায়। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযানের আঁচ পেয়ে অবৈধ কারবারিরা পালিয়ে যায়। ফলে কাউকে ধরা যায়নি। অভিযানে প্রায় ৮০ লিটার মদের উপকরণ এবং ৩৮০ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়। নষ্ট করা মদ ও উপকরণের আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।

অন্তঃসত্ত্বাদের ২৬ শতাংশ নাবালিকা

বালুরঘাট, ২৬ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরে অন্তঃসত্ত্বাদের ২৬ শতাংশই নাবালিকা। অর্থাৎ জেলার প্রতি চার জন অন্তঃসত্ত্বার মধ্যে এক জন অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে প্রশাসনের পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধে শনিবার বালুরঘাটে আয়োজিত সচেতনতা শিবিরে প্রশাসনের প্রকাশ করা পরিসংখ্যানে এই ছবি সামনে এসেছে। একই সঙ্গে জেলার বিভিন্ন থানায় গড়ে মাসে ১৮ থেকে ২০টি 'আর্লি প্রেগন্যান্সি' সংক্রান্ত পকসো মামলা রুজু হওয়ার তথ্যও জানা যাচ্ছে।

বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী, জেলায় বছরে প্রায় ৫-৬ হাজার বাল্যবিবাহ হয়। তার জেরে প্রায় দেড় হাজার আর্লি প্রেগন্যান্সির মতো ঘটনা ঘটে। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকাদের মাঝেমধ্যেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। নাবালিকাদের পালিয়ে বিয়ে এবং পরে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় উদ্ধারের ঘটনাও নিয়মিত ঘটছে। ফলে বাল্যবিবাহের সঙ্গে অল্প বয়সে মাতৃত্বের যোগও স্পষ্ট হচ্ছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বাল্যবিবাহ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার কথা যে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির, সেই সিডব্লিউসিই প্রায় এক বছর ধরে অচল। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে বালুরঘাট শহর সংলগ্ন হোসেনপুরের 'শুভায়ন হোম' চত্বরে সিডব্লিউসির কার্যালয় তালাবন্ধ রয়েছে। সেখানে আগে দিনে গড়ে ১০ থেকে ১৫টি নতুন কেস এবং প্রায় সমসংখ্যক পুরোনো মামলার শুনানি চলত। এখন সেই কার্যালয় ফাঁকা পড়ে রয়েছে। বর্তমানে মালদা হয়ে শিলিগুড়ির কমিটির মাধ্যমে নামমাত্র ভার্চুয়ালি কাজ চলছে। এই পরিস্থিতিতে জেলার নজরদারি ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাল্যবিবাহ রোধের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে এই কমিটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জেলাজুড়ে এই ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

বিদ্যাসাগর স্মরণ

চোপড়া ও ইসলামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শনিবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস পালন করা হয়। একাধিক স্কুলে তাঁর জীবনী ও কর্মজীবনের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অন্যদিকে চোপড়া কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রবন্ধ ও কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। চোপড়ার ভোজপুরানিগছে ইন্সপায়ার লাইফ ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন হয়। শিবিরে মোট ১১ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়।

এদিকে ইসলামপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমে ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরিতে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। সংগঠনের নেতৃত্ব বিদ্যাসাগরের শিক্ষার প্রসারের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয় গড়ে তুলে শিক্ষার আলো প্রত্যেকটি ঘরে পৌঁছে দেওয়াই ছিল বিদ্যাসাগরের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি বন্ধ হয়ে থাকা স্কুলগুলি পুনরায় খোলার দাবিও জানানো হয়।

নেপালের হড়পায় পুজোর বাজারে মন্দা

প্রতি বছর নেপাল থেকে আসা ক্রেতাদের চাহিদায় পুজোর আগে জমজমাট হয়ে ওঠে পানিট্যাঙ্কি, খড়িবাড়ি ও বাতাসির বাজার। এবার সেই চাহিদা অনেকটাই কমেছে। প্রতিমার বরাত থেকে পুজোর সামগ্রী, পোশাক কেনাকাটা- সব ক্ষেত্রেই নেপালের উপর নির্ভরশীল এই বাজারে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : নেপালে সম্প্রতি ভয়াবহ হড়পা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেখানকার স্বজনহারাদের কান্না এবং কয়েক হাজার মানুষের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ভারতকেও চিন্তায় ফেলেছে। নেপালজুড়ে দেবী দুর্গার আরাধনা হয় সমারোহে। বিশেষ করে সীমান্তের কাছে নেপালের অংশগুলির পুজোগুলি নির্ভর করে ভারতের উপরই। প্রতিমা থেকে পুজোর সামগ্রী কেনা এবং পরিবারের জন্য নতুন পোশাক কেনা— প্রায় সবই হত এ দেশের বাজার থেকে। তাতে সীমান্তের কাছে ভারতের পুজোর বাজার অনেকটাই সমৃদ্ধ হত। কিন্তু এ বছর ছবিটা একেবারেই অন্য।

সীমান্তের কাছে ভারতের পানিট্যাঙ্কি, খড়িবাড়ি ও বাতাসির প্রতিমাশিল্পীরা এখনও নেপালের পুজোর জন্য সেভাবে বরাত পাননি।

নেপালের চারালি, দোমুখ, ধুলাবাড়ি, বীরতা মোড় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পুজোগুলির প্রতিমা ভারতের পানিট্যাঙ্কি, বাতাসি ও খড়িবাড়ি বিভিন্ন এলাকা থেকেই যেত। প্রতিমাশিল্পীরা জানিয়েছেন, নেপালে কমবেশি মোট ৫০টি কমিটির প্রতিমা যেত এখান থেকে। এ বছর হাতেগোনা দু-একটি কমিটি প্রতিমার জন্য কথা বলেছে। তবে তাদের বরাতও নিশ্চিত নয়।

বাতাসির প্রতিমাশিল্পী সুরঞ্জন পাল জানিয়েছেন, নেপাল থেকে প্রত্যেকবার ৫-৬টি দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত। এ বছর একটি পুজো কমিটি কথা বলেছে, কিন্তু সেটাও অনিশ্চিত। সুরঞ্জন বলেন, 'নেপালে ভয়াবহ বন্যা সে দেশের মানুষকে সংকটে ফেলেছে। সীমান্তে কড়া নিরাপত্তাও সীমান্তের ব্যবসায় কিছু প্রভাব ফেলেছে।'

আর এক শিল্পী তন্ময় পাল জানিয়েছেন, প্রত্যেকবার তাঁর ৯-১০টি দুর্গা প্রতিমা নেপালে যেত। এ বছর একটিও বরাত পাননি। ২-১ জন যোগাযোগ করলেও প্রতিমা নেবেন কি না, তা অনিশ্চিত। সে দেশের পুজো কমিটিগুলি তাদের দুর্দশার কথা জানাচ্ছে। অনেকের হাতে টাকা নেই। ভয়াবহ হড়পা সেখানকার অর্থনীতিকে কিছুটা হলেও ভেঙে দিয়েছে। তিনি বলেন, 'আরও কয়েকদিন বাকি রয়েছে। কয়েকটি প্রতিমা বেশি করে বানিয়ে রাখব। যদি শেষদিকে তাদের মনে হয়, তবে নিয়ে যাবে।'

শুধু শিল্পীরা নন, সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির ব্যবসাতেও নেপালের হড়পার প্রভাব পড়েছে। এই বাজারটি মূলত নেপালের ক্রেতাদের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু গত প্রায় এক মাস ধরে বাজারে ক্রেতার অভাব। সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। নেপাল সরকার ভারত থেকে যাওয়া সামগ্রীর উপর করও ধার্য করায় পানিট্যাঙ্কির ব্যবসায় টান পড়েছে। পানিট্যাঙ্কির পুজোর বাজেটও কমেছে বলে সেখানকার ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জানানো হয়েছে।

মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা তথা পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা অজয় ওরাওঁ বলেন, 'সীমান্তের ব্যবসায় প্রভাব ফেলেছে নেপালের সাম্প্রতিক ভয়াবহ পরিস্থিতি। তাতে দুই দেশের সীমান্তের দুর্গাপুজোর বাজেটও কমেছে।'

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয় শনিবার সকালে। স্থানীয়রা প্রথমে দেহটি ভেসে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

অভিযুক্ত ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : সাত বছরের নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে তারই এক আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালিকার সঙ্গে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। এরপরই ওই তরুণ পালিয়ে যায়। পরিবার বিষয়টা জানার পর মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

তদন্তে নেমে শনিবার সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিকে, তার গ্রেপ্তারির খবর শুনে পরিবারের সদস্যরা থানায় চলে এলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

দুটি ট্র্যাক্টর আটক

খড়িবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : চেঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে দুটি ট্র্যাক্টর সহ এক চালককে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার চেঙ্গা নদী সংলগ্ন জাগিরজোত এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। বিহারে বালি পাচারের আগেই সেখান থেকে ট্র্যাক্টর দুটিকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় অমর ওরাওঁ নামের বিহারের চুরলির এক বাসিন্দাকে। তবে আরেক চালক পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তার তরুণ

নকশালবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার ভোরবেলা নকশালবাড়ির স্কুলডাঙ্গির এশিয়ান হাইওয়ে-২'এ কনটেনারবোঝাই মোষ সহ বিহারের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত রাকেশ রায় বিহারের বাসিন্দা। শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় ওঁত পেতে বসে ছিল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। এরপর সন্দেহজনক একটি কনটেনার আটক করা হয়। তাতে তল্লাশি চালালে ৪৬টি মোষ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মোষগুলি বিহার থেকে অসমে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি নকশালবাড়ির খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়। এদিকে ধৃতকে পুলিশ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলেছে।

সচেতনতা

নকশালবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার নকশালবাড়ির সাতভাইয়ায় এশিয়ান হাইওয়ে-২'এ রোড সেফটি দিবস পালন করা হয়। এদিন নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসন ও নকশালবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিডিও প্রণব চট্টরাজ। এদিন একাধিক হেলমেটহীন বাইক ও স্কুটার চালককে সচেতন করে হেলমেট, গোলাপ ফুল ও চকোলেট বিতরণ করা হয়। বিডিও বলেন, 'যাঁরা হেলমেট পরেননি, তাঁদের সচেতন করা হয়েছে।' উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি ট্রাফিক ওসি সমীর ঘোষ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সবুজের অতিথি।। *দক্ষিণ দিনাজপুরে ভাটপাড়ার ভূশলা এলাকায় অভিজিৎ দাসের ক্যামেরায়।*

পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন বিধায়কের

খড়িবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বাতাসিতে নতুন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার উদ্বোধন করতে এসে পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারিতে মূল অভিযুক্ত বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তার না করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ শাসকদলের ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশকে দুষেছেন বিজেপি বিধায়ক।

খড়িবাড়ির বিডিও অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে বাতাসি এলাকার বাসিন্দাদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্সটি কেনা হয়েছিল। প্রায় মাস ছয়েক আগে তৃণমূল সরকারের আমলে অ্যাম্বুল্যান্সটি কেনা হলেও শনিবার সেটির উদ্বোধন করেন বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। এদিন বাতাসির বিধায়ক কার্যালয় থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে নতুন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার সূচনা করেন তিনি। অ্যাম্বুল্যান্সটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাতাসি শ্যামধন হরিসভা মহাসংঘকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে দুর্গা মুর্মু বলেছেন, 'রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এই পরিষেবার ফলে বাতাসি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধা হবে।' অ্যাম্বুল্যান্স উদ্বোধনের পর সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক বলেছেন, 'পানিট্যাঙ্কিতে অবৈধভাবে সরকারি চা বাগানের জমি প্লট করে বিক্রির সঙ্গে যুক্ত মূল অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না। যাঁরা প্লট করা জমি কিনেছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ, তাঁরা কিছুই জানেন না। অথচ পুলিশ তাঁদেরই গ্রেপ্তার করছে। অথচ মূল অভিযুক্ত মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মাত্র একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

শুধু পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনাতেই থেমে থাকেননি দুর্গা। তিনি জানিয়েছেন, খুব দ্রুত তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবেন। অভিযুক্ত মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বাকি সদস্যদের যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার করা যায়, সেজন্য উদ্যোগী হবেন বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক। পানিট্যাঙ্কি-কাঁকরভিটা আন্তর্জাতিক সড়কের পাশে সতীশচন্দ্র চা বাগানের জমি অবৈধভাবে প্লট করে বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ৮ অগাস্ট খড়িবাড়ি থানায় মূল অভিযুক্ত মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অতিরিক্ত ৩.৬১ একর জমির চা গাছ উপড়ে দখল করে নেন এবং সেই জমি প্লট করে ২০-২৫ কোটি টাকায় বিক্রি করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে অ্যাসোসিয়েনের সভাপতি হান্দ্রু ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের দাবি, অ্যাসোসিয়েশনের বাকি সদস্যরা পলাতক।

ছেলে-স্ত্রী নিখোঁজ, থানায় টোটোচালক

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ঋণ নিয়ে টোটো কিনেছিলেন। প্রত্যেক মাসে ঋণের কিস্তি বাবদ ৬ হাজার টাকা ফুলবাড়ির কালাঙ্গিনীর বাসিন্দা সকত আলি তাঁর স্ত্রী কুলসুম বেগমের কাছে আগে রেখে দিতেন। কিন্তু চলতি মাসের কিস্তির সেই টাকা কুলসুম স্বামীর অজান্তেই খরচ করে ফেলেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই ছেলে সহ কুলসুমের খোঁজ মিলছে না। মনে করা হচ্ছে, স্বামীর বকাবকির ভয়ে ওই মহিলা কোথাও চলে গিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর খোঁজ পেতে সকত আলি এনজেপি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন। পুলিশ ওই মহিলার খোঁজ শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন ওই মহিলা। মেয়ে বাড়ি ফিরে এলেও ছেলেক নিয়ে কুলসুম নিখোঁজ হয়ে যান। টোটোচালক সকতের দাবি, স্ত্রী যে কিস্তির টাকা খরচ করে ফেলেছেন, তা মেয়েই সকতকে জানিয়েছে। ২১ তারিখ রাত থেকে স্ত্রী ও ছেলের খোঁজ শুরু করেন সকত। তাঁর কথায়, 'আমার বকাবকির ভয়ে স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ে ছিল। মেয়েকে স্ত্রী জানিয়ে দেয়, সে টাকা খরচ করে ফেলেছে। আমার মেয়ে আমাকে সবটা বলেছে।' পুলিশ ফুলবাড়ি হাট এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

স্বচ্ছতায় জোর

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে স্বচ্ছ রাখতে উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। শুধু বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং করিডরই নয়, চারদিকের নিকাশি ব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে যে নিকাশিনালাগুলিতে আবর্জনা জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেগুলি সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার দিনভর মেডিকেলে সাফাইয়ের কাজ চলেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সমস্ত নিকাশিনালা সাফাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার আড়তে কাজ নিয়ে জট

বিরোধ দুই মজদুর সংগঠনে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : রবিবার রেগুলেটেড মার্কেটের ভেতর আড়ত খুলে ব্যবসা করাকে কেন্দ্র করে নতুন সরকার আসার পর সক্রিয় হয়ে ওঠা নতুন দুই শ্রমিক সংগঠনের বিরোধ প্রকাশ্যে এল। ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) রবিবার আড়ত খোলা রাখার ব্যাপারে সমর্থন জানালেও ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ (বিজেএমএম)-এর তরফে এ ব্যাপারে বিরোধিতা করা হয়েছে। এমনকি রবিবার শ্রমিকদের কাজ করতে আসা ও না আসার ব্যাপারে প্রচার-পালটা প্রচার করা হয়েছে। বিষয়টাকে সামনে রেখে উত্তাপ ছড়িয়েছে রেগুলেটেড মার্কেটে। এই পরিস্থিতিতে আড়তদারদের তরফে রবিবার আড়ত খোলা রাখার ব্যাপারে প্রশাসন ও মার্কেট কমিটির কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শিব কুমারের বক্তব্য, 'আমাদের বলা হয়েছে, রবিবার ব্যবসা করতে হলে রেগুলেটেড মার্কেটের ভেতরে করতে হবে। আমরাও সেটা চাই। কিন্তু এখন দুই শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকদের আসা ও না আসা নিয়ে প্রচার-পালটা প্রচার চালাচ্ছে। আমরা রবিবার আড়ত খুলব। তবে সুষ্ঠুভাবে যাতে ব্যবসা করতে পারি, সেটাই আমাদের অনুরোধ।'

রেগুলেটেড মার্কেটে গত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন সময় ক্ষমতাসীন শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে মতান্তরের কারণে রবিবার করে আড়ত বন্ধ করে রাখেন আড়তদাররা। যদিও বিভিন্ন জায়গা থেকে মাল আসায় সেগুলো রেগুলেটেড মার্কেটের গেটের বাইরেই বিক্রি করে থাকেন আড়তদাররা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামনে থাকা জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়। সম্প্রতি ফোর লেনের কাজ চলায় যাতায়াতের রাস্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ায় রবিবার সকালে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে। গত রবিবার মার্কেট সমিতির সেক্রেটারি শ্যামল মাঝি সহ প্রশাসনিক কর্তারা ওই যানজটে আটকে পড়েন। এরপরই আড়তদারদের ডেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, রেগুলেটেড মার্কেট বন্ধ নেই, তাই ব্যবসা করতে হলে আড়ত খুলে করতে হবে। বাইরে ব্যবসা করা যাবে না। সেইমতো আড়তদারদের তরফে বর্তমানে সক্রিয় দুই শ্রমিক সংগঠনকেও চিঠি পাঠানো হয়। শুক্রবার সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে শিলিগুড়ি ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠিও পাঠায় বিএমএস নেতারা।

রেগুলেটেড মার্কেটের বিএমএস-এর সেক্রেটারি নন্দকিশোর যাদব বলেন, 'আমাদেরও মার্কেট কমিটির সেক্রেটারি বলেছিলেন, সম্ভব হলে রবিবারেও আড়তে কাজ করার জন্য। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষও এ ব্যাপারে কথা বলে গিয়েছেন। আমরা রবিবার আড়ত খোলা থাকলে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের কর্মীরা রবিবার রেগুলেটেড মার্কেটে থাকবেন।' যদিও বিজেএমএম-এর সেক্রেটারি বিজয় যাদবের যুক্তি, '৩১ বছর ধরে রেগুলেটেড মার্কেটে রবিবার শ্রমিকদের ছুটি। সিপিএম আমলে আমাদের আগের প্রজন্ম এটা করে গিয়েছে। এখন হঠাৎ কী হল যে রেগুলেটেড মার্কেটের আড়ত খোলা থাকবে? আমাদের সংগঠনের কেউ কাজ করবেন না।'

এই পরিস্থিতিতে রবিবার পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মহল। রেগুলেটেড মার্কেটের সচিব শ্যামল মাঝি বলেন, 'আমার একটাই কথা, রাস্তায় কোনও ব্যবসা হবে না। ব্যবসা করতে হলে ভেতরে আড়ত খুলে করতে হবে। রাস্তায় যানজট করা যাবে না।'

- রবিবার রেগুলেটেড মার্কেটের বাইরে রাস্তা আটকে ব্যবসায় না
- আড়ত খোলা থাকলে কাজ করতে রাজি ভারতীয় মজদুর সংঘ, নারাজ ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ
- সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করতে চেয়ে চিঠি আড়তদারদের

আমরা রবিবার আড়ত খুলব। তবে সুষ্ঠুভাবে যাতে ব্যবসা করতে পারি, সেটাই আমাদের অনুরোধ।

শিব কুমার সম্পাদক
শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রঙ, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

আগমনী

এক কাঠামোয় ২৫০ বছর

বাড়ির পুজো

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রায় আড়াইশো বছর ধরে প্রতিমার কাঠামো বদলানো হয়নি। ফি বছর নিরঞ্জনের পর শাল কাঠের সেই কাঠামো তুলে এনে তাতেই আবার মাটির প্রলেপ দিয়ে প্রতিমা তৈরি হয়। এভাবেই দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে ইসলামপুরের মণ্ডলবাড়িতে।

চোপড়ার দলুয়াঘাট থেকে নিয়ে আসা ডোক নদীর জলে মহাপঞ্চমীতে দেবীর মহাস্নান হয়। নিরামিষ খাবার, বৈদিক আচার সহ শাস্ত্রীয় বিধি মেনে পরিবারের সদস্যরা পুজোয় শামিল হন। পাশাপাশি বাইরে থেকে আত্মীয়স্বজনদের আগমন সুর বেঁধে দেয় উৎসবের। এবার পরিবারের কম করে হলেও জনাপঞ্চাশেক সদস্য জেলা ও রাজ্যের বাইরে থেকে পুজোয় শামিল হতে আসবেন বলে জানালেন পরিবারের অন্যতম সদস্য নিবিড় মণ্ডল।

উলটোরথের দিন শাস্ত্রীয় বিধি মেনে কাঠামো পুজো করা হয়েছে। সেই কাঠামোতে শনিবার মাটির প্রলেপ দিতে মগ্ন ছিলেন মৃৎশিল্পী নীরেন পাল। নীরেনের পূর্বপুরুষরাও মণ্ডলবাড়ির প্রতিমা গড়ার কাজে যুক্ত ছিলেন। নীরেনের কথায়, 'আমার বয়স এখন ৭৫ বছর। গত ৫০ বছর ধরে এই বাড়ির প্রতিমা গড়ার কাজে যুক্ত। কাঠামোয় বদল হতে দেখিনি। তবে কাঠামো সংস্কারের ছোটখাটো কাজ করতেই হয়।'

নিবিড় বললেন, 'পুরোনো কাঠামো ছোটখাটো সংস্কার করে চলছে। যে অংশ নষ্ট হয়ে যায়, সেটা পালটে পুরোনো কাঠামোতেই প্রতিমা গড়ে পুজো করার রীতি।' তাঁর সংযোজন, 'আমার পরিবার তো মহালয়ার দিন থেকেই নিরামিষ খেতে শুরু করে দেয়। তবে মহাষষ্ঠীর দিন থেকে দশমী পর্যন্ত পরিবারের সকলের ঘরেই পেঁয়াজ-রসুন পর্যন্ত ঢোকে না।'

পুরোনো কাঠামোতেই প্রতিমা গড়ার কারণ কী জানতে চাইলে নিবিড়ের প্রতিক্রিয়া, 'কারণ বলতে পারব না। তবে পূর্বপুরুষদের এমনটাই নির্দেশ আমরা পেয়েছিলাম। ফলে এক কাঠামোতেই প্রতিমা গড়ে আমাদের পুজো হয়ে আসছে। প্রতিমা বিসর্জনের পর ঘাটে অপেক্ষা করে আমরা সেদিনই কাঠামো তুলে এনে মন্দিরে রাখি।'

মণ্ডলবাড়ির অন্দরমহলের চিত্রও পুজোর ক'টা দিন বদলে যায়। সাংসারিক ও ব্যবসায়িক সমস্ত কাজ গৌণ হয়ে দেবীর পুজোই অগ্রাধিকার পায় সকলের কাছে। মহানবমীর দিন এলাকার মানুষ সহ দর্শনার্থীদের জন্য থাকে খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা। এবারও যার অন্যথা হবে না বলে জানা গিয়েছে। মৃৎশিল্পী নীরেনের অভিজ্ঞতা, 'মা খুবই জাগ্রত। না হলে শতাব্দীপ্রাচীন কাঠামো আজও চলছে কীভাবে! মায়ের শক্তিতেই কাঠামো আজও অটুট আছে। অন্তত আমার ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এমনটাই অনুভব করেছি।'

ইসলামপুরের মণ্ডলবাড়ির দুর্গামন্দির।

আগমনীর ছোঁয়া। *আলিপুরদুয়ারে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।*

অন্তর্দর্শনে ধ্যানমগ্ন দুর্গা

থিমে আছি থিমে নেই

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : পুজোতে বাহ্যিক কোলাহলের বাইরে গিয়ে নিজের অন্তর সত্ত্বাকে চেনা যাবে সংঘশ্রী ক্লাবের মণ্ডপে। প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজের চাপের মধ্যে মানুষের আত্মিক যাত্রার সন্ধান দেবে সুভাসপল্লির এই পুজোমণ্ডপ। শান্ত পরিবেশে মণ্ডপের ভেতরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখা যাবে দেবীদুর্গার প্রতিমা। ৬০তম বর্ষে এবছর ক্লাবের পুজোর থিম হল 'অন্তর্দর্শন'। প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চতার এই প্যান্ডেল মণ্ডপসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

মণ্ডপের এই অভিনব থিমের ভাবনায় রয়েছেন ক্লাব সদস্য সন্দীপন নাথ। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন কারণে বেশিরভাগ মানুষকে এখন মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অনেকে আবার চাপের জন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের দিকে পা বাড়াচ্ছেন। বর্তমানে সমাজে এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে এমন ভাবনা আমার মাথায় আসে। অন্তর্দর্শন-এর মতো বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে নিখুঁত শিল্পকলার পাশাপাশি আলো ও ধ্বনির কাজ থাকবে। বাইরের কোলাহল ছেড়ে দর্শনার্থীরা যখন মণ্ডপে প্রবেশ করবেন, তখন তাঁদের সামনে আয়নার মতো প্রতিফলন হবে নিজের অন্তর্মহল।' থিম নিয়ে সন্দীপন আরও জানান, পুজোমণ্ডপের ভেতরে ঢোকার সময় মানুষের কতগুলো অবয়ব দেখতে পাবেন দর্শনার্থীরা। তারপর মূল মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন। মণ্ডপের অন্তঃসজ্জা এমন রাখা হয়েছে, যাতে ভেতরে শান্ত পরিবেশ বজায় থাকে। সিলিংয়ে ঝোলানো থাকবে পঞ্চপ্রদীপের আলো। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার বাজেটে এবছর পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের তরফে শৈবাল দত্ত বলেছেন, 'থিমের বিষয়টি শোনার পর ক্লাবের সবারই পছন্দ হয়। বিষয়টি যাতে দর্শনার্থীদের কাছে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, সেই চেষ্টা সবাই মিলে করছি। মণ্ডপশিল্পীদের কাজ করতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে ক্লাবের সব সদস্যই নজর রাখছেন।'

মণ্ডপসজ্জার বেশিরভাগ কাজে লোহার পরিকাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। মণ্ডপের ভেতরেও দেখা যাবে প্রাচীন আমলের মূর্তি। পুজোর কাজ কেমন চলছে, তা দেখতে এসেছিলেন ক্লাব সম্পাদক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

সুব্রতর কথায়, 'আমরা সব সদস্য মিলে খুব আনন্দ করে পুজোর দিনগুলো কাটাই। দর্শনার্থীদের কাছে এমন থিম তুলে ধরার চেষ্টা করি, যার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।'

চতুর্থীতে পুজোর উদ্বোধনের পর দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে মণ্ডপের দরজা। অন্য বছরের মতো এবছরও পুজোমণ্ডপের সামনে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানোর দায়িত্বে থাকবেন ক্লাবের সদস্যরা।

ঘর সামলে পুজোর হাল ধরে ব্যস্ত

দুর্গাপুজোর দশভুজা

কেউ অফিস থেকে ফিরে চাঁদা তুলতে বেরোন, কেউ আবার রান্নাবান্না সেরে মণ্ডপের কাজ দেখতে যান। ভোগ রাঁধা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নও সারতে হয় পাড়ার মহিলাদের। তাই পুজোর দিনগুলিতে দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় তাঁদের।

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : সকালটা তাঁদের অন্য পাঁচটা দিনের মতোই। কারও ঘরে রান্না, কারও সন্তানের স্কুল, কারও আবার অফিস যাওয়ার তাড়া। তবে সংসারের কাজ মিটিয়ে বিকেল হলেই হাতে ওঠে চাঁদার খাতা। পাড়ার রাস্তায় তখন একসঙ্গে হাঁটেন জনাকয়েক মহিলা। তাঁরা পাড়াপড়শীদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়েন, চাঁদা নেন। সন্ধ্যায় আবার হিসাবের খাতা খুলে বসতে হয়। কত টাকা উঠল, কোথায় কত খরচ হবে, মণ্ডপের কাজ কতটা এগোল, আলোচনা চলে রাত পর্যন্ত। চোপড়ার সুরভিপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় এভাবেই গত ছ'বছর ধরে ঘর-সংসারের পাশাপাশি পুজোর ভার সামলাচ্ছেন পাড়ার মহিলারা। পুজোর ৪০ বছর পূর্তিতে তাই তাঁদের প্রবল ব্যস্ততা।

সুরভিপল্লি সর্বজনীনের পুজোয় ভোগ রাঁধেন রিনা কুণ্ডু। তাঁর কথায়, 'এবারও ভোগ রান্নার দায়িত্ব আমি সামলাব।' এই পুজোর আয়োজনের দায়িত্বে থাকছেন রিম্পা দাস ও শিখা কুণ্ডু। অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বও সামলাবেন দুই মহিলা, তনুশ্রী ভট্টাচার্য ও পাঞ্চালি চক্রবর্তী।

পুজোর ২০-২৫ দিন আগে থেকেই পাঞ্চালি, রিম্পাদের ব্যস্ততা নজরে আসে। তবে সংসারের কাজ ফেলে নয়, বরং কাজের ফাঁকেই পুজোর কাজ করেন তাঁরা। কেউ অফিস থেকে ফিরে চাঁদা তুলতে বেরোন, কেউ আবার রান্নাবান্না সেরে মণ্ডপের কাজ দেখতে যান। পুজোর দিনগুলিতে দায়িত্ব আরও বাড়ে। ষষ্ঠী থেকে দশমী মণ্ডপে থাকা, ভোগের ব্যবস্থা করা, সবেতেই তাঁদের উপস্থিতি। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, পুজোর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁদের কয়েকজনের এই ক'টা দিন আর বাইরে কোথাও বেরোনোর অবকাশ থাকে না। ২০০০ সালে উত্তমাসা স্পোর্টিং ক্লাবের এই পুজোর দায়িত্ব পাড়ার ছেলেরা মহিলাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে সেই দায়িত্ব বেড়েছে।

কোষাধ্যক্ষ জলি সরকার বসুর কথায়, 'মহিলাদের হাতে দায়িত্ব যাওয়ার পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।' সভাপতি রমা ঘোষ বলছেন, 'এবার আয়োজন বেড়েছে। এখন থেকে তৎপরতাও বেড়েছে। তাছাড়া ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত মণ্ডপের সমস্ত দায়িত্ব আমরাই সামলাই।' চোপড়া হাইস্কুল মাঠে শুরু হয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের হাতে তৈরি প্রতিমা এবার অন্যতম আকর্ষণ। সপ্তমীতে মহানায়ক উত্তমকুমারকে স্মরণ করে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন রয়েছে। অষ্টমী ও নবমীতে মণ্ডপের সামনে মাতবে পুরুলিয়ার ছৌ নাচে।

লক্ষ্যে লাখো স্বয়ংসেবকের ভিড়, সংগঠনে রদবদল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) একশো বছরের দীর্ঘ পথচলার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হতে চলেছে এক বিশাল জমায়েতের মধ্যে দিয়ে। ২৯ নভেম্বর দিল্লিতে খোদ সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের উপস্থিতিতে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করতে চলেছে সংঘ। শুধু এই প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেই নয়, সংঘের এই শতবর্ষ পূর্তির আবহে বিজেপির অন্দরেও শুরু হয়েছে এক বড়সড়ো সাংগঠনিক রদবদল। দলের সঙ্গে আরএসএসের নাড়ির টান আরও মজবুত করতে বিভিন্ন রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে আনকোরা নতুন মুখ আনার বদলে নিজেদের পুরোনো ও পরীক্ষিত নেতাদেরই নতুন করে ঘুঁটি হিসেবে সাজাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

দিল্লির ওই জমায়েতে এক লক্ষ স্বয়ংসেবক নিজেদের চেনা পোশাকে বা 'গণবেশে' হাজির থাকবেন। তাঁদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত হিসেবে থাকবেন আরও ৫০ হাজার বিশিষ্ট

শতবর্ষে এক ঢিলে দুই পাখি মারার ছক সংঘের

ব্যক্তি ও সাধারণ নাগরিক। সারা বছর ধরে দেশের নানা প্রান্তে যে 'একত্রিকরণ' কর্মসূচি চলেছে, দিল্লির এই সভাতেই তার চূড়ান্ত পরিণতি হতে চলেছে। মনে করা হচ্ছে, এই মঞ্চ থেকেই সংঘের আগামী দিনের রূপরেখা এবং দেশের সাম্প্রতিক নানা জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে মুখ খুলবেন মোহন ভাগবত। এবছরটা আরএসএসের কাছে আদ্যোপান্ত জনসংযোগের বছর। কখনও নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার, কখনও লন্ডন বা টরেন্টো, তো কখনও মুম্বইয়ে জেন-জেডদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেছেন ভাগবত। দেশজুড়ে 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর বার্তা ছড়ানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবারবোধ, নাগরিক কর্তব্য, পরিবেশ রক্ষা এবং স্বদেশি ভাবনা। সমাজের একেবারে নীচুতলায় পৌঁছোতে দেশের ৯২৪টি জেলা, ৫৮ হাজারেরও বেশি মণ্ডল এবং ৪৪ হাজার বস্তি এলাকায় কাজ করেছেন কর্মীরা। চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ারদের মতো পেশাদারদের নিয়ে 'প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলন' এবং সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছোতে 'গৃহ সম্পর্ক' অভিযান চালিয়েছে সংঘ।

সংঘ যখন নিজেদের এই শতবর্ষ উদযাপনে মগ্ন, ঠিক তখনই তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির অন্দরেও চলছে এক নিঃশব্দ মেরামতির কাজ। রাজ্যে রাজ্যে সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে প্রধান সেতু হিসেবে কাজ করেন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)। এই পদটি বরাবরই আরএসএসের সর্বক্ষণের প্রচারকদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। সম্প্রতি নীতিন নবীন এমন ২৪ জন আরএসএস নেতার তালিকা প্রকাশ করেছেন, যাঁরা বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোয় কাজ করবেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই তালিকায় নতুন ডেপুটেশন বা আনকোরা মুখ প্রায় নেই বললেই চলে। বরং পুরোনো নেতাদেরই বিভিন্ন রাজ্যের দায়িত্ব অদলবদল করে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে নজরকাড়া পরিবর্তনটি হয়েছে পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে। বর্ষীয়ান নেতা সৌদান সিংকে উত্তর ভারতের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওডিশার মতো পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভুবনেশ্বর থেকে তিনি এই বিস্তীর্ণ এলাকার সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করবেন। রাজ্য বিজেপির অন্দরে যখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা সমন্বয়ের অভাবের অভিযোগ বারবার মাথাচাড়া দেয়, তখন সৌদান সিংয়ের মতো পোড়খাওয়া আরএসএস নেতাকে এই অঞ্চলে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অর্থবহ। অন্যদিকে, কর্ণাটক, কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো দক্ষিণের বড় রাজ্যগুলিতে এখনও এই পদে কাউকে আনা হয়নি। বিএল সন্তোষ সর্বভারতীয় স্তরে থাকলেও দক্ষিণের রাজ্যগুলির ফাঁক এখনও পূরণের অপেক্ষায়। সব মিলিয়ে শতবর্ষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন আরএসএস তাদের সামাজিক ভিত আরও চওড়া করছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনই নিজেদের পুরোনো ক্যাডারদের দিয়ে বিজেপির সাংগঠনিক ফাঁকফোকরগুলি নিপুণভাবে বুজিয়ে ফেলছে।

পাক সাংবাদিককে ভর্ৎসনা জয়শংকরের

'সন্ত্রাসবাদী দেশ আমাকে প্রশ্ন করছে'

নিউ ইয়র্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মন্তব্যের কড়া জবাব দিল ভারত। শুক্রবার সাধারণ সভার অধিবেশনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন শরিফ। তাঁর দাবি ছিল, কাশ্মীর সমস্যার একটি ন্যায্য সমাধান প্রয়োজন, যাতে ২০২৫-এর মতো সংঘাত আর না হয়। পাশাপাশি তিনি ২০২৫-এর ভারত-পাক সংঘাতে আমেরিকার 'যথাসময়ে হস্তক্ষেপের' জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদও জানান।

শনিবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি পেটাল গেহলট পাক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ভারতের 'রাইট টু রিপ্লাই' অধিকার প্রয়োগ করে গেহলট বলেন, 'যাদের দেশে ৯/১১ হামলার মূল চক্রী ওসামা বিন লাদেন নিরাপদে লুকিয়ে ছিল, তাদের মুখে সন্ত্রাসের কথা মানায় না।' পাকিস্তানকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'এই বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে পাকিস্তানের সীমান্ত-সন্ত্রাস ও অনুপ্রবেশকে মদত দেওয়ার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। পাকিস্তানের এই কার্যকলাপের ফল সকলকে ভুগতে হচ্ছে।'

> **একটি সন্ত্রাসবাদী দেশ আমাকে এই প্রশ্ন করছে! এটা কি মানা যায়?**
> **এস জয়শংকর**

পাকিস্তানকে 'সেনা দ্বারা চালিত, সেনার জন্য এবং সেনার নিজস্ব শাসনযন্ত্র' বলে কটাক্ষ করে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সম্প্রতি পাশ হওয়া ২৭তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে আজীবন আইনি রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে।

গত বছর পহলগামে ২৬ জন সাধারণ নাগরিকের ওপর জঙ্গি হামলার পর ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ভারত স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিলে তার চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে। গেহলট বলেন, 'গত বছরই আমরা দেখিয়েছি, জঙ্গিদের পালানোর কোনও জায়গা নেই। আত্মরক্ষার অধিকার ভারতের রয়েছে।'

অন্যদিকে, নিউ ইয়র্কে সাংবাদিক সম্মেলনে এক পাক সাংবাদিক বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারত কবে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করবে? কড়া ভাষায় জয়শংকর জবাব দেন, 'একটি সন্ত্রাসবাদী দেশ আমাকে এই প্রশ্ন করছে! এটা কি মানা যায়?'

ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার প্রমাণ করেছে, পাকিস্তান কীভাবে সন্ত্রাসের মদতদাতা হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চেও সেই একই অবস্থান বজায় রাখল দিল্লি।

পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সুপ্রিম সায়

পাটনা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানালেন ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। পুলিশি দমনপীড়নের মতো ঘটনা সামনে এলে আদালত মুখ ফিরিয়ে থাকবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি।

পাটনার চাণক্য জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক খোলামেলা আলোচনায় যোগ দিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি এই কথা বলেন। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তরমন্তরে পড়ুয়াদের আন্দোলনে পুলিশি পদক্ষেপ সংক্রান্ত এক

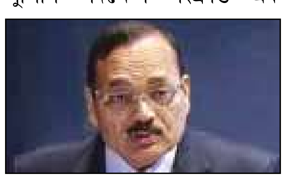

> **পুলিশের নির্মম দমনপীড়নের ঘটনা সামনে এলে আদালত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে না।**
> **প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত**

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিচার ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান পরিষ্কার করে দেন। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'পুলিশের নির্মম দমনপীড়নের ঘটনা সামনে এলে আদালত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে না।' শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সুরক্ষায় আদালত সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে তিনি দ্বিধাহীনভাবে জানিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে কলেজিয়ামের অন্দরের ভিন্নমত প্রকাশ্যে না আনা প্রসঙ্গে এক শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ব্যক্তিগত মর্যাদা যেখানে যুক্ত থাকে, সেখানে স্বচ্ছতার একটি সীমা বজায় রাখা প্রয়োজন।' এছাড়া বিচারব্যবস্থা গঠনমূলক সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় বলে জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে হলে আদালতকে সর্বদা পরীক্ষা, প্রশ্ন ও সমালোচনার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে।' একই সঙ্গে আইন শিক্ষার পাঁচ বছরের কোর্স কমিয়ে চার বছর করার নতুন প্রস্তাবকেও তিনি স্বাগত জানান।

মা-শিশুকে আশীর্বাদ পোপ লিও-র। শনিবার প্যারিসে।

নাগাল্যান্ডে বিষমদে মৃত ১৯, ধৃত ১৯

কোহিমা, ২৬ সেপ্টেম্বর : নাগাল্যান্ডের দুটি জেলায় গত দু'দিনে বিষমদ খেয়ে অন্তত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় শনিবার পর্যন্ত পুলিশ ১৯ জনকে গ্রেপ্তারও করেছে। গোটা ঘটনা তদন্ত করে মদ সরবরাহের উৎস খুঁজতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে।

মোকোকচুং জেলায় ৮ জন এবং তুয়েনসাং জেলায় ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৯০ সাল থেকে রাজ্যজুড়ে মদ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই প্রাণঘাতী চোরাচালান চলছিল, তা নিয়ে একইসঙ্গে অসন্তোষ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর পুলিশি অভিযানে এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিষক্রিয়ার কারণ নিশ্চিত

করতে উদ্ধার হওয়া মদের নমুনা গুয়াহাটির ফরেন্সিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আই ব্যাংলং চ্যাংয়ের নেতৃত্বে গঠিত সিট বেআইনি মদের উৎসের হদিস পেতে তল্লাশি জোরদার করেছে। অগ্রগতি প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার ভেসুপ্র কেজো বলেন, 'আমরা কিছু সূত্র পেয়েছি, তবে এখনই বিস্তারিত খোলসা করা সম্ভব নয়। আশা করছি, খুব শীঘ্রই বিষমদ কাণ্ডের পিছনে থাকা কুচক্রীদের ধরতে পারব।'

বিষমদ খাওয়ার পর মাথা ঘোরা, ঝাপসা দেখা, বমি বা শ্বাসকষ্টের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি বা অচেনা মদ না খাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের ৭৫ শতাংশ এলাকা খরা ঘোষণা

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : বর্ষায় বৃষ্টির চরম ঘাটতির জেরে মহারাষ্ট্রের ৩৫৮টি তহসিলের মধ্যে ২৬৫টিতেই খরা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শনিবার সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাজ্যের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বা ৭৫ শতাংশ এলাকাই এখন তীব্র খরা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট 'এল নিনো'র প্রভাবেই মূলত মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে বর্ষার এই করুণ দশা তৈরি হয়েছে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোটা মহারাষ্ট্রে স্বাভাবিকের চেয়ে গড়ে ১৮.৮ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। অমরাবতী, সোলাপুর, নাসিক ও লাতুরের মতো জেলাগুলিতে বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। নিয়ম অনুযায়ী, বর্ষাকালে টানা ২১ দিন

কোনও এলাকায় বৃষ্টি না হলে সেখানে সরকারিভাবে খরা ধরা হয়।

বৃষ্টির চরম অভাবে সয়াবিন, তুলো, মুগ ও ভুট্টার চাষ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। কিছুদিন আগেই খরাপ্রবণ এলাকাগুলি ঘুরে এসে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ঘোষণা করেন, 'আমার সরকার শীঘ্রই খরা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।' সেই মতো সরকার খরাকবলিত অঞ্চলে ভূমি রাজস্ব মকুব, কৃষিঋণ আদায় স্থগিত, বিদ্যুতের বিলে বিশেষ ছাড় ও পানীয় জলের ট্যাংকার চালুর নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া গোখাদ্য শিবির খোলা এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি মকুবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা শাসকদের জিপিএস প্রযুক্তিতে মাঠের ছবির সাহায্যে ক্ষয়ক্ষতি মেপে দ্রুত চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পরিধি বিস্তারে মন পিকে'র

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিহারের রাজনীতির হাল শোধরানোর মন্ত্র দিয়েই শুরুটা করেছেন ভোটকুশলী পিকে বা প্রশান্ত কিশোর। কিন্তু এবার বিহারের সীমানা পেরিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ডানা মেলার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। এই ব্যাপারে পিকে সরাসরি কিছু বলেননি বটে। কিন্তু তাঁর দলের সদস্যরা ইতিমধ্যে মুখ খুলেছেন। বিহারের বাইরে দিল্লিতেই দলের প্রথম শাখাটি তৈরি করার চিন্তাভাবনা চলেছে। জন সুরজের কোর কমিটির সদস্য তথা দেশবন্ধু কলেজের বটানির অধ্যাপক কুমার শান্তনু জানিয়েছেন, দিল্লিতে দলের একটি শাখা তৈরির জন্য মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ রয়েছে। পিকের কাছে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করা হবে। ২০২২ সালে পথচলা শুরু হয়েছিল জন সুরাজের। বিহারে গত বিধানসভা ভোটে ২৩৮টি আসনে প্রার্থী দিলেও কোনওটিতেই জয়ী হয়নি। গতমাসে বাঁকিপুর উপনির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে প্রথমবার বিধানসভায় নির্বাচিত হন পিকে। এই সাফল্যকে পুঁজি করে এবার দেশের অন্যত্র পরিধি বিস্তারে মন দিতে চান তিনি।

বিজেপিতে কি হতাশ ক্যাপ্টেন?

চণ্ডীগড়, ২৬ সেপ্টেম্বর : পঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির অন্দরে অসন্তোষ যেন ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং শনিবার জানিয়েছেন, রাজ্য-রাজনীতিতে ৬ দশকের অভিজ্ঞতা থাকলেও বিজেপি নেতৃত্ব পঞ্জাবের ব্যাপারে তাঁর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করে না। বিজেপির রাজ্য নেতাদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে একপ্রকার অনাস্থা প্রকাশ করে দুবারের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পঞ্জাবের নির্বাচনি রাজনীতিতে আমার সহকর্মী এবং আমি ৬০ বছর কাটিয়ে ফেলেছি। একাধিক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে রাজ্যকে যেতে দেখেছি। আমরা বেশ কিছু কাজও করেছি। আমরা আশা করি, বিজেপি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত চাইবে এবং তাকে গুরুত্ব দেবে।'

বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, ক্যাপ্টেন হয়তো ভোটের আগে বা পরে কংগ্রেসে ফিরতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান নেতার মন্তব্য, 'আমি কখনও বলিনি যে আমি কংগ্রেস বা বিজেপিতে প্রাসঙ্গিক নই। দল তো বদলাতেই থাকে। আমি যখন কংগ্রেসে ছিলাম তখন অপারেশন ব্লু স্টারের পর অকালি দলে যোগ দিয়েছিলাম। পরে কংগ্রেসে ফিরে আসি। এর অর্থ এই নয় যে আমি এখন দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেব।' অমরিন্দরের এই মন্তব্যের জবাবে পঞ্জাবে আপের সাধারণ সম্পাদক ও মিডিয়া ইন-চার্জ বলতেজ সিং পান্নুর খোঁচা, 'পঞ্জাবের সুবিধাবাদী নেতার যদি কোনও তালিকা তৈরি হয় তাহলে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের নাম তাতে একনম্বরে থাকবে।'

পুলিশকর্মী বাবাকে গুলি করে খুন ছেলের

চণ্ডীগড়, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রেমিকার সঙ্গে ঘর বাঁধার প্রবল জেদ। কিন্তু ছেলের বয়স সবে ১৮ বছর। পুলিশকর্মী বাবা তাই বারবার বুঝিয়েছিলেন, ছেলেদের বিয়ের আইনি বয়স ২১ বছর, তাই অন্তত তিন বছর অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু প্রেমে অন্ধ ছেলে সে কথা মানতে নারাজ। বিয়ে না দিলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বাবার কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে সে। বাবা সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন। আর তার পরিণতিতেই মাকে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা এবং বাবাকে গুলি করে খুন করল ছেলে! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে চণ্ডীগড়ে। নিহতের নাম সুরেশ কুমার। তিনি চণ্ডীগড় পুলিশের হেড কনস্টেবল ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরেশ পুলিশ লাইন্সের কোয়ার্টারেই সপরিবার থাকতেন। বেশ কিছুদিন ধরে ছেলের বিয়ে এবং ১০ লক্ষ টাকার দাবি নিয়ে পরিবারে অশান্তি চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে সেই বচসা চরম আকার ধারণ করে। রাগের বশে ছেলে প্রথমে তার মায়ের ওপর চড়াও হয় এবং তাঁর গলা টিপে ধরে। এরপর একটি দেশি পিস্তল বের করে সুরেশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সে।

শুক্রবার সকালে পুলিশ কোয়ার্টার থেকে সুরেশের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। যে বাবা ছেলেকে আইনি পথে চলার পাঠ দিচ্ছিলেন, তাঁরই এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্তম্ভিত গোটা চণ্ডীগড়। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, খুনে ব্যবহৃত ওই দেশি পিস্তলটি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ১৮ বছরের এক তরুণের হাতে কীভাবে এই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এল এবং এর পিছনে অন্য কারও ইন্ধন রয়েছে কি না, তা জানতে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

---

২৭ বছর পর পাশ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায়

বাগপত, ২৬ সেপ্টেম্বর : সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র' গঙ্গারামকেও হার মানিয়ে দিলেন উত্তরপ্রদেশের বাগপতের মাস্টারমশাই বিজয়কুমার শর্মা! গঙ্গারাম উনিশটিবার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে শেষে রণেভঙ্গ দিয়েছিলেন। কিন্তু ৫৯ বছর বয়সি বিজয় টানা ২৭ বছরের চেষ্টায় শেষমেশ টপকে গিয়েছেন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত বাধাও। এবার শুধু চাকরিতে যোগ দেওয়ার পালা। মজার ব্যাপার ওই একই পরীক্ষায় পাশ করে শিক্ষক হতে চলেছেন তাঁর মেয়ে মমতাও।

বাগপতের বড়ৌতের বাধওয়াড় গ্রামের বাসিন্দা বিজয়বাবু ১৯৯৯ সাল থেকে সরকারি শিক্ষক হওয়ার লড়াই শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পথে তিনি ৬ বার টিজিটি এবং ৪ বার পিজিটি লিখিত পরীক্ষা সফলভাবে উতরে গেলেও অন্তত ৮ বার ইন্টারভিউয়ের ঠিক শেষ ধাপে এসে বাদ পড়েন। তবে বারবার ধাক্কা খেয়েও তিনি দমে যাননি বা ছাড়েননি ময়দানও। নিজের গ্রামে একটি বেসরকারি স্কুলে দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে হিন্দি ও সংস্কৃত পড়ানোর পাশাপাশি কাজের ফাঁকে দিনরাত এক করে পরীক্ষার প্রস্তুতি চালিয়ে গিয়েছেন।

এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারভিউ তুলে দেওয়ায় যোগ্যতার জোরেই বাজিমাত করেছেন তিনি। লখনউতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হাত থেকে নিয়োগপত্র গ্রহণ করে শামলির ঐলম ইন্টার কলেজে সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে যোগ দিচ্ছেন বিজয়বাবু। মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার পরিবারের কাছে এটা ভীষণ গর্বের মুহূর্ত। তারা প্রতি মুহূর্তে আমার পাশে থেকে উৎসাহ না দিলে এই সাফল্য আসত না। গত তিন দশকে

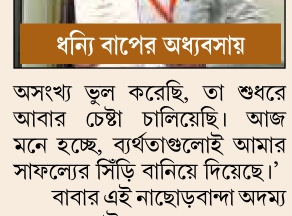

ধন্যি বাপের অধ্যবসায়

অসংখ্য ভুল করেছি, তা শুধরে আবার চেষ্টা চালিয়েছি। আজ মনে হচ্ছে, ব্যর্থতাগুলোই আমার সাফল্যের সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছে।'

বাবার এই নাছোড়বান্দা অদম্য জেদ দেখেই বড় হয়েছেন ২৮ বছরের কন্যা মমতা শর্মা। বাবার কাছ থেকেই পরীক্ষার অনুপ্রেরণা পাওয়া মমতাও একই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে বর্তমানে প্রতীক্ষিত তালিকায় রয়েছেন। নিয়মানুযায়ী ৬২ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার কথা থাকায় জীবনের শেষলগ্নে এসেও অন্তত আড়াই বছর নিজের স্বপ্নের সরকারি চাকরি উপভোগ করার সুযোগ পাবেন বাগপতের বিজয় মাস্টার।

---

৫ বছরে মৃত ৫৩ পড়ুয়া, অধিকাংশ অনগ্রসর

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রদীপের আলোর নীচে নিবিড় অন্ধকার। দেশের সেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'আইআইটি'গুলিতে যতটা মেধার কদর, ঠিক ততটাই সংকট মেধাবীদের।

ওইসব বিদ্যামন্দিরে গত পাঁচ বছরে অন্তত ৫৩ জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী অনগ্রসর সম্প্রদায়ের। কেউ বা সংখ্যালঘু, কেউ হয়তো দলিত। সরকারি তথ্যে উঠে আসা এই ছবি শিক্ষাঙ্গনের বিষণ্ণ বাস্তবকে সামনে এনেছে।

শিক্ষামন্ত্রককে বিভিন্ন আইআইটি প্রতিষ্ঠানের জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-'২১ থেকে ২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে মোট ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন এবং আটজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে অনগ্রসর শ্রেণির ২৯ জন পড়ুয়া রয়েছেন। যার মধ্যে ১২

আইআইটি সংকটের চালচিত্র

- মোট মৃত্যুর ৮৫ শতাংশই আত্মহত্যার ঘটনা
- অর্ধেকের বেশি মৃত পড়ুয়া অনগ্রসর শ্রেণির
- খড়্গপুর, দিল্লিতে সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে

জন ওবিসি, ১০ জন তপশিলি জাতি (এসসি), ৭ জন তপশিলি উপজাতি (এসটি) এবং ১ জন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল (ইডব্লিউএস) শ্রেণির শিক্ষার্থী।

পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, শেষ দু'বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপক বেড়েছে। প্রথম তিন বছরে যেখানে বার্ষিক ৫-৬টি ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে ২০২৩-'২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ এবং ২০২৪-'২৫ সালে ১৯-এ পৌঁছোয়। ক্যাম্পাস হিসাবে আইআইটি খড়্গপুর, আইআইটি দিল্লি ও আইআইটি হায়দরাবাদে সর্বোচ্চ সাতজন করে এবং আইআইটি কানপুর ও বারাণসীতে ছয়জন করে পড়ুয়ার মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে।

পাশাপাশি প্রাক্তনীদের সংগৃহীত তথ্য বলছে, বিগত ২০ বছরে ১৭১ জন আইআইটি শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন, যার ৭০ শতাংশই ঘটেছে শেষ ১০ বছরে। আইআইটি দিল্লির প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক ভি রামগোপাল রাও বলেন, 'পড়ুয়াদের মানসিক সমস্যার সমাধান কেবল কাউন্সেলারের সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।' তিনি মনে করেন, প্রতিযোগিতার চাপ ও একাকিত্ব কাটিয়ে উঠতে ক্যাম্পাসে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের ২৩টি ক্যাম্পাসে ১০৮ জন মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলার থাকলেও এই সংকট পুরোপুরি কাটেনি। অন্যদিকে বিশ্ব আইআইটি অ্যালুমনি সাপোর্ট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ধীরাজ সিং বলেন, 'আইআইটি-তে পড়ুয়াদের আত্মহত্যা আসলে দীর্ঘস্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান এক স্বাস্থ্য সংকট, যা প্রতিরোধযোগ্য। কিন্তু তার জন্য সদিচ্ছা আর পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনা দরকার।'

বৃষ্টিতে জলবন্দি থাইল্যান্ডের ব্যাংকক (ওপরে)। ছত্তিশগড়ের বন্যায় আশ্রয়ের খোঁজে সন্তান কোলে বাবা।

নয়া দিল্লি ও বেজিংকে নিয়ে জলবায়ু জোটের প্রস্তাব নেপালের

‘বিপর্যয় পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরে না’

নিউ ইয়র্ক ও কাঠমান্ডু, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় দেওয়া প্রথম ভাষণে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ নিয়ে গোটা বিশ্বকে সতর্ক করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহ। পাশাপাশি ভারত ও চিনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার এক সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চালও চাললেন। অগাস্টের বিধ্বংসী বন্যায় নেপালে ১,৪০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে তিনি এই বিপর্যয়কে ‘বিশ্বের জন্য সতর্কবার্তা’ বলে উল্লেখ করেন। জলবায়ু মোকাবিলায় ভারত, চিন এবং নেপালের নেতৃত্বাধীন এক যৌথ হিমালয়ান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স মেকানিজম (জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ব্যবস্থা) গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন বালেন।

তিনি জানান, হিমালয় অঞ্চলে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে তার প্রভাব প্রতিবেশী দেশগুলিতেও পড়ে। তিনি বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন কোনও সীমান্ত মানে না। হিমবাহ ও বন্যা পাসপোর্ট বা স্ট্যাম্প নিয়ে ভ্রমণ করে না।’ এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, অগাস্টের বন্যায় নেপাল-চিন সীমান্তে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেই বন্যার জল ভারত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বালেন শাহের এই প্রস্তাবকে ভারত ও চিনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার এক কৌশলী পদক্ষেপ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। ঐতিহাসিকভাবে বাণিজ্যের জন্য নেপাল ভারতের ওপর নির্ভরশীল হলেও, গত কয়েক বছরে সামরিক সরঞ্জাম, উৎপাদন এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য চিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গভীর হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে শুধু ভারতের ওপর নির্ভরশীল না থেকে চিনকেও জলবায়ু উদ্যোগে যুক্ত করার মাধ্যমে নেপাল এক স্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি অনুসরণ করতে চাইছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে দু’দেশকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে বালেন শাহ বোঝাতে চেয়েছেন, নেপাল কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশের দিকে ঝুঁকছে না, বরং নিজস্ব শর্তে দুই বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী।

একইসঙ্গে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হয়েও নেপালের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যে বিশাল মূল্য চোকাতে হচ্ছে, সেই বিষয়টি তুলে ধরে উন্নত বিশ্বের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তার দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যখন বাড়ি পুড়ছে, তখন আমরা কোনও পরিবারকে ৫০টি ফর্ম পূরণ করতে বলতে পারি না। আমাদের কাজ করতে হবে।’

এদিকে এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে, তবুও নেপালের বিধ্বংসী হড়পায় মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ কমছে না। ২৬ অগাস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তে হড়পা এবং ভোটেকোশি নদীর জলোচ্ছ্বাসের জেরে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে এখনও পর্যন্ত ১,৪৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেপালের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (এনডিআরআরএমএ)। নিখোঁজ রয়েছেন ৫,২৮৫ জন।

শনিবার কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১৩,৭৯৫ জনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ১,৪৫১টি মৃতদেহের পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু-জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, বন্যা কবলিত এলাকাগুলি থেকে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহগুলি এতটাই বিকৃত অবস্থায় রয়েছে যে সেগুলিকে শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নিখোঁজদের পরিচয় জানতে ডিএনএ পরীক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে নেপাল পুলিশ।

দেহাংশগুলি থেকে ১,৩২৯টি ডিএনএ নমুনা এবং নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ২,০৬০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মর্গে এত মৃতদেহ রাখার জায়গা না থাকায়, নিয়ম মেনে ডিএনএ নমুনা ও অন্যান্য জরুরি তথ্য সংগ্রহের পর অনেক অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহের শেষকৃত্য করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন।

হরমুজ এখন ‘ট্রাম্প প্রণালী’!

নভেম্বরে ইরানে হামলার ইঙ্গিত

ওয়াশিংটন, ২৬ সেপ্টেম্বর : মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আবার যুদ্ধের কালো মেঘ। ইরানের প্রস্তাবিত সাতদিনের যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তির প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নভেম্বরে আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরেই ইরানের ওপর ফের বোমাবর্ষণ শুরু করতে পারে মার্কিন সেনা।

২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান লক্ষ্য করে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর থেকেই এই অঞ্চলে সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সম্প্রতি কাতারের মধ্যস্থতায় আমেরিকাকে একটি প্রস্তাব দেয় তেহরান। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে এসে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগাচি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আমেরিকা যদি তাঁদের শর্ত মেনে নেয়, তবে সাতদিনের মধ্যে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়া হবে। আরাগাচি বলেন, ‘আমেরিকার কাছে কাতারের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট সাতদিনের পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে। শর্ত পূরণ হলে সাতদিনের মধ্যেই প্রণালীটি খুলে দেওয়া হবে এবং স্বাভাবিক সামুদ্রিক যাতায়াত শুরু হবে।’ তিনি আরও জানান, এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার আমেরিকার। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘ইরান কোনও জবরদস্তি, চোখরাঙানি বা হুমকি মেনে নেবে না। চাপের মুখে আমরা আমাদের সার্বভৌম অধিকার বিক্রি করব না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমেরিকা সত্যি চুক্তি করতে চাইলে সব প্রস্তুতি নেওয়া আছে।’

তবে ‘দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ট্রাম্প

> আমেরিকার কাছে কাতারের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট সাতদিনের পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে। শর্ত পূরণ হলে সাতদিনের মধ্যেই প্রণালীটি খুলে দেওয়া হবে এবং স্বাভাবিক সামুদ্রিক যাতায়াত শুরু হবে।
>
> আব্বাস আরাগাচি

ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। ইরান আদৌ শর্ত মানবে কি না, তা নিয়ে ঘোর সন্দিহান তিনি। ট্রাম্প বরাবরই বলে আসছেন, ইরানকে কোনওমতেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ হরমুজ প্রণালীকে চিহ্নিত করে একটি ম্যাপ পোস্ট করেছেন ট্রাম্প, যার নাম দিয়েছেন ‘ট্রাম্প প্রণালী’।

বিশ্বের অন্যতম শক্তি সরবরাহকারী পথ হরমুজ প্রণালী। ইরানের শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে, মার্কিন নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়া, তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং লেবানন সহ গোটা অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা। শর্ত মানলে তারা পরমাণু প্রকল্প নিয়ে ফের আলোচনায় বসতেও রাজি। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমেরিকা যেদিন এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে, ঠিক সেই দিন থেকেই শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।’ তিনি মনে করিয়ে দেন, অতীতে পাকিস্তানে স্বাক্ষরিত সমঝোতা অনুযায়ী এগোতে চাইলে পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরতে পারে।

১৭ জুন দু-দেশের মধ্যে ১৪ দফার একটি শান্তি চুক্তি হলেও তা টেকেনি। ওই চুক্তিতে লেবানন সহ গোটা অঞ্চলে সামরিক অভিযান বন্ধের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ৮ জুলাই ট্রাম্প সেই চুক্তিকে ‘বাতিল’ ঘোষণা করেন। পরে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে ইরানও চুক্তি থেকে সরে আসে। হোয়াইট হাউস শুক্রবার জানিয়েছে, মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে তাদের ইতিবাচক আলোচনা চলছে, কিন্তু ট্রাম্প বুঝিয়ে দিয়েছেন, চুক্তি নিয়ে তাঁর কোনও তাড়াহুড়ো নেই।

পকসো’র তদন্তে মহিলা ‘সিট’ গঠন

চেন্নাই, ২৬ সেপ্টেম্বর : গ্রানাইট ব্যবসায়ী আর বীরমণির বিরুদ্ধে ওঠা শিশু ধর্ষণের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে চার সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করল চেন্নাই পুলিশ। শুধু মহিলা আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পিসি তেনমোঝি। অন্য সদস্যরা হলেন যুগ্ম কমিশনার এন দিশা মিত্তাল, এসপি মুথরাসি এবং ডেপুটি কমিশনার গীতাঞ্জলি। ২৯ অগাস্ট শিশু ধর্ষণের অভিযোগে বীরমণি ও তার দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ২২ সেপ্টেম্বর বীরমণির গ্রানাইট সংস্থার প্রাক্তন কর্মী গণেশনের মোবাইল থেকে একটি আপত্তিকর ভিডিও উদ্ধার হয়।

কুকুর ঘুরিয়ে ৫০ হাজার

লন্ডন, ২৬ সেপ্টেম্বর : ৩০ বছর বয়সি লিজ ইস্ট পেশায় ছিলেন একজন ফৌজদারি আইনজীবী। কাজের প্রচণ্ড চাপ আর ক্লান্তিকর রুটিনে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন তিনি। নিজের মানসিক শান্তির খোঁজে লন্ডনের বাসিন্দা লিজ আইনজীবীর পেশা ছেড়ে বেছে নিয়েছেন ‘ডগ-ওয়াকার’ বা কুকুর ঘোরানোর কাজকে। এখন লিজ প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০টি কুকুরকে ঘোরান এবং দৈনিক প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় করেন। তিনি জানিয়েছেন, কর্পোরেট জীবনের চেয়ে তিনি এখন অনেক বেশি আয় করছেন এবং কাজ করছেন অর্ধেক সময়। শুরুতে অনেকে তাঁর সমালোচনা করলেও লিজ তাঁর নতুন জীবনে ভীষণ খুশি। তাঁর মতে, শুধু টাকার লোভে নয়, প্রাণীদের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা থাকলেই এই পেশায় আসা উচিত।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা সোনিয়া গান্ধির। শনিবার।

মায়ানমার মামলায় জামিন

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : মায়ানমারের ভারতবিরোধী জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া এক মার্কিন নাগরিক এবং ছয় ইউক্রেনীয়কে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার বিশেষ আদালত। এক মাসের জন্য এই ছাড়পত্র মিলল। ১৩ মার্চ কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। প্রাথমিকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে কড়া অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে ছয় মাস পর এনআইএ আদালতে যে চার্জশিট জমা দেয়, তাতে কেবল অভিবাসন ও ভিসা সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রাখা হয়। বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বিশেষ বিচারপতি প্রশান্ত শর্মা বলেন, ‘বিদেশে ভ্রমণের অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকারের সম্প্রসারণ।’

উমরদের মুক্তির আর্জিতে সওয়াল

ওয়াশিংটন, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দাবিয়ে রাখতে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) অপব্যবহারের অভিযোগ তুলল মার্কিন কমিশন। তাদের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সত্ত্বেও উমর খালিদ ও শার্জিল ইমামের মতো বহু সমাজকর্মীকে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হয়েছে।

ব্রিটিশ নাগরিক গজতার সিং জোহালের সাম্প্রতিক হেনস্তার ঘটনাটি তুলে ধরে ‘ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম’-এর সহ-সভাপতি সিসি হিল বলেন, ‘জোহালের ঘটনাটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মুখ বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে নেওয়া বড় কৌশলেরই অঙ্গ।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘উমর খালিদ এবং শার্জিল ইমামের মতো অনেকেই কেবল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কারণে ইউএপিএ ধারায় এখনও বিনা বিচারে জেল খাটছেন।’

দিল্লি দাঙ্গা মামলায় খালিদ ও ইমাম প্রায় ছয় বছর জেলে বসে বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্ট জগতার সিং জোহালকে জামিন দেওয়ার পরই বিষয়টি নতুন করে সামনে আসে। ২০১৭ সাল থেকে বন্দি জোহালকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রাষ্ট্রসংঘের।

ওয়াশিংটনকে ভারতীয় বন্দিদের মুক্তির জন্য চাপ দিতে অনুরোধ করেছে কমিশন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মান ও মানবতার পরিপন্থী এই আইন নিয়ে উদ্বেগের পাশাপাশি ভারতকে ‘মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে চরম বিপজ্জনক দেশ’ হিসাবে ঘোষণার সুপারিশও করেছে তারা। অন্যদিকে, ভারত সরকার ইউএপিএ নিয়ে মার্কিন প্যানেলের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। অতীতেও এই ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত মার্কিন প্যানেলের মূল্যায়নকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ’ বলে তীব্র কটাক্ষ করেছে নয়াদিল্লি।

আজ টিভিতে

নারী ডট কম সন্ধে ৬.০০ ডিডি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.০০ বাঘা যতীন, ৯.৪৫ হাঙ্গামা, দুপুর ১.০০ দাদা, বিকেল ৪.১৫ আশ্রিতা, রাত ৯.৩০ ডিজে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ২.০০ সাথী, বিকেল ৫.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ৯.৩০ লে হালুয়া লে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কমলার বনবাস, বেলা ১১.০০ একান্ত আপন, দুপুর ২.০০ পরিণাম, বিকেল ৫.০০ লোফার, রাত ৮.০০ বদনাম, ১১.০০ নয়নমণি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গীত সংগীত, রাত ৮.০০ পাপী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ হিরো নাম্বার ওয়ান, ১.৫৩ সনম তেরি কসম, বিকেল ৫.০১ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ৯.৫৮ বিগ ধমাকা

জি বুলন্দি : সকাল ১০.৫০ লোফার, দুপুর ১.৩৭ রাম তেরি গঙ্গা মইলি, বিকেল ৫.০০ বুলন্দি, রাত ৮.০০ তেজাব, ১১.২৬ জহর

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.২৫ টাইগার নাগেশ্বর রাও, দুপুর ১.১২ ভুল ভুলাইয়া, বিকেল ৪.৪৭ হাউসফুল ফোর, সন্ধে ৭.৫০ স্ত্রী-টু, রাত ১০.৫০ ওয়েলকাম ব্যাক

গুড মর্নিং আকাশে
আরফিন রানা এবং শালিনী মুখোপাধ্যায়ের গান শুনুন
সকাল ৭টা **আকাশ আট**

লে হালুয়া লে রাত ৯.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

স্ত্রী-টু সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড

এসি চালাতেই ভয়

কয়লার ঘাটতিতে সুতোয় ঝুলছে দেশে বিদ্যুতের জোগান

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে এসি-র তাপমাত্রা কমানোর সময় কি একবারও মনে হয় যে দেশের বিদ্যুৎ গ্রিডগুলি এই বিপুল চাপ সামলাতে পারছে কি না? পরিস্থিতি কিন্তু খুব একটা সুবিধের নয়। সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি (সিইএ)-র সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিডগুলি আক্ষরিক অর্থেই এখন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মক জ্বালানি সংকটে ধুঁকছে। ১৯ সেপ্টেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, ৭৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে মজুত কয়লার পরিমাণ ২৫ শতাংশের নীচে নেমে গিয়েছে। এর সোজা অর্থ হল, ওই কেন্দ্রগুলোতে বড়জোর আর তিনদিন চলার মতো কয়লা বেঁচে আছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই এই সংখ্যাটা ছিল ৬০। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে, দেশের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে কয়লার মজুত একধাক্কায় ৪২ শতাংশ কমে গিয়েছে। গত তিন বছরের মধ্যে এত খারাপ পরিস্থিতি আর কখনও তৈরি হয়নি।

হঠাৎ করে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল কেন? এর জন্য মূলত দায়ী চরম আবহাওয়া আর পরিবহণের চূড়ান্ত অব্যবস্থা। এল নিনোর প্রভাবে দেশজুড়ে যে দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ চলেছে, তার জেরে বিদ্যুতের চাহিদা হু হু করে বেড়েছে। মে মাসে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ২৭০.৭০ গিগাওয়াটে পৌঁছে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছিল। এখনও সেই চাহিদা ২৩০ থেকে ২৫০ গিগাওয়াটের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। তবে ক্রিসিল-এর মতো মার্কেট অ্যানালিস্টরা জানাচ্ছে, এই ঘাটতি কিন্তু খনিতে কয়লা না থাকার কারণে হয়নি। এটা সম্পূর্ণভাবে একটা লজিস্টিক বা পরিবহণগত ব্যর্থতা। বর্ষার খামখেয়ালিপনায় মালবাহী ট্রেন চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটেছে। ফলে খনি থেকে সময়মতো কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে পৌঁছোতেই পারেনি।

এর দোসর হয়েছে জলবিদ্যুতের ব্যর্থতা। বৃষ্টিপাতের চরম অনিশ্চয়তার কারণে দেশের জলাধারগুলোতে পর্যাপ্ত জল জমেনি, ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও মারাত্মকভাবে ধাক্কা খেয়েছে। বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থাগুলোকে বিকল্প রাস্তার খোঁজ করতে হয়েছে। আর সেই বিকল্প মানেই হল চড়া দামে বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি। ঠিক এই কারণেই অগাস্ট মাসে ভারতের কয়লা আমদানি গত ১৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছে।

একদিকে গোটা বিশ্ব যখন পরিবেশবান্ধব বা গ্রিন এনার্জির দিকে ঝুঁকছে, তখন ভারতের এই পরিস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের শক্তির মূল চালিকাশক্তি এখনও সেই কয়লাই। এটা ঠিক যে, গত এপ্রিল থেকে অগাস্টের মধ্যে দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জি উৎপাদন ২১ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তির একটা বড় সমস্যা হল, এর ধারাবাহিকতার অভাব। রোদ না থাকলে বা হাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে গ্রিড সচল রাখার শেষ ভরসা সেই কয়লাই। শক্তি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কয়লার এই ঘাটতি হয়তো সাময়িক লজিস্টিক সমস্যার কারণে তৈরি হয়েছে, কিন্তু এটি আমাদের জন্য এক বিরাট সতর্কবার্তা।

মাকে নিয়ে গুগল অফিসে

বেঙ্গালুরু, ২৬ সেপ্টেম্বর : অর্পিতা মোহান্তি নামে এক তরুণী তাঁর মাকে প্রথমবার বেঙ্গালুরুতে নিজের গুগল অফিসে নিয়ে যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিনি মাকে অফিস ও ক্যাফেটেরিয়া ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। দুজনে একসঙ্গে খাবার খাচ্ছেন। পরিবারের সঙ্গে নিজের সাফল্য উদযাপনের সুন্দর মুহূর্তটি নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।

পুজোর ভোজে ভোজবাজি

ভোগ, লুচি, খিচুড়ি—উৎসবের খাবারেও থাকুক ভারসাম্য।

দুর্গাপুজো আর খাওয়াদাওয়া—এই দুইকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব।

অষ্টমীর ভোগের খিচুড়ি। লাবড়া। বেগুনভাজা। পায়েস। সন্ধ্যায় ফুচকা। রাতে বিরিয়ানি। তার পরদিন মিষ্টি।

পুজোর চার দিন খাবারের তালিকা যেন শেষই হয় না!

খাবেন না, তা তো হয় না। তবে একটু বুদ্ধি করে খেলে উৎসবের আনন্দও থাকবে, অস্বস্তিও কম হবে।

ভোগের প্লেটে

ভোগের খিচুড়ি, ডাল, সবজি, ভাজা—সবই থাকুক। কিন্তু পরিমাণটা বুঝে নিন।

একসঙ্গে খুব বেশি খাবার নিয়ে পরে নষ্ট করারও দরকার নেই।

পুজোয় মিষ্টি থাকবে। থাকতেই পারে। কিন্তু একসঙ্গে পাঁচ রকম মিষ্টি খেয়ে পরে 'আজ আর কিছু খাব না'—এই কথা বলার কোনো মানে হয় না।

পরিমাণ বুঝে খান। যাঁদের ডায়াবেটিস বা অন্য কোনও খাদ্যসংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন।

জলকে ভুলবেন না

প্যান্ডেল হপিংয়ের সময় জল খাওয়া সবচেয়ে সহজে ভুলে যাওয়া কাজগুলির একটি।

ব্যাগে নিজের জলের বোতল রাখুন।

গরমে দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকলে শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী জল ও অন্যান্য তরল গ্রহণ করুন।

বাড়ির রান্নায় একটু পরিকল্পনা

অতিথি আসবেন বলে দশ রকম রান্না করার প্রয়োজন নেই।

একটি ভালো ডালনা। একটি ভাজা। একটি মাছ বা পনিরের পদ। সঙ্গে ভাত বা পোলাও। শেষে মিষ্টি।

কম পদেও কিন্তু বেশ সুন্দর আয়োজন হতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

খাবার যেন নষ্ট না হয়।

অতিথির সংখ্যা আন্দাজ করে রান্না করুন। অতিরিক্ত খাবার থাকলে নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করুন এবং পরে খাওয়ার আগে খাবারটি ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হন।

পুজোর ভোজের আসল আনন্দ পদের সংখ্যায় নয়।

এক টেবিলে সবাই বসে খাচ্ছে—এই ছবিটাই সবচেয়ে বড় উৎসব।

তাই নয় কি!

উপহারে থাকুক মন

পুজোয় কী দেবেন?
দাম নয়, ভাবনাটাই হোক আসল।

পুজোর সময়ে উপহার দেওয়ার রীতি বাঙালি জীবনের সঙ্গে বহুদিনের। আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। অফিসের সহকর্মী। প্রতিবেশী। কারও হাতে কিছু তুলে দিতে ইচ্ছে করবেই।

কিন্তু উপহার মানেই কি দামি কিছু? একেবারেই নয়।

বরং এমন কিছু উপহার, যা যিনি পাবেন তাঁর কাজে লাগে বা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে মনে করিয়ে দেয়—সেটিই অনেক বেশি মনে থাকে।

বড়দের জন্য

বাড়ির প্রবীণ মানুষটির জন্য দামি কোনও জিনিসের চেয়ে ভালো হতে পারে তাঁর পছন্দের কোনও বই, আরামদায়ক পোশাক, পুরোনো দিনের গানশোনার জন্য সারেগামা কারভ্যান বা তাঁর প্রয়োজনের কোনও জিনিস।

যিনি বই পড়তে ভালোবাসেন, তাঁকে বই। যিনি গাছ ভালোবাসেন, তাঁকে একটি ছোট গাছ। যাঁর রান্নার শখ, তাঁকে সুন্দর রান্নাঘরের কোনও ব্যবহারিক সামগ্রী।

উপহার বাছার আগে মানুষটিকে মনে করুন। ভাবুন। কিনে ফেলুন।

বন্ধুর জন্য

বন্ধুর জন্য উপহারে একটু মজা চলতেই পারে।

সুন্দর নোটবুক। কফি মাগ। ছোট ব্যাগ। পছন্দের বই। হাতে লেখা একটি ছোট চিঠি।

চাইলে নিজের হাতে সাজানো ছোট 'পুজো হ্যাম্পার'ও তৈরি করতে পারেন।

শিশুদের জন্য

শিশুকে শুধু খেলনা না দিয়ে বই, আঁকার সরঞ্জাম, পাজল, বোর্ড গেম বা শেখার সঙ্গে আনন্দ জড়ানো কোনও জিনিস দেওয়া যায়।

তবে উপহারটি শিশুর বয়সের উপযোগী হওয়া জরুরি।

পুজোর কেনাকাটা

অনলাইন নাকি অফলাইনে?

কার্টে ক্লিক, নাকি বাজারে গিয়ে দরদাম? বুঝে নিন আগেভাগে।

পুজো আসছে। শুরু হচ্ছে কেনাকাটার তোড়জোড়। নতুন শাড়ি, কুর্তা, জুতো, গয়না, প্রসাধনী, উপহার—তালিকা নেহাত ছোট নয়। প্রশ্ন একটাই, সব কিছু অনলাইনে কিনব, নাকি বাজারে গিয়ে? উত্তরটা সবসময় এক নয়। অনলাইনে যেমন অফার আছে, তেমনই স্থানীয় বাজারে আছে দরদাম করার সুযোগ। অনলাইনে আছে বিপুল পছন্দের সুযোগ, দোকানে আছে হাতে নিয়ে দেখার সুবিধা। তাই এবার একটু হিসেব করে সিদ্ধান্ত নিন।

শাড়ি: ছবির সঙ্গে বাস্তবের মিল কতটা?

ধরা যাক, অনলাইনে একটি তাঁতের শাড়ির দাম ১,৪৯৯। ছবি সুন্দর, রিভিউও ভালো। অন্যদিকে, নিজের এলাকার কোনও পরিচিত দোকানে একই ধরনের শাড়ির দাম ১,৬৫০। প্রথম দেখায় অনলাইনই সস্তা। কিন্তু দোকানে গিয়ে শাড়িটি হাতে নিলেন। কাপড় দেখলেন, বুনন দেখলেন, রং দেখলেন। দরদাম করে হয়তো ১,৫৫০-এ পাওয়া গেল। ফারাক তখন মাত্র ৫১। আবার অনলাইনে পুজোর বিশেষ অফারে সেই শাড়িই যদি ১,১৯৯-এ পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে কোনও কুপন বা ব্যাংক অফার থাকে, তখন অনলাইন সত্যিই সস্তা। তাই 'অনলাইন সস্তা' বা 'দোকান সস্তা'—কোনও কথাই আগে থেকে ঠিক নয়। শেষ পর্যন্ত কত টাকা দিতে হচ্ছে, সেটাই আসল।

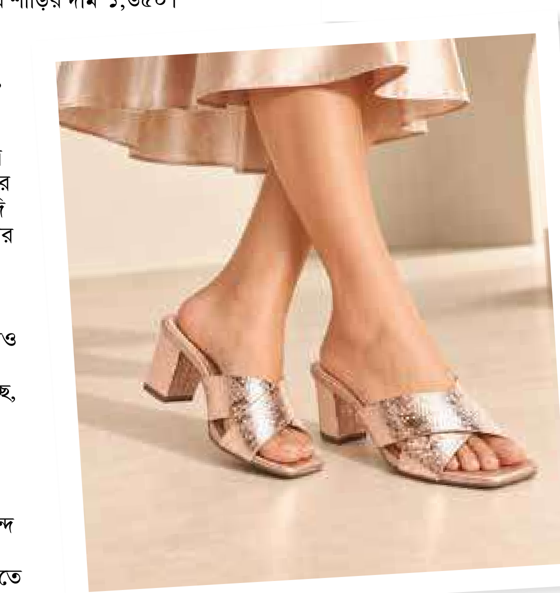

পোশাক: সাইজের ঝামেলা কোথায় কম?

অনলাইনে একটি কুর্তা পছন্দ হল। দাম ১,২৯৯। সাইজ চার্ট দেখে M অর্ডার করলেন। বাড়িতে এসে দেখা গেল কাঁধ ঠিক আছে, কিন্তু হাতা বেশি লম্বা। এবার রিটার্ন, তারপর নতুন সাইজের অপেক্ষা। পুজোর আগে সময় কম থাকলে এই ঝামেলা বেশ বিরক্তিকর। স্থানীয় দোকানে গেলে অবশ্য কয়েক মিনিটেই বোঝা যায় কোন সাইজটি ঠিক। তবে অনলাইনের সুবিধাও কম নয়। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার বা মালদহের দোকানে যে ব্র্যান্ড সবসময় পাওয়া যায় না, অনলাইনে সেটি সহজেই পাওয়া যেতে পারে। তাই অনলাইনে পোশাক কিনলে নিজের সঠিক মাপ আগে জেনে নিন। শুধু S, M বা L দেখে অর্ডার করবেন না। বুক, কোমর, কাঁধ এবং পোশাকের দৈর্ঘ্যের মাপ দেখুন। রিটার্ন বা এক্সচেঞ্জের নিয়মটিও অর্ডারের আগেই জেনে নিন।

জুতো নিয়ে সাবধান

পুজোয় নতুন জুতো না হলে চলে? চলে না। কিন্তু জুতোর ক্ষেত্রে ছবি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ ঝুঁকির। ধরা যাক, অনলাইনে একটি সুন্দর স্যান্ডেলের দাম ৯৯৯। স্থানীয় বাজারে একই ধরনের জুতো ১,২০০। অনলাইনেই কিনলেন। বাড়িতে পরে মনে হল দিব্যি। কিন্তু পুজোর দিন কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর বোঝা গেল—সুন্দর আর আরামদায়ক এক জিনিস নয়। দোকানের বড় সুবিধা এখানেই। পায়ে দিয়ে দেখুন। কয়েক পা হাঁটুন। আঙুলে চাপ পড়ছে কি না দেখুন। হিল হলে ভারসাম্য ঠিক আছে কিনা দেখুন। বিশেষ করে প্যান্ডেল হপিংয়ের জন্য জুতো কিনলে শুধু ডিজাইন নয়, আরামকে গুরুত্ব দিন। ২০০ বাঁচিয়ে যদি পুজোর দিন পা-ই ব্যথা করে, সেই সাশ্রয় কতটা সাশ্রয়?

প্রসাধনী, সস্তার ফাঁদে নয়

পুজোর আগে লিপস্টিক, আইলাইনার, ফাউন্ডেশন, পারফিউম—সবকিছুরই চাহিদা বাড়ে। অনলাইনে দাম তুলনা করা সহজ। একটি লিপস্টিক দোকানে ৭৯৯, অনলাইনে ৬৪৯। কুপন ব্যবহার করে আরও কিছুটা কমে গেল। দেখে মনে হল দারুণ লাভ। কিন্তু প্রসাধনীর ক্ষেত্রে শুধু দাম দেখলে হবে না। বিক্রেতা কে? পণ্যটি আসল কিনা? মেয়াদ ঠিক আছে কিনা? বিশ্বস্ত দোকান বা ব্র্যান্ডের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র থেকে কেনা নিরাপদ। পুজোর ঠিক আগে নতুন কোনও প্রসাধনী প্রথমবার ব্যবহার না করাই ভালো। বিশেষ করে সংবেদনশীল ত্বক হলে আরও সাবধান হওয়া দরকার।

বাজারের আনন্দও কম নয়

উত্তরবঙ্গের পাঠকের কাছে শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট, বিধান মার্কেট বা সেবক রোডের শপিং জোন পরিচিত নাম। সেখানে কেনাকাটার নিজস্ব আনন্দ আছে। এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ঘোরা, দাম জিজ্ঞাসা করা, দরদাম করা, একই জিনিসের কয়েকটি ডিজাইন দেখা, তারপর পছন্দের জিনিসটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরা—এই অভিজ্ঞতা অনলাইনে পাওয়া যায় না। আবার অনলাইনে এমন সুবিধা আছে, যা বাজারে নেই। রাতে বাড়িতে বসে কেনাকাটা করা যায়। একসঙ্গে অনেক ব্র্যান্ডের ডিজাইন দেখা যায়। দাম তুলনা করা যায়। রিভিউ পড়া যায়। তাই একটিতে অভিজ্ঞতা, অন্যটিতে সুবিধা।

নিজের এলাকার বাজারকে গুরুত্ব দিন

শুধু অনলাইনের বিজ্ঞাপন দেখে ধরে নেবেন না যে সেখানেই সবচেয়ে ভালো দাম। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহর ও জেলার স্থানীয় বাজারে পোশাক, শাড়ি, জুতো বা গয়নার নিজস্ব সংগ্রহ রয়েছে। মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর কিংবা দার্জিলিং—প্রতিটি এলাকার বাজারের চরিত্র আলাদা। নিজের এলাকার অন্তত দুটি দোকানে দাম জেনে নিতে পারেন। তারপর অনলাইনে একই বা কাছাকাছি পণ্যের দাম দেখুন। তুলনা করুন পণ্যের দাম, ডেলিভারি বা অন্যান্য চার্জ এবং ফেরত বা বদলের সুবিধা। তিনটি মিলিয়েই আসল হিসেব।

১ হাজারের জিনিস সত্যিই ১ হাজারে?

অনলাইনে পণ্যের দাম দেখাচ্ছে ১,০০০। কার্টে গেলেন। ডেলিভারি চার্জ ৭৯, সার্ভিস চার্জ ২৫। মোট দাঁড়াল ১,১০৪। অন্যদিকে স্থানীয় দোকানে দরদাম করে ১,০৫০-এ পাওয়া গেল। তখন অনলাইন আর সস্তা থাকল না। তাই অনলাইনে কেনাকাটার সময় পেমেন্টের আগে চূড়ান্ত দাম দেখে নিন।

পুজোর আগে সময়েরও দাম আছে

অনলাইনে অর্ডার করলেন। ডেলিভারি দেখাচ্ছে পাঁচ থেকে আট দিন। ভাবলেন, হাতে তো সময় আছে। পুজোর এক সপ্তাহ আগে প্যাকেট এল। পোশাক পছন্দ হল না। এবার বদলাতে গেলে সময় কোথায়? তাই পুজোর পোশাক অনলাইনে কিনলে যথেষ্ট আগে অর্ডার করুন। বিশেষ করে শাড়ি, ব্লাউজ, জুতো বা এমন কিছু হলে, যেটি বদলানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

শেষ কথা

অনলাইন না অফলাইন? আসলে দুটোই। শাড়ি হাতে দেখে কিনতে ভালো লাগলে বাজারে যান। দাম তুলনা করতে চাইলে অনলাইনে দেখুন। জুতো পায়ে দিয়ে দেখতে চাইলে দোকান বেছে নিন। নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পোশাক চাইলে অনলাইন সুবিধাজনক হতে পারে। ঘর সাজানোর ছোটখাটো জিনিসে অনলাইনে অনেক বিকল্প মিলবে। উপহারের ক্ষেত্রেও দুদিকই খোলা। শুধু ডেলিভারির সময়টা মাথায় রাখুন।

পুজোর কেনাকাটার চারটি সহজ নিয়ম মনে রাখুন—আগে তালিকা করুন, অন্তত দু-তিন জায়গায় দাম তুলনা করুন, অনলাইনে চূড়ান্ত দাম দেখুন এবং শুধু অফার দেখে প্রয়োজন নেই এমন জিনিস কিনবেন না। পুজোর কেনাকাটা আসলে ছোট্ট একটা অর্থনীতির পাঠও। দাম বুঝুন, মান বুঝুন, সময় বুঝুন। তারপর কিনুন।

কারণ সবচেয়ে ভালো কেনাকাটা সেটা নয়, যেটি সবচেয়ে সস্তা। সবচেয়ে ভালো কেনাকাটা হল—যেটা আপনার প্রয়োজন মেটায়, বাজেটের মধ্যে থাকে এবং পুজোর আনন্দ দ্বিগুণ করে।

ঘরে আসুক পুজোর আনন্দ

চার দেওয়ালে উৎসবের ছোঁয়া আনবেন কীভাবে?
পুজোর সময়ে শুধু নিজের সাজ নয়, ঘরটাও যেন একটু অন্যরকম হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু ঘর সাজাতে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করার কোনও প্রয়োজন নেই। একটু রং, একটু আলো, একটু ফুল আর সামান্য সৃজনশীলতাই যথেষ্ট।

প্রথমে পরিষ্কার

সাজানোর আগে ঘর পরিষ্কার করুন। অপ্রয়োজনীয় কাগজ, পুরোনো বাক্স, ভাঙা জিনিস সরিয়ে ফেলুন। আলমারির ওপর জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার করুন। তারপর দেখুন—ঘরের কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। সেখানেই তৈরি করুন ছোট্ট একটি উৎসবের কোণ।

ফুলে বদলে যাক ঘর

গাঁদা, রজনীগন্ধা, জুঁই কিংবা স্থানীয় মরশুমি ফুল।

একটি মাটির ফুলদানি বা পুরোনো কাচের বোতলকেও নতুনভাবে ব্যবহার করা যায়।

ফুলের সাজে ঘর যেমন সুন্দর দেখায়, তেমনই উৎসবের গন্ধও আসে।

আলোয় জাদু

পুজোর সময়ে নরম আলো খুব সুন্দর লাগে। বারান্দা, জানলা বা ঘরের কোনও একটি কোণে ছোট আলো লাগাতে পারেন। তবে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারে নিরাপত্তার দিকে অবশ্যই নজর রাখুন।

পুরোনো জিনিসকে নতুন করে

পুরোনো শাড়ির কাপড় দিয়ে টেবিল রানার তৈরি করা যায়। মাটির প্রদীপ সাজিয়ে রাখা যায়। পুরোনো পিতলের বাসন পরিষ্কার করে ডেকোরেশনে ব্যবহার করা যায়। এতে খরচও কমে। ঘরেও আসে ব্যক্তিত্ব।

পুজোর দিন ঘর যেন 'মিউজিয়াম' না হয়

সাজাতে গিয়ে ঘরের চলাফেরার জায়গা বন্ধ করবেন না। বিশেষ করে বাড়িতে শিশু বা প্রবীণ মানুষ থাকলে মেঝেতে অতিরিক্ত ডেকোরেশন, পিছলে যেতে পারে এমন কার্পেট বা বৈদ্যুতিক তার এড়িয়ে চলুন।

সুন্দর ঘর মানেই শুধু ছবি তোলার মতো ঘর নয়।

যে ঘরে সবাই স্বচ্ছন্দে বসতে পারে, কথা বলতে পারে, হাসতে পারে—সেই ঘরই আসল পুজোর ঘর। ভক্তিমনে শান্তি পাওয়ার ঘর।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আবারও খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষদিনের উত্থান আপাতত বড় সংশোধন থেকে রক্ষা করলেও বিপদ এখনও বর্তমান রয়েছে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স মোট ৩৯৯.২২ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ৭৩৮৯৫.৭৪ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ২০৫.৯ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ২৩১৪০.৫০ পয়েন্টে। বিগত কয়েক সপ্তাহে ধারাবাহিক সংশোধন চলছে শেয়ার বাজারে। আগামী কয়েক দিনও অস্থির থাকবে শেয়ার বাজার। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লাগাতার সংশোধনের পর অধিকাংশ প্রথম সারির সংস্থার শেয়ারদর অনেকটাই কমেছে। ধাপে ধাপে এইসব শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদের জন্য লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে।

চলতি সপ্তাহে শেয়ার বাজারের পতনের নেপথ্যে যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল আইআরডিএআইয়ের বিমায় কমিশন সহ একাধিক নয়া প্রস্তাব পেশ করা, আমেরিকা-ইরান সংঘাত বৃদ্ধির আশঙ্কা, অশোধিত তেলের দাম ১০৫ ডলারে পৌঁছে যাওয়া, মার্কিন বন্ড ইল্ডের মূল্যবৃদ্ধি, ভারতীয় মুদ্রা টাকার দামে পতন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি, চলতি বছরে আরও এক দফা সুদের হার বাড়াতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ, এমন আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। যা শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল কম দামে শেয়ার কেনার হিড়িক। সাম্প্রতিক সংশোধনে বিভিন্ন প্রথম সারির সংস্থার শেয়ারদর অনেকটাই কমেছে। শুক্রবার সেইসব শেয়ার কেনার আগ্রহ দেখিয়েছেন লগ্নিকারীরা। যার জেরে সূচক ঊর্ধ্বমুখী ছিল। এর পাশাপাশি অশোধিত তেলের দাম কমা এবং ইরান-আমেরিকার নতুন করে সংঘাতের কোনও খবর না থাকায় কিছুটা আস্থা ফেরে শেয়ার বাজারে।

আগামী কয়েক দিনও শেয়ার বাজার অস্থির থাকবে। অক্টোবরের ৫-৭ তারিখ ঋণনীতির পর্যালোচনায় বসবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এবার ০.২৫ শতাংশ সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সুদের হার বাড়লে ধাক্কা খাবে শেয়ার বাজার। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু হবে। প্রথম সারির সংস্থাগুলির ফলই আগামী দিনে সূচকের গতিপথ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে। ৩১ অগাস্ট প্রথম কোয়ার্টারের জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্দান্ত পারফরমেন্স সত্ত্বেও সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত সেনসেক্স ৩৪০০ পয়েন্ট এবং নিফটি প্রায় ১০০০ পয়েন্ট খুইয়েছে। খুব শীঘ্রই হয়তো এই পতনের শেষের রেখা দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। আগামী কয়েকদিন এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **জুবিলেন্ট ফুড :** বর্তমান মূল্য-৪৮৪.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৩৫/৪০৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৬০-৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৯৭২, টার্গেট-৬১০।
- **ডিসিবি ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-২১৪.০৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩৪/১২২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৯০-২০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৮৯৮, টার্গেট-২৯৫।
- **সিজি পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৮৮৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৮১/৫২৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৮৪০-৮৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৯৫৮৬, টার্গেট-১০২০।
- **জিও ফিন্যান্সিয়াল :** বর্তমান মূল্য-২২৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩১৬/২২৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২০০-২১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৯৮৯১, টার্গেট-৩১০।
- **টিএমপিভি :** বর্তমান মূল্য-২৯০.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৩/২৮৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৭০-২৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৬৯৭২, টার্গেট-৩৯০।
- **রিলায়েন্স :** বর্তমান মূল্য-১২২৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১১/১২১০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১১৭৫-১২২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৫৯০৮৯, টার্গেট-১৪৮০।
- **এইচডিএফসি ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৭৩৫.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৬৮১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৬৮০-৭২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৩৪০৫২, টার্গেট-৮৭০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ফের দৌড় শুরু বিটকয়েনের

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

২০২৪-এর নভেম্বর। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর বিটকয়েন সহ ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজারে ঝড় ওঠে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিটকয়েন পৌঁছে যায় ১.২৬ লক্ষ ডলারে। যা এই ক্রিপ্টোকারেন্সির সর্বকালীন সেরা দর। ট্রাম্পের হাত ধরে যে ঝড় উঠেছিল তার বিপরীতমুখী পতনও শুরু সেই ট্রাম্পের হাত ধরেই। ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে শুল্ক যুদ্ধ শুরু করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তারপর থেকেই ধস নেমেছিল ক্রিপ্টো বাজারে। নামতে নামতে বিটকয়েন পৌঁছে গিয়েছিল ৫৭.৭৬ হাজার ডলারে।

সেখান থেকে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিটকয়েন। বর্তমানে তা পৌঁছে গিয়েছে ৮০ হাজার ডলারে। গত এক মাসে প্রায় ৩০ শতাংশ দাম বেড়েছে এই ক্রিপ্টোকারেন্সির। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েক মাসে সর্বকালীন উচ্চতার রেকর্ডও ভেঙে যেতে পারে। শুধু বিটকয়েন নয়, দাম বাড়ছে ইথেরিয়াম, এক্স আর পি-এর মতো অন্যান্য জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিরও। এই প্রবণতা আপাতত বজায় থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

দুঃসময় কাটিয়ে বিটকয়েনের ফের এই ঊর্ধ্বমুখী দৌড়ের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল

- ইকুইটি সহ অন্যান্য মানি মার্কেটের মতো বিটকয়েনেও এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড চালু হয়েছে। এই ইটিএফগুলিতে গত কয়েক সপ্তাহে বিপুল লগ্নি এসেছে। এই লগ্নির কারণে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বিটকয়েনের দাম।
- চলতি বছরের শুরু থেকেই ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে বিটকয়েনের দাম। এক সময়ে তা ৫০ হাজার ডলারের কাছে নেমে যায়। কিন্তু অগাস্ট থেকে হঠাৎই বিটকয়েনের বাজার তেজি হওয়ায় নতুন করে অনেক লগ্নিকারী লগ্নি করেছেন। সেই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে।
- আমেরিকায় সুদের হার বেড়েছে। ইরান-আমেরিকা সংঘাতের জেরে অশোধিত তেলের দামেও অস্থিরতা বেড়েছে। অন্যদিকে সোনার দাম ইতিমধ্যেই আকাশছোঁয়া হয়েছে। তাই ভালো রিটার্নের আশায় বিটকয়েনে লগ্নি বাড়ছে।
- বিগত কয়েক মাস সারা বিশ্বের শেয়ার ও বন্ডের বাজারে অস্থিরতা চলছে। এই কারণেও অনেক লগ্নিকারী বিটকয়েনকে বেছে নিচ্ছেন।
- বিটকয়েনকে ভবিষ্যতের মুদ্রা বলা হয়। বেশ কয়েকটি দেশ সরকারিভাবে বিটকয়েন রিজার্ভ বাড়িয়ে চলেছে।

বিটকয়েনের পাশাপাশি আরও কয়েকটি কিপ্টোকারেন্সিও এই তালিকায় রয়েছে। এ কারণেও বিটকয়েনের বাজার ফের তেজি হয়েছে।

এই দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও বিটকয়েন সহ সব ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লগ্নি করা যায়। লগ্নির জন্য একাধিক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। ওই সব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সহজেই লগ্নি শুরু করা যেতে পারে। তবে লগ্নির আগে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে-

> বিটকয়েনের দাম খুব দ্রুত ওঠানামা করে। তাই বিনিয়োগকারীদের ধাপে ধাপে বিনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। দেশের বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিয়েও বিনিয়োগ শুরু করা যায়।

- বিটকয়েনের দাম খুব দ্রুত ওঠানামা করে। তাই বিনিয়োগকারীদের ধাপে ধাপে বিনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। দেশের বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিয়েও বিনিয়োগ শুরু করা যায়।
- কয়েন নিরাপদ রাখতে হার্ডওয়্যার ওয়ালেট ব্যবহার করতে হবে।
- ক্রিপ্টো মার্কেটে প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়।
- বিনিয়োগের আগে এক্সচেঞ্জ বা বিটকয়েন সহ সব সংশ্লিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে।
- বাজার পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তের আপডেট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।
- ভারতে ক্রিপ্টো মার্কেটের আয়ের ওপর চড়া হারে টিডিএস এবং অন্যান্য কর আরোপ করা হয়। এই বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

যে কোনও লগ্নিকারীর বিনিয়োগে সাফল্য নির্ভর করে তাঁদের পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য কেমন তার ওপর। তাই লগ্নির এক বিকল্প হিসেবে বিটকয়েন সহ প্রথম সারির ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। বিনিয়োগের আগে যে সব বিষয় করণীয়--

- প্রথমেই বিনিয়োগকারীর আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। ক্রিপ্টো মার্কেটে মুনাফা করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করতে হয়।
- বিনিয়োগের প্রথম ধাপে এক্সচেঞ্জ নির্বাচন করতে হবে। ভারতে কয়েন ডিসি এক্স, কয়েন সুইচ, মুদ্রেক্স, জেবপে ইত্যাদি এক্সচেঞ্জ জনপ্রিয়।
- ক্রিপ্টো দুনিয়ায় বিটকয়েন সব থেকে শক্তিশালী এবং পরীক্ষিত ক্রিপ্টো। এর পাশাপাশি ইথেরিয়াম, এক্স আর পি-এর মতো ক্রিপ্টোতেও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
- বিনিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টোর অতীত পারফরমেন্স খতিয়ে দেখতে হবে।
- প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- পোর্টফোলিও-এর সর্বোচ্চ ৫-১০ শতাংশ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

জনপ্রিয় কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি

নাম	বর্তমান মূল্য (২৫.৯.২০২৬)
বিটকয়েন	৮০,৪২,৩৬১ টাকা
ইথেরিয়াম	২,৫৭,৬৬৭ টাকা
বি এন বি	৭৪,৩২২ টাকা
সোলানা	১১,৬৪৯ টাকা
লিডো স্টেকড ইথার	২,৫৭,৭০৪ টাকা
জেড ই সি	১,৪৭,৮০২ টাকা
এ ডব্লিউ ই টি এইচ	২,৫৭,৭৩৩ টাকা

সতর্কীকরণ : ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অত্যন্ত জরুরি।

আইআরডিএআই-এর নতুন প্রস্তাবে শেয়ার বাজারে ধস

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় শেয়ারবাজারে পতন ও অস্থিরতার ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে সম্প্রতি ভারতের ইনসুরেন্স নিয়ামক সংস্থা আইআরডিএআই-এর একটি নতুন প্রস্তাবনাকে কেন্দ্র করে ইনসুরেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল সেক্টরের কোম্পানিগুলির মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

২০১৫ সালে নিফটি সূচক ৪.০৬ শতাংশ পতনের মুখ দেখেছিল। তারপর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এমন কোনও বছর আসেনি যেখানে নিফটি নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। অথচ ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত নিফটি ১১.৪৪ শতাংশ নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে এই পতনকে একেবারেই অস্বাভাবিক বলা চলে না। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, আমেরিকা-ইরান ও রশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সুপার এল নিনো'র প্রভাব সামগ্রিকভাবে ভারতীয় বাজারের মেজাজকে ম্লান করে দিয়েছে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল প্রতি ব্যারেল ১০৪.৩২ ডলারে বিক্রি হচ্ছে, যা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাধারণত ক্রুড অয়েল প্রতি ব্যারেল ৭৫ থেকে ৮৫ ডলারের মধ্যে থাকলে ভারতীয় অর্থনীতি স্বস্তিদায়ক অবস্থায় থাকে। এর পাশাপাশি মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকার ধারাবাহিক পতন ঘটেছে। গত বছর ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রতি ডলারের দর যেখানে ছিল ৮৮.৬৭ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫.৮২ টাকায়। একই সঙ্গে জুলাই ২০২৫ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) ভারতীয় বাজার থেকে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন তুলে নিচ্ছে।

ভারতীয় বাজার যখন মন্দার মুখোমুখি, তখন বিশ্ববাজারের প্রধান প্রধান সূচকগুলোতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৬ সালে মার্কিন সূচক ন্যাসড্যাক ১৬.৪১ শতাংশ, ডাও জোন্স ৭.৮১ শতাংশ এবং এস অ্যান্ড পি ৫০০ ১০.১০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। একইভাবে এশিয়ার অন্যান্য বাজারেও বড় উত্থান দেখা গিয়েছে। জাপানের নিক্কেই ২২৫ ২৮.০৪ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ার কসপি ৬৪.৩ শতাংশ এবং তাইওয়ান ওয়েটেড ৬৩.৬৩ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। এমনকি আমেরিকায় ৩০ বছরের ট্রেজারি ইল্ড ৫.৪৯ শতাংশে পৌঁছে গেলেও সেখানকার শেয়ারবাজারে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। অন্যদিকে, ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটও দারুণ চাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে।

গত এক সপ্তাহে বিটকয়েন ৩.৫ শতাংশ, ইথেরিয়াম ২.৭ শতাংশ, রিপল ৮.৩ শতাংশ, সোলানা ৭.২শতাংশ, কার্দানো ১৩.৬ শতাংশ, সুই ৪১.৬ শতাংশ এবং অ্যাভালাঞ্চ ২৫.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি ভারতের প্রথম সারির কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দর মারাত্মকভাবে কমেছে। ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত উইপ্রো (-৩৬.৭ শতাংশ), ইনফোসিস (-৩৫.৮শতাংশ), আইটিসি (-৩১.৬শতাংশ), টিসিএস (-২৯.৩শতাংশ), এইচডিএফসি লাইফ (-২৮.৭শতাংশ), এইচডিএফসি ব্যাংক (-২৫.৮ শতাংশ), মারুতি (-২৫.৭ শতাংশ), জিও ফাইনান্সিয়াল (-২২.২৯ শতাংশ) এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (-২০.১ শতাংশ) বড় ধরণের পতনের শিকার হয়েছে।

তবে সম্প্রতি নিফটিতে যে সাপ্তাহিক ০.৮৮ শতাংশ পতন দেখা গিয়েছে, তার মূল কারণ বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি নয়, বরং আইআরডিএআই-এর নতুন প্রস্তাবনা। সংস্থাটি বিমা বিক্রির ক্ষেত্রে এজেন্টদের কমিশন, খরচ এবং বিতরণ ব্যবস্থার ওপর কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে। বাজারের আশঙ্কা, বিমা এজেন্টদের কমিশন কমানো হলে পিবি ফিনটেক (পলিসি বাজার)-এর মতো ইনসুরেন্স ডিস্ট্রিবিউটরদের আয় ও মুনাফায় বড় ধস নামবে।

এই আশঙ্কায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর পিবি ফিনটেকের শেয়ারে প্রায় ৩৬ শতাংশ ধস নামে। পলিসি বাজার ছাড়াও ম্যাক্স ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (-৬.৪৮ শতাংশ), জেনারেল ইনসুরেন্স (-৩.২৭শতাংশ), আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ (-৬.৬৬ শতাংশ) এবং এইচডিএফসি লাইফ (-৩.২৬ শতাংশ)-এর শেয়ারেও পতন রেকর্ড করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, আইআরডিএআই-এর এই নির্দেশিকাটি এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি প্রাথমিক প্রস্তাবনা মাত্র। অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার পর এতে পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, বাজার সূত্রে খবর, নতুন এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পিবি ফিনটেক তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাসরি গ্রাহকদের কাছে বিমা পণ্য বিক্রির পরিকল্পনাও খতিয়ে দেখছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

আদালতের নির্দেশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : নালার ওপর অবৈধভাবে তৈরি করা তিনতলা বাড়ি ও দোকানে অভিযান চালিয়ে ফের ভেঙে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার সকালে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর এলাকায় পুরকর্মীরা অভিযান চালান। পুরকর্মীরা এদিন আর্থমুভার, বিশেষ গ্যাস কাটার নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেখানে শিলিগুড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী উপস্থিত ছিল। কিন্তু সেসময়ে বাড়ির মালিক সুরেন্দ্র সাহানি পুরকর্মীদের অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে বাধা দেন। ফলে তাঁর সঙ্গে পুরকর্মীদের বাগবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। বাড়ির মালিককে সরাতে গেলে ওই ব্যক্তি পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতেও জড়িয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে ওই ব্যক্তিকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

সুরেন্দ্র সাহানির এক প্রতিবেশী অবৈধ নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন। তবে সুরেন্দ্র বলছেন, '৪০ বছর ধরে এই বাড়ি, দোকান রয়েছে। এর আগেও পুরনিগমের তরফে দুইবার অভিযান চালিয়ে আংশিক নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। যিনি মামলা করেছিলেন, তাঁর বাড়িও তো অবৈধ। কিন্তু ওই ব্যক্তির বাড়ি না ভেঙে আমার বাড়ি জোর করে ভাঙা হল। আমাকে পুরনিগমের তরফে নোটিশও দেওয়া হয়নি। কেউ আমার কথা শুনছেন না।'

অভিযোগ, বাড়িটির কিছু অংশ নালার ওপর অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল। যার ফলে ঠিকমতো নালা পরিষ্কার করতে পারছিলেন না পুরকর্মীরা। অভিযোগ, এলাকায় অনেক বাড়ি নালা ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে। সেই বাড়িগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়েও এবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাইকে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। মেসেজ করা হলেও উত্তর মেলেনি।

রেলগেট বন্ধ। বিকল্প পথ বলতে ফুলেশ্বরী আন্ডারপাস। অথচ সামান্য বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে, রাস্তার গর্তে বিপদ বাড়ে। রাত নামলে অন্ধকারে আরও কঠিন হয় যাতায়াত। রেললাইন পারাপারে এই আন্ডারপাসই ব্যবহার করবেন নাকি অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করবেন, সেটাই এখন বাসিন্দাদের কাছে প্রচণ্ড চিন্তার বিষয়।

বন্ধ রেলগেট, আন্ডারপাস কি চলাচলের যোগ্য?

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ছিটেফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই গোড়ালিসমান জল জমে যায় ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসে। একটু ভারী বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই। সেই আন্ডারপাস তখন রীতিমতো ছোটখাটো নদী। আরও আছে। দু'পাশে রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গর্ত। তাতে জমা জলে মাঝেমধ্যেই সাইকেল, বাইক উলটে যায়। বহুদিনের সমস্যা। আজও মেটেনি। অন্ধকারে খুবই ভোগান্তি হয়। ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ হওয়ার পর পারাপারের বড় ভরসা এখন এই আন্ডারপাসই। কিন্তু এই আন্ডারপাস নিজেই এত সমস্যায় জর্জরিত যে এতে কত সমস্যা মিটবে তার নিশ্চয়তা নেই। আন্ডারপাসটির উচ্চতা বেশি নয়, যাতায়াতে টার্নিংও বিজ্ঞানসম্মত নয়। স্কুলবাস, দমকলের ইঞ্জিন সহ বড় গাড়ি যেতে পারে না। এই আন্ডারপাস এড়িয়ে ঘুরপথে যাতায়াতে অনেকটা রাস্তা পেরোতে হবে। এক কথায়, দুশ্চিন্তার একশেষ।

ফুলেশ্বরী ও ডাবগ্রামের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রেললাইন শহরকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ফ্লাইওভার থেকে জাবরাভিটা পর্যন্ত দুটি রেলগেট থাকায় রেললাইন পারাপারে এতদিন সেভাবে কোনও সমস্যা হচ্ছিল না। কিন্তু শনিবার থেকে এই দুটিই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা অনেকটাই বাড়ল। যাতায়াতে এরপর চাপ পড়বে বিকল্প পথগুলিতে। বিশেষ করে মহাবীরস্থানের দুটি রেলগেটে। সেখানে এমনিতেই ঘিঞ্জি গলি। রাস্তার দু'পাশে দখলদারি রয়েছে। ফলে যানজটও লেগে থাকে। তার উপর রেলগেটের ওপর চাপ পড়লে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। ভেনাস মোড়ের সঙ্গে সংযোগকারী ফ্লাইওভার দিয়ে কেউ যাতায়াত করতে চাইলে অনেকটা রাস্তা ঘুরতে হবে। বেশ কয়েক কিলোমিটার সেই রাস্তাও সরাসরি নয়। রেলগেট দিয়ে নিয়মিত যাতায়াতকারীদের তাই বাড়তি সময় হাতে নিয়েই বেরোতে হবে।

ফুলেশ্বরী রেলগেট দিয়ে এতদিন সাইকেলে মেয়েকে নিয়ে নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে যাতায়াত

করতেন নিলয় দাস। এদিন তিনি বলছিলেন, 'উড়ালপুলের বেহাল পরিস্থিতির কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই রেলগেট দিয়েই মেয়েকে নিয়ে যাতায়াত করি। যান চলাচলের জন্য বাগরাকোট রেলগেট বন্ধ হওয়ার পর এমনিতেই ফুলেশ্বরী রেলগেটে চাপ পড়ে। এখন তো আর রেলগেটটাই থাকল না।' আন্ডারপাসটির যা অবস্থা তাতে তিনি মেয়েকে নিয়ে এর তলা দিয়ে যাতায়াতে মোটেও স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না। বদলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ফ্লাইওভার দিয়ে ঘুরে চিলড্রেন্স পার্ক, সুভাষপল্লি হয়ে মেয়ের স্কুলে যাতায়াত করবেন বলে ঠিক করেছেন। তবে আগে যেখানে পাঁচ-সাত মিনিট সময় লাগত এখন সেখানে ২৫-৩০ মিনিট সময় লাগবে বলে হিসেব করে দেখেছেন।

মাস তিনেক আগে আন্ডারপাসে জমে থাকা জলে গর্তের গভীরতা বুঝতে না পেরে বাইক নিয়ে ধীরেন রায় উলটে পড়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় বলছেন, 'এই আন্ডারপাস যত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ততই ভালো।' মিহির বিশ্বাস ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় থাকেন। তিনি বলছিলেন, 'টার্নিংটা ঠিক নেই। ফলে ছোট গাড়ি নিয়ে এখান দিয়ে যাতায়াত খুবই সমস্যার হয়ে দাঁড়াবে।' আন্ডারপাসের উচ্চতা কম হওয়ায় বড় বাস বা ভারী গাড়ির যাতায়াত অবধারিতভাবে বন্ধ হবে। ডাবগ্রামের বাসিন্দা মনীষা দাসের মতো অনেকেই এখন আশঙ্কায় ভুগছেন। কীভাবে সমস্যা মিটবে তা কারও জানা নেই।

রাস্তা খুঁড়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ফুলেশ্বরী রেলগেট দিয়ে যাতায়াত। (ডানে) আন্ডারপাসের বেহাল দশা। শনিবার রাতে ও সকালে তোলা ছবি।

পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে 'হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ডস'-এর আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার দাগাপুরের একটি টি-রিসোর্টে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের তরফে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পর্যটনের সঙ্গে জড়িত প্রায় ২৭টি বিভাগের সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে। এ ছাড়া প্রযুক্তি কীভাবে পর্যটনের বিস্তারে সাহায্য করবে, সে ব্যাপারেও একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

বিপ্লব যাত্রা

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : 'নেতাজি বাহিনী শিলিগুড়ি'র তরফে শহরে এক বিপ্লব যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। নবজাগরণের মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে বলে শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে উদ্যোক্তাদের তরফে অরিন্দম সান্যাল জানান।

৬ দফা দাবি

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে পুর কমিশনারের দ্বারস্থ হল সিটু। শনিবার সিটুর দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে কাজের নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারণ, নির্মল সাথী ও মিড-ডে মিল কর্মী সহ সকল অস্থায়ী কর্মীর মজুরি বৃদ্ধি, যথাসময়ে পুজো বোনাস দেওয়া সহ মোট ছয় দফা দাবি তুলে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন সিটুর জেলা সভাপতি মোহন পান্ডা।

আইনি সভা

ইসলামপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : 'জ্ঞানেশ কুমার একজন দেশদ্রোহী, তাঁকে আগে দেশ থেকে তাড়াতে হবে', ইসলামপুরে এসে শনিবার এমনই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের সদস্য তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী শামীম আহমেদ।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এদিন ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। এদিন ইসলামপুর কৃষি বাজারে সিপিএমের জেলা কমিটির উদ্যোগে এসআইআর সংক্রান্ত সভা ও আইনি সহায়তার আয়োজন করা হয়। এই সভাতেই উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী শামীম। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া সাধারণ মানুষকে তিনি আইনি লড়াইয়ের পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়া সাধারণ মানুষের একাংশ।

দরজা খুলে পগারপার দশবার

পুলিশের জালে মাদক পাচারকারী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বাংলায় একখানা প্রবাদ আছে, 'চোরের দশদিন আর গৃহস্থের...'

গৃহস্থ না হোক, পুলিশ তো বটে। শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিলাসবহুল বাড়ি। তার চারপাশে দরজা। একডজনেরও বেশি। কোনওটি আলমারির পাশ দিয়ে। কোনওটি আবার শোয়ার ঘরের কাছে। বাকি নেই বাথরুম। একপাশের পাল্লা খুললেই বাইরে যাওয়ার রাস্তা। পুলিশ খুঁজতে এলেই দরজা খুলে পগারপার।

একেকবার, একেক দরজা খুলে পালিয়ে যেতেন কীর্তিমান। পুলিশেরই দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর থেকে দশবার গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল পুলিশকর্মীদের। শেষরক্ষা হল না তবুও।

খালপাড়া ফাঁড়ির অভিযানে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রদীপ প্রসাদ। ধৃতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে খাটের নীচ, আলমারির ভেতরের বিশেষ চেম্বার থেকে ২৭৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। মিলেছে পাঁচ লক্ষেরও বেশি নগদ।

ধৃতকে ফাঁড়িতে এনে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মাদক পাচারের ধরন শুনে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় তদন্তকারীদের। পাহাড়ে জমজমাট ব্যবসা। শহরেও কারবার চালাতে জনাচারেক কর্মী নিয়োগ করেছেন। সেই প্যাডলারদের সম্পর্কে তথ্য বের করতে প্রদীপকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের জন্য হেপাজতে নিয়েছে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

পুলিশি হেপাজতে প্রদীপ প্রসাদ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি সমতল আর পাহাড়, দু'জায়গায় দুই পদ্ধতিতে ব্যবসা চালাতেন। পাহাড় পুরোপুরি নিজের হাতে রেখেছিলেন। সমতলের দায়িত্ব ছিল চারজনের কাঁধে। তারা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিক্রি করত। হোম ডেলিভারির সুবিধাও ছিল।

পাহাড় থেকে ক্রেতারা এসে প্রদীপের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে যায়। হাতবদলের জন্য একাধিক জায়গাও চিহ্নিত করা হয়েছে। হেমন্ত বসু কলোনি সংলগ্ন খালি জমি, মাঠে মধ্যদুপুর বা সন্ধ্যার দিকে সামগ্রী হ্যান্ডওভার করতেন প্রদীপ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেল, বিয়ের পর থেকে ওই ব্যক্তি মাদকের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। স্ত্রীর আত্মীয় দেবাশিস কলোনির মাদক ব্যবসার অন্যতম কিংপিন। সেই সূত্রেই হাত পাকানো। ২০২০ সাল নাগাদ মাটিগাড়া থেকে একবার মাদক সহ পাকড়াও হন তিনি।

এরপরই পরিকল্পনা করেন, যেভাবেই হোক, পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িটিকে এমন অদ্ভুত নকশায় রূপ দেন।

পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'পরপর অভিযান ব্যর্থ হচ্ছিল। এবার ঠিক করি, বাড়ি চারপাশ দিয়ে না ঘিরলে প্রদীপকে ধরা যাবে না। সেইমতো কাজ হয়। ভেতরে শুধু দুজন পুলিশকর্মী ঢোকেন। একের পর এক দরজা খুলে বাইরে পুলিশ দেখে শেষে বাথরুম দিয়ে পালানোর চেষ্টাও বিফলে যায়।'

মনীষী স্মরণে সক্রিয় হতে পরামর্শ পর্যটনমন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : 'স্কুলগুলিতে আরও অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মনীষীদের জন্মদিবস সহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন করা উচিত। এই দিনগুলি ছুটির দিন নয়, বরং মনীষীদের বিষয়ে পড়ুয়াদের জ্ঞানবৃদ্ধি করানোর দিন।' শিলিগুড়ি কলেজে বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে এসে একথা বললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শংকর ঘোষ। এই বিষয়ে তিনি উপরমহলের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি কলেজের বাংলা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে শনিবার কলেজে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শংকর ঘোষের পাশাপাশি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ, দুই বিভাগের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাজসংস্কার, নারীশিক্ষার প্রসার, শিক্ষার প্রসার সহ একাধিক বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা এদিন পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেন অধ্যাপকরা। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'স্কুলগুলিকে মনীষীদের জন্মদিবস বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনে আরও সক্রিয় হতে হবে।'

বাজাজের চারটি নতুন মডেলের বাইক লঞ্চ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে লঞ্চ হল বাজাজের চারটি নতুন মডেলের বাইক। শনিবার সেবক রোডের দুই মাইলে বাজাজের তরফে এক জমকালো অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানেই নতুন মডেলের বাইকগুলো লঞ্চ করা হয়েছে। শিলিগুড়ি বাজাজের ডিরেক্টর ললিত বিহানীর হাত ধরে বাইকগুলো উন্মোচন করা হয়। নতুন চারটি মডেল হল—বাজাজ পালসার ১২৫, পালসার ১৫০, এন১৬০এস এবং এন১৬০এসএস। নতুন মডেলগুলোতে পুরোনো মডেলের তুলনায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই বেশি সুবিধা থাকছে। বাইকপ্রেমীদের আকর্ষণ করতে দারুণ সব ফিচারের কথা বলেছেন কর্মকর্তারা। বাইক কিনলে উপহার হিসেবে সংস্থাটির তরফে বিনামূল্যে রাইডিং জ্যাকেট দেওয়া হচ্ছে। এদিনের বাইক লঞ্চ অনুষ্ঠানে সংস্থার সেলস ম্যানেজার দেবাশিস ঘোষ জানিয়েছেন, বাজাজের নতুন চারটি মডেল শিলিগুড়িতে প্রথম উন্মোচন হল। ধীরে ধীরে এগুলো বাজার ছেয়ে ফেলবে। প্রথম থেকেই মডেল চারটি বাইকপ্রেমীদের আকর্ষিত করেছে। তাঁরা আশা করছেন, বাইকগুলো দ্রুত জনপ্রিয়তা পাবে।

পাড়ার মধ্যেই পুজোর বাজার

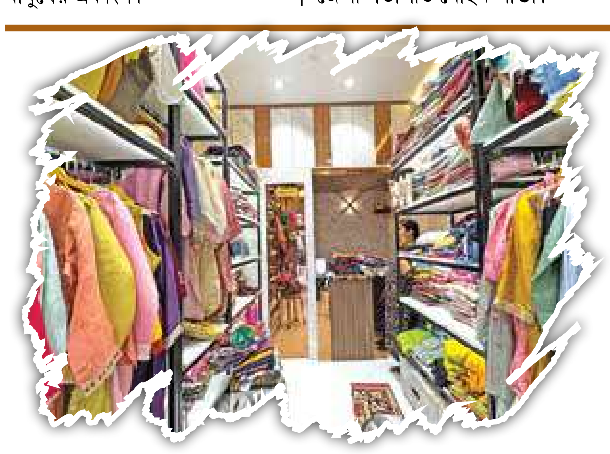

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বদলাচ্ছে শিলিগুড়ির পাড়ার জামাকাপড়ের ব্যবসার ধরন। দুর্গোৎসবের মুখে রিলস, ফেসবুক লাইভ ও হোয়াটসঅ্যাপের সৌজন্যে ঘোগোমালি, সুভাষপল্লি বা লেকটাউনের স্থানীয় দোকানগুলির কালেকশন পৌঁছে যাচ্ছে বহুদূরের ক্রেতাদের কাছে। অনলাইনে বুকিং ও হোম ডেলিভারির সুবিধার কারণে বাড়ছে বিক্রিবাটা।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : একসময় পাড়ার জামাকাপড়ের দোকানের ব্যবসা কয়েকটি এলাকার মধ্যেই সীমিত থাকত। বড় উৎসব এলেই সবাই বাজারমুখী হয়ে উঠত। একটি পাড়ার দোকানের খবর আর কত মানুষই বা জানবেন— এই ভেবে খুব বেশি কালেকশনও তোলা হত না। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এখন পাড়ার দোকানের ব্যবসার ধরনেও বদল এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে জামাকাপড়ের দারুণ রিলস, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রতিনিয়ত নতুন কালেকশনের আপডেট বহু মানুষের মন আর নজর কাড়ছে।

আর পাড়ার দোকান হলে ভিড় ঠেলে দূরে যাওয়ার ঝক্কি নিতে চায় না অনেকেই। ব্যবসায়ীরা বলছেন, খুব বড় বিপ্লব ঘটে গিয়েছে তা মোটেই নয়। আগে পাড়ার বা এলাকার আশপাশের ক্রেতাদের ওপরই নির্ভর করতে হত। এখন সেই পরিধিটা বেড়েছে। লাইভ বা ভিডিও দেখে কেউ যদি বাড়িতে ডেলিভারির অর্ডার দেন, তবে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে আমাদের কাছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাড়ার জামাকাপড়ের ক্রেতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

ছবি ও ভিডিও দেখে অর্ডার নেওয়া এবং হোম ডেলিভারির সুবিধা চালু হয়েছে

সাধারণ ক্রেতারা ভিড় ঠেলে দূরে বাজারে যাওয়ার ঝামেলা এখন এড়াতে পারছেন

ঘোগোমালি, সুভাষপল্লি, লেকটাউনের ব্যবসায়ীরা জানান, নতুন ক্রেতা তৈরি হচ্ছে

পুজোয় ট্রেন্ডি কালেকশন তোলা হয়েছে এবং সেগুলির অনলাইন বুকিং ভালো হচ্ছে

ঘোগোমালি এলাকায় পুরুষদের জামাকাপড়ের একটি দোকান রয়েছে খোকন হালদারের। পাশেই তাঁর বাড়ি। তাই বছর পাঁচেক আগে এলাকায় দোকান খোলেন। খোকন বলছিলেন, 'প্রথমটায় কয়েক বছর স্থানীয়রাই ক্রেতা ছিল। পরে বুঝতে পারি সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকটিভ হতে হবে। একটি পেজ রয়েছে, সেখানে কালেকশনের ভিডিও আপলোড করি। সেই ভিডিও দেখে অনেকে যোগাযোগ করেন। হোম ডেলিভারিরও ব্যবস্থা রয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে বেশ কিছু কালেকশন তোলা হয়েছে। ছেলেদের ট্রেন্ডি বক্সি শার্টও তোলা হয়েছে পুজো কালেকশনে।'

চলতি বছরেই সুভাষপল্লিতে পুরুষদের জামাকাপড়ের দোকান খুলেছিলেন সার্নিক বিশ্বাস। প্রথম থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যবসা বাড়ানোর টার্গেট রেখেছিলেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। মাসখানেক আগেই মহিলাদের কালেকশন নিয়ে আরও একটি দোকান খোলেন সুভাষপল্লিতেই। নানা ডিজাইনের টু-পিস, থ্রি-পিস সহ আরও বিভিন্ন জামাকাপড়ের কালেকশন রয়েছে সেখানে। সার্নিক বলছিলেন, 'পথচলতি ক্রেতা আমাদের খুব একটা থাকে না। তবে সোশ্যাল মিডিয়া বা কোথাও থেকে খবর পেয়ে যাঁরা আসেন, তাঁরা আমাদের স্থায়ী ক্রেতা হয়ে যান। এক্ষেত্রে অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।'

লেকটাউন এলাকায় তাপসী মালাকারের একটি জামাকাপড়ের দোকান রয়েছে। তাপসী বলছিলেন, 'কয়েক বছর আগেও ভেবেছিলাম অন্য কোনও ব্যবসা শুরু করব, যেটা পাড়ার মধ্যে চলবে। কারণ ক্রেতার সংখ্যা খুব একটা বাড়ছিল না কাপড়ের ব্যবসায়। তবে বছর তিনেক ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জামাকাপড়ের কালেকশনের ভিডিও ছাড়া, লাইভ করার পর দেখলাম তুলনামূলকভাবে ব্যবসা ভালো হচ্ছে। পুজোর জন্য মেয়েদের কুর্তি, সুট— অনেক কালেকশনও তুলেছি। অনলাইনে বুকিংও হচ্ছে। তাই এখন আর অন্য কিছু ভাবছি না।'

অনেকেই বলছেন, পাড়ার দোকানে মনের মতো কালেকশন মিলে গেলে তখন আর অন্য কোথাও ছুটতে হয় না। বিষয়টা ভালোই।

রিম্বির ৪০টি পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

বৃষ্টি থামতেই পাহাড়ে ফিরল স্বস্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টির ভ্রূকুটি কেটে যাওয়ায় আপাতত স্বস্তি ফিরেছে দার্জিলিং এবং সিকিমে। শনিবারও পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু সকাল থেকেই আকাশ রোদ ঝলমলে থাকায় দুর্যোগের আশঙ্কা অনেকটাই কেটে যায়। তবে বৃষ্টি থামলেও সিকিমের বিভিন্ন এলাকায় ধসের খবর রয়েছে।

সিকিমের রিম্বিতে ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ৪০টি পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা শনিবার ঘোষণা করা হয়েছে। ওই পরিবারগুলি আপাতত ত্রাণশিবিরেই থাকবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়েও গত দুই-তিনদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ঘরবাড়ি মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

পাহাড়ে ধস সরানোর কাজ চলছে।

অনেক এলাকায় দুপুরের পরে সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শনিবার সকালে দার্জিলিং-এর জেলা শাসক হরিশংকর পানিকরের সঙ্গে কথা বলেন। পরে শংকর বলেন, 'এখন পাহাড়ে যে অল্প সংখ্যক পর্যটক রয়েছেন তাঁদের কোনও সমস্যা হয়নি। এই সময়টা দুর্যোগের একটা ভয় থাকে। তবে, সেই দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সবরকম প্রস্তুতিও নিয়েছে।'

গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সিকিমেরও বিভিন্ন এলাকায় ধস নেমেছে। দার্জিলিং-এর জামুনে সুনসারি, লামাহাটা, মিরিকের থরবু, বিজনবাড়ি কাইজালে, রংলি রংলিয়ট, রিম্বিক লোধামা সহ বিভিন্ন এলাকায় ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি কমায় শনিবার সকাল থেকে পূর্ত দপ্তর ধস সরিয়ে রাস্তা চালুর কাজ শুরু করে। দুপুরের মধ্যেই অনেক রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত তাগদা ক্যান্টনমেন্ট গ্রামীণ হাসপাতাল সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। থরবুতে ধসে তিনটি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে ওই পরিবারগুলিকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। কার্সিয়াংয়ের গয়াবাড়িতে ধসে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবাও বন্ধ ছিল। রবিবার থেকে এই পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে চলবে বলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন।

সিকিমের বারদাংয়ে ২০ মাইলে জাতীয় সড়ক থেকে ধস সরিয়ে শনিবার সকাল থেকে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। তবে মাঝেমধ্যেই সেখানে নতুন করে ধস নামায় যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখতে হচ্ছে। পশ্চিম সিকিমের গেইলসিং জেলায় বিভিন্ন এলাকায় এখনও উঁচু পাহাড় থেকে ধস নামার খবর রয়েছে। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল জানিয়েছেন, নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় সিকিম এবং দার্জিলিংয়ে ফের পর্যটনের খবর আসেনি। তবে সিকিমগামী জাতীয় সড়কের বারবারই মাঝেমধ্যেই ধস নামায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন বলে খবর।

এদিকে রিম্বিতে ভয়াবহ ধসের জেরে পূর্ব মেদিনীপুরের ১০ জন পর্যটক লাচেনে আটকে পড়েছেন। তাঁদের একজন শান্তনু দাস মহাপাত্র দাবি করেছেন, রিম্বিতে ধসের জেরে তাঁরা আটকে পড়েছেন। সেখান থেকে কীভাবে ফিরবেন, বুঝতে পারছেন না। সেখানকার প্রশাসন, বিআরও কেউ সহযোগিতা করছেন না। তবে হোমস্টে কর্তৃপক্ষ তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করছেন। তাঁরা যাতে দ্রুত বাড়ি ফিরতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করার আবেদন করেছেন ওই পর্যটকরা।

বিপর্যয় রুখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে কী পদক্ষেপ করা উচিত, তা স্থির করতে উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত একলব্য শর্মাকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশেষজ্ঞদের রাখা হয়েছে সেই কমিটিতে।

ধস, বন্যা, বন্যা পরিস্থিতি, লেক বিপর্যয় থেকে উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সমতলকে রক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে, পাহাড়ের চারটি পুরসভার এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়টিও এই কমিটি খতিয়ে দেখবে বলে জানানো হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান একলব্য শর্মার বক্তব্য, 'অক্টোবর মাসেই আমরা বৈঠক করব। প্রাথমিক রিপোর্ট ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে রাজ্যের কাছে জমা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমতলেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে সিকিমের লোনাক লেক বিস্ফোরণের জেরে কালিম্পং জেলায় ভয়াবহ ক্ষতির চিহ্ন আজও তাজা। তিস্তাবাজার থেকে সেবক পর্যন্ত ভয়াবহতার ছবি স্পষ্ট।

অন্যদিকে, তিস্তা, তোর্ষা, রঙ্গিত, মেচি ও জলঢাকা সহ বেশ কয়েকটি নদী নেপাল, ভুটান ও সিকিম হয়ে নেমে আসছে। ফলে উৎপত্তিস্থল বা সেখান থেকে নীচে কোনও বিপর্যয় হলে প্রভাব পড়ে দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড় এবং তরাই-ডুয়ার্সের ওপর। এরই সঙ্গে সুপ্ত অবস্থায় থাকা হিমবাহ গলে গিয়েও বড় বিপদ তৈরি করছে। যা ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের দুর্যোগে বোঝা গিয়েছে। নেপাল, ভুটান বা সিকিমের সঙ্গে সঠিক তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা না থাকায় বিপর্যয় মোকাবিলা করার পর্যাপ্ত সময়টুকুও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলে রাজ্য প্রশাসন।

এই সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা ঠিক করতে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মূলত তাঁর প্রস্তাবিত চেয়ারম্যান একলব্য শর্মা সহ অন্যদের রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর কমিটি গড়েছে।

কী কাজ করবে কমিটি?

চেয়ারম্যানের ব্যাখ্যায়, 'উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং তরাই-ডুয়ার্সের প্রত্যেকটি এলাকায় কমিটি পরিদর্শন করবে। গবেষণা নয়, সমস্যা মোকাবিলা করার ওপরেই জোর দেওয়া হবে।' তাঁর কথায়, যে সমস্ত বিপৎসংকুল এলাকা রয়েছে, সেগুলিকে আগে চিহ্নিত করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি, কেন এবং কীভাবে ওই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেসব নথিভুক্ত করা হবে। এরপরেই পরিস্থিতি কাটিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার ব্যবস্থা কীভাবে সম্ভব, সেই পথ খোঁজা হবে।

কমিটিতে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি ছাড়া জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই), আইআইটি খড়্গপুর, কলকাতা, যাদবপুর সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের রাখা হয়েছে। চেয়ারম্যান জানালেন, জাতীয় স্তরের আরও চার-পাঁচজন বিশেষজ্ঞকে তাঁরা কমিটিতে নেবেন।

একলব্যর মতে, 'সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গে একাধিক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। এগুলি তৈরি করতে গিয়ে নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে সমস্যা আরও বেড়েছে। সে বিষয়টিও কমিটির বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখবেন। অক্টোবরে প্রথম বৈঠকের পরেই বিশেষজ্ঞরা মাঠে নামবেন। ছয় থেকে আট মাসের মধ্যেই প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ এধরনের পদক্ষেপ করেছে বলে পদ্মশ্রীপ্রাপকের দাবি। তাঁর বক্তব্য, 'নদীকেন্দ্রিক বিপর্যয় থেকে বাঁচতে নেপাল, ভুটান এবং সিকিমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমরা রিপোর্টে এটাও রাখব।'

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট অত্যন্ত সময়োপযোগী এই বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই কমিটি দার্জিলিং পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্সের তিস্তা ও তোর্ষা সহ অন্য পাহাড়ি নদীতে বারবার সৃষ্টি হওয়া বন্যা, ভূমিধসের ঝুঁকি কীভাবে কমানো যায়, তা দেখবে। পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিক শহরের পরিকল্পিত সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও দেখবে।'

টেট নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য

রায়গঞ্জ, ২৬ সেপ্টেম্বর : শিক্ষকদের টেট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রই নেবে। সেই সিদ্ধান্তই রাজ্যে কার্যকর হবে। এ নিয়ে অন্য রাজ্যগুলিও কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে— শনিবার রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দিরে গণিত ও বিজ্ঞানমেলায় যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব ক্ষেত্রের বিদ্যালয়গুলির এই মেলা। রবিবার অবধি এটি চলবে। স্কুল শিক্ষকদের টেট প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। কেন্দ্র কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা দেখার পরই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রাজ্যের স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের কোনও স্কুল বন্ধ হবে না এবং কোনও স্কুল বন্ধ হচ্ছে না। শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের ফলে স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনায় আপাতত ইতি পড়ল। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য রাজ্যের পদক্ষেপের দিকে নজর রেখেই পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

সেজে উঠছেন মা। বালুরঘাটে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

বিজেপিতে জেলা ইনচার্জ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে সাংগঠনিক জেলা ধরে দায়িত্ব বণ্টন করল বিজেপি। শনিবার দলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জের নাম ঘোষণা করেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নিয়োগগুলি অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে।

কোচবিহারের দায়িত্ব পেয়েছেন রাজ্য সহ সভাপতি অনন্তদেব অধিকারী। আলিপুরদুয়ারের দায়িত্বে বিধায়ক ও রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সুকুমার রায়। জলপাইগুড়ির ইনচার্জ হয়েছেন প্রাক্তন রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ভূষণ মোদক। শিলিগুড়ির দায়িত্ব পেয়েছেন রাজ্য সম্পাদক শংকর চক্রবর্তী। দার্জিলিং-এর দায়িত্বে রাজ্য সম্পাদক মোহন শর্মা। উত্তর দিনাজপুরের ইনচার্জ রাজ্য সম্পাদক অজিত দাস। দক্ষিণ দিনাজপুরের দায়িত্বে রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়। মালদা উত্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ। মালদা দক্ষিণের ইনচার্জ রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য বাসুদেব সরকার।

জঙ্গিপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য মনোজ সরকারকে। বহরমপুরের দায়িত্ব পেয়েছেন বিধায়ক ও রাজ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সুব্রত কবিরাজ। এছাড়া, মুর্শিদাবাদের ইনচার্জ রাজ্য সম্পাদক মহাদেব সরকার।

চাবি চেয়ে রাতে ফের স্কুলে ধর্মচাঁদ

অনসূয়া চৌধুরী ও সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : স্কুলের গেটের চাবি দিন। সন্ধ্যার পর এক শিক্ষকের কোয়ার্টারে গিয়ে এভাবে স্কুলের চাবি চাইলেন সদ্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই। কিন্তু স্কুলের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় সেই চাবি দিতে অস্বীকার করেন শিক্ষক মঙ্গল মুর্মু। আরও একজনকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মচাঁদকে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। অন্য শিক্ষকদের কাছে খবর যায়। শনিবার রাতে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুলের প্রাক্তনীরাও তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। স্কুলের আলো জ্বালানো হয়। সার্চলাইট নিয়ে গোটা চত্বর ঘুরে দেখা হয়। বারান্দা থেকে প্রধান শিক্ষকের ঘর, একে একে পরীক্ষা করা হয় সবক'টি ঘরের তালা। কোনও তালা ভাঙা হয়েছে কি না, কোনও অস্বাভাবিকতা রয়েছে কি না, সবই খুঁটিয়ে দেখা হয়। পরে ঘটনাস্থলে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শিক্ষক এবং প্রাক্তনীরা থানায় গিয়ে আলাদা আলাদা লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন।

শিক্ষক মঙ্গল মুর্মু বলেন, 'তখন সন্ধ্যা ৭টা, বড়জোর সাড়ে ৭টা। হঠাৎ দেখি ধর্মচাঁদ বাড়ুই স্যর আমার কোয়ার্টারে এসে চাবি চাইছেন। স্কুল সময়ের পর চাবি দিতে অস্বীকার করেছি। উনি আরেকজনকে নিয়ে এসেছিলেন। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে চলে যান। এরপর শিক্ষকদের খবর দিয়েছি।' ধর্মচাঁদকে ফোন করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেটে দেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকারকে মেসেজ করা হয়েছিল। তাঁর তরফেও কোনও উত্তর মেলেনি।

ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য এদিন দুপুরেই। টিচার ইনচার্জ দীনবন্ধু ঘোষ ধর্মচাঁদের রিলিজের কাগজ নিয়ে এদিন স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তা গ্রহণ করেননি ধর্মচাঁদ বাড়ুই। অভিযোগ, তিনি চার্জও বুঝিয়ে দেননি। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, রিলিজের কপি হোয়াটসঅ্যাপ সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সদ্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের ঘরে এদিন দীর্ঘ সময় বসে ছিলেন শিক্ষকরা। তাঁরা তাঁকে টিচার ইনচার্জের কাছ থেকে রিলিজ লেটার গ্রহণ করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। সেই সময় নিজের ঘরে বসে ল্যাপটপে কাজ করছিলেন ধর্মচাঁদ। পাশে ছিলেন টিচার ইনচার্জ। সামনে বসে ছিলেন অন্য শিক্ষকরা। দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, 'জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কথামতো আমি এদিন রিলিজ অর্ডার দিতে আসি। কিন্তু উনি (ধর্মচাঁদ) রিলিজ অর্ডার নেবেন না বলছেন। এর থেকে আর বেশি কিছু বলতে পারছি না।'

বারবার রিলিজ নিতে চাইছেন না কেন, সেই প্রশ্নেরও কোনও উত্তর দেননি ধর্মচাঁদ। কিছুক্ষণ পরে কাঁধে একটি ব্যাগ এবং হাতে একটি কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান তিনি। সামনের গেট দিয়ে বেরোনোর বদলে এগিয়ে যান স্কুলের পেছনের গেটের দিকে। সেখানে তখন তালা ঝুলছিল। নিজের ঘরের সামনে এসে এক কর্মীর নাম ধরে গেট খুলে দিতে বলেন। তালা খোলার পর হেঁটে বেরিয়ে যান তিনি। পরে টোটোয় উঠে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকা প্রাক্তনীরা 'মাস্টারমশাই চলে যাচ্ছেন?' বলে প্রশ্ন করলেও কোনও উত্তর মেলেনি। প্রাক্তনী সায়ন্তন মৈত্র বলেন, 'কী কারণে তিনি স্কুলের চাবি চাইলেন তা হয়তো সকলেই আঁচ করতে পেরেছেন। স্কুলের সমস্ত কাগজপত্র নিরাপদ আছে কি না সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।'

বন্ধ ফুলেশ্বরী রেলগেট

প্রথম পাতার পর

যদিও রাতে আরপিএফ-এর বড় টিম এলাকায় হাজির হতেই জল্পনা সত্যি হয়। আর্থমুভার দিয়ে খুঁড়ে ফেলা হয় দু'পাশের রাস্তা। ব্যবসায়ীদের কথায় আশঙ্কার সুর ছিল। তবে, প্রকাশ্যে প্রতিবাদের সুর সেভাবে শোনা যায়নি। একজন প্রতিবাদ করতে এলে স্থানীয়দের একাংশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। তাঁদের দাবি, উন্নয়ন হচ্ছে, রেল নিজের জমিতে কাজ করছে। রেলকর্মীরা পরে সবাইকে সরিয়ে দেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী অজয় দাস বলেন, 'আন্ডারপাসের অবস্থা খুবই খারাপ। এরমধ্যে রেলগেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ব্যবসা তো অর্ধেক শেষই হয়ে গেল। অন্ডারপাসের যা পরিস্থিতি, কত মানুষই বা আর আসবে।' একই কথা শোনা গিয়েছে ব্যবসায়ী অবিনাশ দাসের গলাতেও। হতাশার সুরে তিনি বলছিলেন, 'এই রেলগেট তো আমাদের প্রাণ। বাইরে থেকে যাওয়া-আসা মানুষজনকে আর সেরকম পাব না। এরমধ্যেই যাতায়াতের সমস্যা তো রয়েছে।' এদিকে, এদিন রাতে রেলকর্মীরা কাজ করার সময় স্থানীয়দের অনেকে বারেবারে ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। ভিডিও করতে ব্যস্ত স্থানীয়দের একাধিকবার তাড়াও করে রেল পুলিশ। পরে রেলগেটের দু'পাশে দড়ি টেনে দেওয়া হয়। মুদিখানার দোকান বন্ধ করে যাওয়ার সময় অশোক দাস বলেন, 'এমনিতেই বাজার মন্দা। অন্যদের যাতায়াতে সমস্যা হলেও আমাদের ব্যবসাতে প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। জানি না কী হবে।' এদিকে, এদিন রেলগেট বন্ধের কথা শুনে ছুটে আসেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর প্রসেনজিৎ পাল। তিনি বলেন, 'এটা তো রেলের ব্যাপার। আমাদের কিছু বলার নেই। সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। আন্ডারপাসে কিছু সমস্যা রয়েছে। আশা করি, সেগুলো দ্রুতই ঠিক হয়ে যাবে।'

মমতাকে তোপ অধীরের

বহরমপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এবং সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগাযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। এই আবহেই শনিবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বহরমপুরের জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অধীর। অধীর বলেন, 'মমতা কথা বলতেই পারেন। তবে এগুলো সব শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যাপার। এখানে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারি না। এর আগে আমরা তৃণমূল সরকারের বিরোধিতা করেছি, এখন বিজেপি সরকারের বিরোধিতা করছি। আমরা আমাদের কাজ করব।'

অন্যদিকে, আরও কড়া ভাষায় মমতাকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী বর্তমানে ঋতব্রতপন্থী বিধায়ক আখরুজ্জামান। তিনি বলেন, 'উনি কি সত্যিই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইছেন, না বিজেপিকে শক্তিশালী করতে চাইছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে কংগ্রেসের হাত ধরে ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারপর কংগ্রেসের সঙ্গেই গদ্দারি করেছিলেন। উনি বরাবরই যাঁর হাত ধরে ওঠেন, তাঁর সঙ্গেই গদ্দারি করেন।' তাঁর অভিযোগ, 'মমতার আমলে বাংলায় কতগুলো আরএসএসের অফিস গজিয়ে উঠেছে, তার হিসাব দিতে হবে। যখনই কেন্দ্রে বিজেপি-বিরোধী ঐক্য শক্তিশালী হয়, মমতা সেই ঐক্য ভেঙে বিজেপিকে সুবিধা করে দেন।'

পাকিস্তানে বোমা, হত ১১

ইসলামাবাদ, ২৬ সেপ্টেম্বর : শনিবার আফগানিস্তান সীমান্ত লাগোয়া পাকিস্তানের শহর ডেরা ইসমাইল খানে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে নিহত অন্তত ১১ জন। আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৩০। এর মধ্যে পাক নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মীরাও রয়েছেন বলে খবর। ফলে গত ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত জঙ্গিহানায় মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। শনিবারের এই হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-এ-তালিবান পাকিস্তান। এলাকাটি জনজাতি অধ্যুষিত। তা ছাড়া ঘটনাস্থলের কাছেই পুলিশের ক্যাম্প রয়েছে। ফলে মনে করা হচ্ছে, হামলার নিশানায় ছিল পাক পুলিশই।

নিলামকেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন করছে শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র (এসটিএসি)। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে পথচলা শুরু করেছিল এই চা নিলামকেন্দ্র। ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ২-৩ অক্টোবর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম দিন চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি মলে টি-কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের চায়ের স্টল যেমন থাকবে, তেমনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হবে। সেই অনুষ্ঠানে মিউজিক্যাল ড্রোন শো হবে। দ্বিতীয় দিন নিউ চামটার টি রিসর্টে চা নিয়ে একটি সেমিনার হবে। এই উৎসব থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে চা নিলামকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে বলে চেয়ারম্যান অরুণকুমার পেরিওয়াল জানিয়েছেন।

বিস্ফোরণ

কিশনগঞ্জ, ২৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রাতে হঠাৎ ভয়ানক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে বিহারের আরারিয়া জেলার ভরগামা গ্রাম। খবর পাওয়ামাত্র সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। জেলার পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার বলেন, 'পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে বারুদ ও পটকা বানানোর উপকরণ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিশদ তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।'

দুই সভাসদকে শোকজ

শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : পদত্যাগের কথা ঘোষণা করার পরেও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) বৈঠকে যাওয়ায় দুজন সদস্যকে শোকজ করল অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। অনোজ থাপা এবং পরেশ তিরকি নামে বিজিপিএমের টিকিটে নির্বাচিত দুই সভাসদকে শনিবার দলের সাধারণ সম্পাদক অমর লামা শোকজ করেছেন। উপযুক্ত জবাব না পেলে তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে সরকার বদলের পরে অনীত থাপা জিটিএর চিফ এগজিকিউটিভ এবং সভাসদ পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। অনীতের ইস্তফার পরেই দলের টিকিটে নির্বাচিত অনেক সভাসদ সমাজমাধ্যমে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বেশিরভাগই নিয়ম মেনে জিটিএকে চিঠি দিয়ে ইস্তফার কথা জানাননি। অনোজ এবং পরেশও লিখিতভাবে ইস্তফা দেননি বলে জিটিএ সূত্রের খবর। শুক্রবার প্রশাসক স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি সাধারণ সভা ডেকেছিলেন। সেখানে বিজিপিএমের এই দুই সভাসদ সহ জিটিএতে ইস্তফা না দেওয়া ২৯ জন সভাসদ উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়িতে গিয়ে নিখোঁজ

নয়ারহাট, ২৬ সেপ্টেম্বর : কাজের সূত্রে শিলিগুড়ি গিয়ে চারদিন ধরে নিখোঁজ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের আবাস রতনপুরের তরুণ সঞ্জিত রায় অশোয়ার। সম্ভাব্য নানা জায়গায় খোঁজ চালিয়েও তাঁর সন্ধান না মেলায় দুশ্চিন্তায় পরিবার। শনিবার মাথাভাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন তাঁর ভাই বিশ্বজিৎ রায় অশোয়ার। বিশ্বজিৎ জানান, তাঁর দাদা দীর্ঘদিন শিলিগুড়িতে কাজ করেন। বুধবার বাড়ি থেকে সেখানে ফিরে পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। কিন্তু এর পর থেকেই তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ রয়েছে। কর্মস্থলেও তাঁর হদিস মেলেনি। চারদিন ধরে খোঁজ না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। পুলিশ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে।

একজোট 'ইন্ডিয়া'

প্রথম পাতার পর

চিঠি পাঠানো হয়েছে। অনেকেই এতে শামিল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এখন মমতাকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।' অন্যদিকে জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে পদক্ষেপের বিষয়ে মমতার পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে রাহুলের সঙ্গে কথা বলেছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি অবশ্য বিরোধীদের এই অতিসক্রিয়তাকে আমল দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, বিরোধীরা ভোটে হেরেছে বলে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সরব। যদিও বিরোধী শিবিরের পরিসর বাড়াতে 'ইন্ডিয়া-প্লাস' তৈরির উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা চলছে। এনডিএ-র একাধিক শরিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন বিরোধী নেতারা। তবে সহমত পোষণ করলেও এনডিএ শরিকদের এখনই বিরোধী মঞ্চে দেখা যাবে কি না, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ অবশ্য স্বভাবসিদ্ধ ঢংয়ে মমতাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 'ওঁর আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাই উনি দিল্লি যাচ্ছেন। আগে ওঁকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হত, তখন উনি কোথাও যেতেন না। এখন উনি নিজেই মিটিং ডাকছেন।' শ্রীরামপুরের সভায় মমতা যেন পালটা বলেন, 'আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব।' দিল্লির আসন টলমল বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'শুধু ভ্যানিশ কুমারকে নিশানা করলে হবে না। তাঁকে সরতেই হবে। সঙ্গে সীমা খান্না, পিছনে আছেন নারদ-নারদ। আমরা হারিনি। আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে। যে অত্যাচার করেছ, শীঘ্রই জবাব পাবে। এসআইআর-এ ৯২ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছে। দেশের ১৩ কোটি মানুষ এসআইআর-এর বলি হয়েছেন। অপেক্ষা করো, গণতন্ত্রের ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে।'

তবে ইন্ডিয়া জোটে সব সম্পর্ক এখনও মসৃণ হয়নি। পঞ্জাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় ৩০ তারিখের বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে আপ নেতাদের মঞ্চ ভাগাভাগি করা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। আপ-কে বৈঠকে আনতে উদ্যোগ নিয়েছেন বেবি। রবিবার আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গেও সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের বৈঠক নির্ধারিত আছে একইদিনে।

মমতা তৃণমূল শিবিরের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, ডিএমকে এবং আপ তাঁদের সঙ্গেই আছে। এককদম এগিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকে সমস্ত বিরোধী দল, নাগরিক সমাজকে যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন সিপিআই (এমএল)-লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। মহারাষ্ট্রে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ৪ অক্টোবর একযোগে আন্দোলনের ঘোষণা করেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে। জ্ঞানেশ কুমারকে ককরোচ জনতা পার্টির ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমাকে সমর্থন করে উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে ২ অক্টোবর থেকে ভোট চুরির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবে মুম্বই।'

ইআরও-দের কাজে জোর

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয়ভাবে কমিশনের হস্তক্ষেপের বদলে অনলাইন শুনানির সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জেলা নির্বাচন আধিকারিককে (ডিআরও) পর্যাপ্ত সংখ্যায় হেল্প ডেস্ক খোলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবর অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদনপত্র ৬ নম্বর ফর্মে পূর্বপুরুষের সঙ্গে ম্যাপিংয়ের বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন দুই কমিশনার সান্ধু ও যোশি।

৬ নম্বর ফর্ম সম্পর্কে কমিশনের শনিবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) যে বয়ান দিতে হয়, তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু এসআইআর বহির্ভূত রাজ্যে বা এসআইআর পরবর্তী পরিস্থিতিতে ১৯৬০ সালের আইন প্রযোজ্য হবে। এই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে চলবে। তবে ওই ফর্মে পূর্বপুরুষের সঙ্গে ম্যাপিং নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, তা নিয়ে কমিশনের ব্যাখ্যা ধোঁয়াশা কাটাতে পারল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে গেল।

তবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সহ যে ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর হয়ে গিয়েছে, সেখানে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে বা নতুনভাবে নাম নথিভুক্ত করতে চান, তাঁরা নিয়ম মেনে ইআরও-দের কাছে আবেদন করতে পারবেন বলে কমিশন ওই বিবৃতিতে জানিয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক, জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও ইআরও-দের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা আছে।

সম্প্রতি ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর কার্যকর করার ক্ষেত্রে কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করেছে বলেও বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে। যে রাজ্যগুলিতে এখন এসআইআর চলছে, সেখানে আনম্যাপড এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির জেরে যাঁরা নোটিশ পেয়েছেন তাঁদের বাড়িতে বিএলও-রা গিয়ে নথিপত্র সংগ্রহ করবেন বলে কমিশন জানিয়েছে। যার ভিত্তিতে ইআরও-রা সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসিআইনেটে আপলোড করবেন।

গোয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ ৯৭ জন যোগ্য ভোটারের বিষয়ে কমিশন জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ৮১ জন নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ফর্ম ৬ জমা দিয়েছেন। তবে দিল্লিতে এসআইআর-এ দাবি ও আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর এবং নিষ্পত্তির সময়সীমা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। মহারাষ্ট্রে আবেদন জানানোর শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর এবং নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

এখন থেকে কমিশনের প্রতিটি বৈঠকের অ্যাজেন্ডা আগাম পাঠানো এবং বৈঠকের কার্যবিবরণী রাখার সিদ্ধান্তও হয়েছে। ক্যাবিনেট সচিবকে পাঠানো চিঠি নিয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছে কমিশন। তাদের বক্তব্য, চিঠিটি কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত বা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কাজ নিয়ে ছিল না, কমিশনে ডেপুটেশনে থাকা এক আধিকারিকের দায়িত্ব বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়েই তা পাঠানো হয়েছিল।

আয়ুধকথা

অস্ত্র মানেই কি শুধু লোহা, ধার আর আঘাত? না। দেবদেবীর হাতে এ কখনও অশুভের বিরুদ্ধে শক্তির প্রতীক, কখনও মানুষের বিশ্বাসের আশ্রয়। সেই অস্ত্রই আবার পুজোর আচার, কারিগরের শ্রম, পুরোনো পরিবারের স্মৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাসের অংশ। আর আজকের দিনে মানুষের হাতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়তো তার মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কিংবা সাহস। পুরাণ থেকে মানুষের জীবন, নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে আছে তার সুদীর্ঘ যাত্রা।

অস্ত্রের ঝংকার পেরিয়ে অভয়

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

'আচ্ছা ম্যাম, ঠাকুর দেবতাদের হাতে সবসময় এত অস্ত্রশস্ত্র কেন?

'সে অনেক কঠিন ব্যাপার। বড় হও পড়বে। তবে অস্ত্র ও শস্ত্র মোটেই এক জিনিস না, সেটা কি জানো তোমরা? আচ্ছা অস্ত্রের একটা সংস্কৃত শব্দ বলো তো, বাংলাতেও ব্যবহার হয়, পড়িয়েছি কিন্তু '...ক্লাসজুড়ে নীরবতা ভেঙে উত্তর আসে 'আয়ুধ, ম্যাম!' প্রত্যয়ী গলায় উত্তরটা দিয়েছে নাসিমা।

'বাহ, ভেরি গুড! ঠিক আছে, বলব একদিন এই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। আজ সময় হবে না। এখন আগের দিনের কবিতাটা পড়ে শেষ করি আমরা...'

রাস্তা দিয়ে ঢাক বাজিয়ে বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন চলছিল একটু আগেই। সংস্কৃত ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে দিদিমণি দেখছিলেন এইটের মেয়েরা জানলায় ভিড় জমিয়েছে। হুড়োহুড়ি করে ক্লাসে সবাই বেঞ্চে বসার পর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বিশ্বকর্মা ঠাকুরের হাত কতগুলো আর কী কী আছে সেই হাতে?' তার উত্তরেই প্রসঙ্গক্রমে অমন একটি প্রশ্ন করেছিল মৃত্তিকা। কিন্তু উত্তরগুলো জানা হল না একটাও। অন্যমনস্ক হয়ে যায় পড়া শুনতে শুনতে সে। সন্ধ্যায় মা স্কুল থেকে ফিরলে শুনতে হবে, মায়ের কাছে সব উত্তর থাকে।

সকাল ও বিকেলের বদলে যাওয়া রোদ্দুরের রং দেখেই বোঝা যায় মাসটা আশ্বিন। বাতাসে যতই আর্দ্রতা থাক, তা মনের ভিতর বেজে ওঠা আলোর বেণুকে ম্লান করতে পারে না। আজ রোববার। দোতলা বাড়ির জানলা দিয়ে পিছনে কুমোরপাড়ায় প্রতিমা তৈরির কাজ দেখছিল মা, মেয়ে। কাঠামোয় মাটি পড়েছে। নিপুণ হাতে রূপ পাচ্ছেন মৃন্ময়ীমূর্তি। পুজোর আর মাসখানেক বাকি। সেদিকে দেখতে দেখতে মৃত্তিকা মায়ের কাছে জানতে চায় অস্ত্র আর শস্ত্র কোথায় আলাদা, দেবদেবীদের হাতে এত অস্ত্র কেন আর এতগুলো করে

ভারতীয় দর্শনে আয়ুধকে শুধু সংহারের উপকরণ মনে করা হয়নি। অশুভ শক্তির বিনাশ, ন্যায়রক্ষার প্রতীক হিসেবেই এগুলি দেবদেবীদের হাতে শোভা পেয়েছে।

হাতই বা কেন? মাকে জানায় গতকালের স্কুলের কথাও।

মা হাসেন, 'এ তো বড় গভীর দর্শনের কথা, রে! ঈশ্বর তো একটা বিরাট ব্যাপ্ত সর্বব্যাপী ধারণা। তাঁর সেই অপরিমেয়তার সামান্য প্রকাশ বোঝাতেই এমন অসাধারণ রূপ তাঁর। বিরাটত্ব বোঝাতে, সর্বব্যাপী অস্তিত্ব আর কর্ম বোঝাতে একাধিক হাতের উপস্থাপনা। তাঁদের হাতের অস্ত্রগুলো কোনওটাই নিছক অস্ত্র নয় ভারতীয় দর্শন বা পুরাণ মতে। এর তাৎপর্য অসীম। আগে বলি অস্ত্র আর শস্ত্রের তফাত কী। অস্ত্র হল মুক্ত, মানে যা হাত থেকে নিক্ষেপ করে ব্যবহার করা হয়, যেমন তির, বর্শা, চক্র, শেল ইত্যাদি। শস্ত্র হল অমুক্ত মানে যা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করা যায়, যেমন কুঠার, খড়্গ, গদা, তলোয়ার ইত্যাদি। আর আয়ুধ হল এই দুইই এবং এই দুই ক্ষমতাই আছে এমন বস্তু যাকে বলে মুক্তামুক্ত যেমন দুর্গার ত্রিশূল, শিবের পিনাক বা বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র এই সব কিছুর মিলিত প্রতিশব্দ। একটা কথা মনে রেখো ভারতীয় দর্শনে কিন্তু কখনই আয়ুধকে শুধু হাতিয়ার বা সংহারের উপকরণ বা মাধ্যম মনে করা হয়নি। বরং অশুভ শক্তির বিনাশ, ন্যায়ের রক্ষা ও ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতীক হিসেবেই এগুলি দেবদেবীদের হাতে শোভা পেয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বা বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য ইত্যাদিকেও আয়ুধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবদেবীদের হাতের অস্ত্র তাই শুধু অসুর বধ বা যুদ্ধের জন্যই না, এগুলোর প্রতিটির আলাদা ব্যঞ্জনা আছে।'

এরপর ষোলোর পাতায়

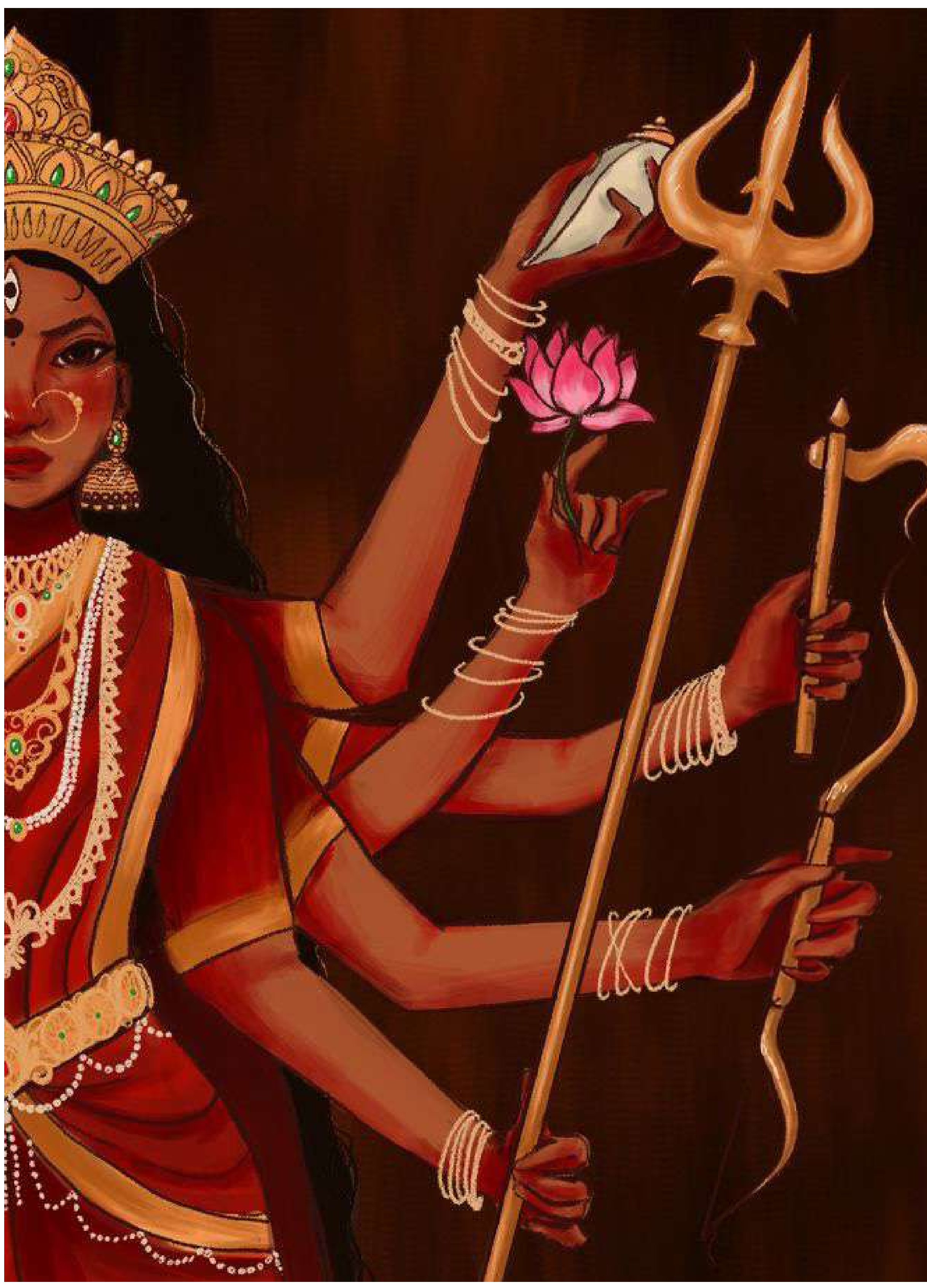

মা দুর্গার অস্ত্র-শস্ত্র-গল্প-স্বল্প

পার্থপ্রতিম মিত্র

মানঝা নদীর তীর বরাবর ভাতের মতো সাদা রঙের কাশফুলের জঙ্গল হঠাৎ হাওয়ায় উথালপাথাল! অস্তগামী সূর্য আকাশকে রক্তিম করতে কার্পণ্য করছে না একটুও। নকশালবাড়ির বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক অনাড়ম্বর পুজোর ক্ষীণতর ঢাকের আওয়াজ ফেরি করছে বাতাস। ঠিকনিকাটা জঙ্গলে সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে অন্ধকার নেমে আসার প্রতীক্ষায় থাকা তরুণটি এই মুহূর্তে উদ্দামভাবে নেমে আসতেই আবিষ্কার করল তির-ধনুক হাতে গ্রাম পাহারায় যে মুক্তকেশী সাঁওতাল রমণীকে, তাকে অস্ফুট স্বরে মা দুর্গা বলে সম্বোধন না করে কোনও উপায়ই ছিল না বুঝি! এই অনুদৃশ্যপটগুলি নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিতেই!

ধরুন ১৯৬৭! ১০ অক্টোবর! মঙ্গলবার! মহাষ্টমীর দিন! ২৭ মে বেঙ্গাইজোতে গুলি চলেছে। পাঁচ মাসও পেরোয়নি। মরাং ভূমির পাঁচ মিশালি জনগোষ্ঠী শরৎজুড়ে নানা উৎসবে মেতে উঠলেও এবার সেই আনন্দে মাতে কীভাবে? চোখের সামনে ভাসছে সাত অহল্যার পুলিশের গুলিতে নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়া রক্তাক্ত দেহগুলো।

'তরাই কান্দে গো, কান্দে আমার হিয়া/আর লাল তরাইয়ের মায়ে কান্দে/ সপ্তকন্যার লাগিয়া।' ধনেশ্বরী সিংহানী ছিলেন প্রথম শহিদ, রাজবংশী ও সাঁওতাল মিশ্রিত কৃষকসমাজের কৃষাণ বৌ সে। সেদিন নকশালবাড়িতে হাট মিটিংয়ে এক কৃষাণ তরুণ বলে ওঠে, 'ধনেশ্বরী দেবী ছিল সাক্ষাৎ দুর্গা মা!' আগুনের শিখা হয়ে ওঠা বুদ্ধিদীপ্ত প্রজন্ম এই শহিদ নারীকে রোজা লুক্সেমবার্গ অভিধা দিতে পারলেই হয়তো বেশি খুশি হয়! তাকে দুর্গা উপমা দেয় কী করে? ইয়ে মার্কস যে বলেছে 'ধর্ম জনতার আফিং!' আচ্ছা, মার্কস এও তো বলছেন 'ধর্ম নির্যাতিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, আত্মাহীন জগৎ সংসারে কল্পিত আত্মা'! প্রাসাদজতু, সেবদেল্লাজোত, ভীমরাম, লালমন, দুমরিগুড়ি, ধাবনা নকশালবাড়ির সব গ্রামগুলিই সন্ধ্যা হতে না হতেই মুক্তাঞ্চল।

কৈশোরের পর আর মণ্ডপের চৌহদ্দি মাড়ায়নি, সেই দ্রোহী তরুণরাও অস্ত্রধারী নারীসত্তার এই ইনকিলাবি ইমেজকে 'দুর্গা' বলতে পারলেই বুঝি বেশি খুশি হয়!

দিনেরবেলা নিষ্পাপ নিরীহগোছের যে মেয়েটিকে দেখা গিয়েছে ভুট্টাখেতে কাজ করতে বা বাড়ির উঠানে সুপারি শুকোতে দিতে সন্ধে নামতেই সে প্রমীলাবাহিনীর ভলান্টিয়ার হয়ে 'যোদ্ধা রূপেণ সংস্থিতা'! এরাই হয়ে উঠেছিল এদেশের প্রকৃত দুর্গাবাহিনী। এমনটা হলে সাধ্বী ঋতম্ভরাকে আর দুই দশক পরে দুর্গাবাহিনীর পেটেন্ট পেতে হত না!

বোধনের ঢাকের পিছু পিছু যাদের তিড়িং বিড়িং শৈশব বা কৈশোর থাকলেও পরে আর মণ্ডপের চৌহদ্দি মাড়ায়নি, সেই দ্রোহী তরুণরাও অস্ত্রধারী নারীসত্তার এই ইনকিলাবি ইমেজকে 'দুর্গা' বলতে পারলেই বুঝি বেশি খুশি হয়! কিন্তু কেন? একজন সাঁওতাল রমণীর হাতে তির-ধনুক দেখলে আগে তো মনে পড়বে সাঁওতাল হুলের কথা, সিধো কানহো থেকে বীরসা মুন্ডাদের লড়াইয়ের কথা, সাঁওতালদের 'সেন্দ্রা পরব' বা শিকার উৎসবের কথা! দুর্গা কেন? সাঁওতাল রমণীরা তো অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যায় না বা দশমীতে মণ্ডপে সিঁদুর খেলে না! তারা তো 'শ্রী শ্রী চণ্ডী' অনুসারী পবন দেবতার কাছ থেকে মা'র তির-ধনুক অস্ত্র ধারণের গল্পকেই মানে না। এই সময় তাদের দাঁশা পরব। তাদের লোককথা অনুসারে, মহিষাসুর হুদুড় দুর্গা। মহান ন্যায়পরায়ণ রাজা এক! আয়নম আর কাজল দুই আদিবাসী তরুণী জঙ্গলে ঘাসপাতা সংগ্রহ করতে গেলে অপহৃত

এরপর ষোলোর পাতায়

বৈচিত্র্যময় জীবন, বিচিত্র সব হাতিয়ার

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

মানুষই একমাত্র প্রাণী যে শারীরিকভাবে নিরস্ত্র। তার বিষদাঁতও নেই, হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী চোয়ালও নেই। তবুও সে প্রাণীদের মধ্যে ইনটেলেকচুয়াল। বাইরে থেকে দেখলে সব মানুষই এক, অন্তত একটি পশুর নজরে। কিন্তু মানুষ যখন মানুষকে দেখে সেই বোঝে বাহ্যিক আকারে এক হলেও কী ভীষণ পার্থক্য থাকতে পারে দুজন মানুষের মধ্যে। একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষ কত আলাদা হতে পারে। একজন মৃৎশিল্পী এবং একজন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী উভয়েরই বিষয় মাটি, কিন্তু কাজের বৈচিত্র্যে কতটা আলাদা দুজন! বুদ্ধিমত্তায় কেউ ফেলুদা, কেউ পাড়ার ফল্লাদা। মানুষ নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতার এক আশ্চর্য ভাণ্ডার। কেউ হাঁপানিতে কাবু হয়ে ইনহেলার টেনে টেনে প্রাণপাত করে, কেউ হাঁপানিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুখে হাভানা চুরুট নিয়ে দেশে দেশে বিপ্লব সংগঠিত করে হয়ে ওঠেন বিপ্লবের আইকন।

একসময় ছাপাখানা ছিল না যখন, বড় বড় রাজা-বাদশারা নিজেদের নাম অক্ষয় রাখতে পুথি-পত্র নকল করাতেন। ভাবা যায় কোনও কোনও মানুষের শুধু সুন্দর হস্তাক্ষর কীভাবে তাঁর জীবনযুদ্ধের অস্ত্র হয়ে উঠেছিল! এঁদের বলা হত লিপিকুশলী বা ক্যালিগ্রাফিস্ট। এঁরা মূল্যবান বই নকল করে রাজানুগ্রহে সংসার প্রতিপালন করতেন। সুন্দর হস্তাক্ষরের দাম এই সেই দিন পর্যন্তও বর্তমান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে লেখা শংসাপত্র দেওয়া হত। আজও উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের হাতে লেখা শংসাপত্র বহু মানুষের ঘরে আছে যাঁদের বয়স ষাটের দোরগোড়ায় বা বেশি। হাতে লেখা নিমন্ত্রণপত্র, শোকপ্রস্তাব, মানপত্র কতকিছুই লিখে একজন মানুষ শুধু সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিপতি হওয়ার সুবাদে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে গেছেন। আজ কম্পিউটার এসে তাঁদের হারিয়ে দিয়েছে। সেই সব লিপিকুশলীরা কোথায় যেন চলে গেছেন বানপ্রস্থে।

নিজের সামান্য সম্পদকে অসামান্যভাবে ব্যবহার করে গেছেন কতজনা! এমনই একজন ছিলেন বালুরঘাটের বেচুবাবু। তখন সিনেমা হলের রমরমা। শুক্রবার হলেই নতুন সিনেমা। একদিকে পোস্টারে ছেয়ে যাচ্ছে শহরের নানা মোড় অন্য দিকে রিকশায় মাইক্রোফোন হাতে দরাজ গলায় বেচুবাবু বলে চলছেন সিনেমার খুঁটিনাটি বিশেষত্ব, নায়ক-নায়িকা-ডিরেক্টর সংবাদ। বালুরঘাটে যখন সন্ধ্যা সিনেমা, কল্যাণী টকিজ বহাল তবিয়তে বেঁচে ছিল তখন উত্তরবঙ্গের সমস্ত শহরেই এইরকম বেচুবাবুরা থাকতেন। যাঁদের কণ্ঠের নতুন সিনেমার ঘোষণায় শহরের মানুষ আলোড়িত হত। এভাবেই বেচুবাবুরা খুব কম শিক্ষিত হয়েও, অন্য

একজন মৃৎশিল্পী এবং একজন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী উভয়েরই বিষয় মাটি, কিন্তু কাজের বৈচিত্র্যে কতটা আলাদা দুজন! বুদ্ধিমত্তায় কেউ ফেলুদা, কেউ পাড়ার ফল্লাদা।

কোনও পেশায় না ঢুকেও দিব্বি হেসেখেলেই সংসার চালিয়ে দিতেন কণ্ঠস্বরকে অস্ত্র করে। সময়ের দাবি মেনে বেচুবাবুদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে কিন্তু ভালো কণ্ঠ, অবস্থা (সিচুয়েশন) অনুযায়ী বানিয়ে কথা বলার পারদর্শিতার কারণে কত মানুষ 'ঘোষক'-এর কাজ পেশা হিসেবে নিয়েছেন। রেডিও জকিরা তো কথাই বেঁচেই খান। উপস্থিত বুদ্ধির জোর যাঁদের বেশি, চটজলদি যুক্তি দিয়ে বিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করতে পারেন যাঁরা টিভি টক শোয়ে তাঁদের ডিমান্ড তুঙ্গে।

মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাসে পড়েছি বিনোদ ভড়ের বক্তৃতা লিখে দিয়ে, বুদ্ধি জুগিয়ে ক্ষিতীশ সিংহ জীবনের ছোটখাটো ঝামেলাগুলোকে সামলে বড় লক্ষ্যে পৌঁছে ছিলেন। মনে হতে পারে এটা নেহাত কল্পকাহিনী কিন্তু বাস্তবে এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হিলির জীবন কুণ্ডু ব্লক অফিসের করণিক ছিলেন। ইংরেজি ও অঙ্কে প্রবল ব্যুৎপত্তি। জীবনের প্রান্তবেলায় এসে পৌঁছানো জীবনবাবুর সাহায্য ছাড়া চলে না হিলির একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও সমাজসেবীর। তাঁকে বহু গুরুত্বপূর্ণ চিঠিচাপাটি করতে হয় হরদিন। বহু জায়গায় বক্তব্য দিতে হয়। বহু বছরের নির্ভরতায় জীবন কুণ্ডুর ইংরেজি ছাড়া তিনি অচল। জীবনবাবুকে পেট চালাতে হয় না চিঠি ড্রাফট করে, কিন্তু একটা বড় মানুষের নির্ভরতাও তো জীবনের এক বিরাট প্রাপ্তি।

কাঁদতে পারা এবং কাঁদাতে পারার ক্ষমতার জোরে বহু মানুষ টিকে আছে জীবনযুদ্ধে। রাজস্থান ও সংলগ্ন অঞ্চলে এক শ্রেণির পেশাদার কাঁদুনে নারী আছেন যাঁরা অর্থের বিনিময়ে মৃতের বাড়িতে কেঁদে আসেন। আবার উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের রংপুর, বগুড়া অঞ্চলে 'দধিমঙ্গল' নামে একরকমের কীর্তন গান গাওয়া হয়। কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর মৃত্যুজনিত বিয়োগব্যথার কষ্টে সন্ধ্যারাতে এই কীর্তন গাওয়া হয়। এই কীর্তনশিল্পীরা করুণরসের কীর্তনগান গেয়ে মানুষের মনের বেদনার প্রকাশ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

মানুষ নিজের দুর্বলতাকেও অস্ত্র করে বিজয়মাল্যে ভূষিত হয়েছে তাও বেনজির নয়। অসিতের জন্ম থেকেই ডান পায়ের পাতা দলা পাকানো। সবাই দোকানে গিয়ে পুজোর জুতো কিনত যখন, অসিতকে বাবার হাত ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিশেষ মুচির কাছে গিয়ে ঠোঙার মতো দেখতে চামড়ার জুতো অর্ডার দিতে হয়েছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

দলবদলের দুর্ভোগ

শিবশংকর সূত্রধর

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণের প্র্যাকটিস করছিলেন বেচুবাবু।

তেত্রিশ বছরের রাজনীতির কেরিয়ার। ক্লাস ফাইভে দু'বার ফেল করার পর পড়াশোনায় ইতি টানলে কী হবে, গ্যারাজে কাজ করার সময় থেকেই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বেচুবাবু। ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন এলাকার নেতা। শ্রমিকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে করতে বেচুবাবু কখন যে শ্রমিক পেরিয়ে মালিক শ্রেণির লোকেদেরও মালিক হয়ে গিয়েছেন, তা কেউ ধরতেই পারেনি। শ্রমিক থেকে মালিক, সবাই তাঁকে সামলে চলেন।

চলবেই বা না কেন!

এলাকার রাজনীতিতে তিনিই তো শেষকথা। কোথাও জমি বিক্রি হোক বা নতুন বাড়ি তৈরি, তাঁর আঙুলের ইশারা ছাড়া কোনও কাজই হবে না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বাদে এলাকার প্রায় সব সমস্যার সমাধান করে দেন বেচুবাবু। পড়াশোনা না জানলে কী হবে। ভালো ভাষণ দিতে পারেন। মূর্খ হলেও বক্তা ভালো। মাঝেমধ্যে ভাষণে ভুল তথ্য দেন ঠিকই। তবে সেগুলি এতটাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন যে, মানুষের মনে সন্দেহ জন্মায় না। মঞ্চে তাঁর ভাষণ শুনে হাততালির ঝড় ওঠে। তাঁর দল মা-বোনেদের জন্য কী কী করেছে, সাধারণ মানুষ কেন বেচুবাবুর দলের উপরেই ভরসা রাখবেন, তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ তাঁর দল ছাড়া আর কেউ কেন ভাবে না, তা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারেন।সেই বেচুবাবুই নাকি আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্র্যাকটিস করছেন!

আসলে বিষয়টা অন্য।

বেচুবাবু শিবির বদলেছেন। অর্থাৎ অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। এত দিন নিজের দলে থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে না পেরে মনটা বেশ হা-হুতাশ করছিল। তাই অন্য দল থেকে বড় পদের টোপ আসতেই মানুষের সেবা করার জন্য একেবারে হামলে পড়েছেন। এত দিন নিজের ব্লকের জমি কেনাবেচা বা ঠিকাদারের কাজকর্ম থেকে টাকাপয়সা তুলতেন। এখন অন্য দলে পদোন্নতি পেয়ে যদি ব্লক থেকে মহকুমায় পৌঁছানো যায়, তাহলে পকেটটা আরেকটু ভারী হয়। এই আর কী!

ভাষণ দেওয়া বেচুবাবুর কাছে কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ১৮০ ডিগ্রি বদলে যাওয়া কথাগুলি ঠোঁটস্থ করে নিতে না পারলে খুব মুশকিল। ভুল করেও যদি মুখ ফসকে প্রাক্তন দলের ভালো কিছু বলে ফেলেন, তাহলে কেলোর কীর্তি হয়ে যাবে। তাই সাবধানে সকাল থেকেই প্র্যাকটিস চালাচ্ছেন। মঞ্চে এত দিন যাদের গালাগাল করে হাততালি কুড়িয়েছেন, এখন তাদের হয়েই গলা ফাটাতে হবে। আবার এত দিন যে দলের হয়ে প্রচার করেছেন, এখন তাদের গুষ্টির পিণ্ডি চটকে দিতে হবে।

প্র্যাকটিসের মাঝেই ঘরে এল জগাই, মানিক, হরিপদ সহ জনাকয়েক ছেলে। এক কথায়, এদের কারও খেয়েদেয়ে কাজ নেই। একটাই কাজ। দিনরাত বেচুবাবুর পেছন পেছন ঘোরা। যাকে বলে চ্যালা। দিনশেষে বেচুবাবুর প্রাপ্তির ভাঁড়ার থেকে কিছুটা পেয়ে ওরা খুশি থাকে। নেতার সৌজন্যে গোটা এলাকায় ওদের প্রভাবও অনেক বেশি।

জগাই বলল, 'দাদা, দলবদলের সিদ্ধান্তটা কি সত্যিই ঠিক হল বলো তো?'বেচুবাবু জবাব দিলেন, 'যেদিন আমার জন্ম হয় সেদিন ভোট ছিল। অর্থাৎ রাজনীতি লগ্নেই আমার জন্ম। আমাকে রাজনীতি শেখাস না।'

মানিক বলে, 'দাদা, ওসব ছাড়ো। গত মাসে উত্তরপাড়ার যে জমিটার সেটেলমেন্ট হল, ওটার টাকাপয়সা নিয়ে গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে।'

'গণ্ডগোল মানে? কীসের গণ্ডগোল?'

'সেটেলমেন্টের সময় জমির মালিকের সঙ্গে ছয় পেটির কথা হয়েছিল। এক মাসের মধ্যে দেবে বসেছে। গতকাল ওর অফিসে গিয়েছিলাম টাকা আনতে। বলল একটা পয়সাও নাকি দেবে না।'

'কেন? দেবে না কেন?'

'কেন দেবে? এখন আমরা যে পার্টিতে আছি, সেই পার্টির জেলার নেতার সঙ্গে ওর সেটিং। ওখানে চার পেটিতেই কাজ হয়ে গিয়েছে। আবার তোমাকে কেন টাকা দিতে যাবে?'

কথাগুলি বুকে এসে লাগল বেচুবাবুর। লাভের আশায় দলবদল করলেন। আর প্রথমেই ছয় পেটির ধাক্কা!

নতুন দলের পতাকার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে আগেই একটি পাঞ্জাবি এনে রেখেছিলেন। সেটি পরেই রওনা দিলেন পূর্বপাড়ার মাঠে। ওই মাঠেই আজ বিশাল জনসভা। জেলার নেতারাও আসবেন। মূল আকর্ষণ বেচুবাবুই।দলবদলের পর এই প্রথম তাঁর নতুন দলের জনসভা।

বেচুবাবু আগেই খবর পেয়েছেন,

-এআই

শহর থেকে নাকি অনেক সাংবাদিকও এসেছেন। নিশ্চয়ই সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরবেন। একের পর এক তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করবেন। ঠান্ডা মাথায় কীভাবে জবাব দিতে হবে, তা মনে মনে গুছিয়ে নিলেন। পূর্বপাড়ার মাঠ কানায় কানায় ভর্তি। জগাইরা অবশ্য জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে দিয়ে পুরোনো দলের কিছু লোকজনকে জনসভায় এনেছে। ওদের আবার আলাদা দাবিও আছে। শুধু ৫০০ টাকায় হবে না। রাতের খরচও নাকি চাই।

রসরঙ্গ

নতুন দলে ঢুকে বেচুবাবুর লোকসানের তালিকা লম্বা হয়ে যাচ্ছে।মঞ্চে বেচুবাবু বসেছেন নতুন দলের স্থানীয় নেতা সাধন সরকারের ঠিক পাশের চেয়ারেই। এত দিন এই সাধনকেই উঠতে-বসতে গালাগাল করেছেন। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে সাধনের বাড়ির সামনে বোমা মেরে এসেছিল জগাইরা। সাধনের চোখের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছে বেচুবাবুর।এ বার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

ঘোষক মাইকে ঘোষণা করছেন, 'এবার মঞ্চে ভাষণ রাখবেন শ্রমিক আন্দোলন থেকে উঠে আসা সেই কর্মবীর, যিনি কোনওদিন নিজের কথা না ভেবে সবসময় গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। এক ডাকে যাকে মানুষ কাছে পান, সেই বাঞ্ছারাম পাল। আমাদের প্রিয় বেচুবাবু। এত দিন তিনি যে দলে ছিলেন সেখানে সুযোগ্য এই নেতাকে দক্ষতার কোনও সম্মান দেওয়া হয়নি। তাই আমরা ওঁকে আমাদের দলে নিয়েছি। আমরা একসঙ্গে কাজ করে এই এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাব।'

বেচুবাবু মনে মনে ভাবছেন, এত দিন যারা তাঁকে গালমন্দ করে ভরিয়ে দিত, আজ তারাই নাকি এত ভালো ভালো কথা বলছে!বেচুবাবু আগে কখনও মঞ্চে এমন ঘাবড়াননি। মঞ্চ, মাইক, মানুষের ভিড়, এসব তাঁর চেনা জগৎ। আজ সেই জগৎ এক থাকলেও পরিবেশ আলাদা।

মঞ্চে সব নতুন মুখ। নতুন দলের পতাকা। নিজেকে সামলে বলা শুরু করলেন। সম্বোধন পর্ব পর্যন্ত কোনও সমস্যা হল না। আগেই রিহার্সাল দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গোল বাধল ঠিক তারপরেই।

বেচুবাবু বলছেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের এই পূর্বপাড়ায় একটি কারখানা তৈরির জন্য দুই বছর আগে ফিতে কাটা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কাজ এগোয়নি। আমি কথা দিচ্ছি। গ্রামের যুবকদের যাতে বাইরে কাজে যেতে না হয় সেজন্য খুব শীগগিরই এখানে কারখানার কাজ শুরু করব। শহরের যে লগ্নিকারীরা এখানে কারখানা তৈরির জন্য এগোচ্ছিলেন আমি নিজে তাঁদের সঙ্গে কথা বলব।'

বেচুবাবুর কথা শুনে মঞ্চে থাকা নেতাদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি!

চাষের জমিতে কেন কারখানা হবে, তা নিয়ে এই নতুন দলই দুই বছর আগে আন্দোলনে নেমেছিল। তখন থেকেই কারখানার কাজ বন্ধ। কৃষকদের কাছে পেতে নতুন দলই যেখানে কারখানার কাজ আটকাল, সেখানে বেচুবাবু কি না বলছেন সেই কাজ চালু করবেন! পেছন থেকে দলের জেলা সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তী বেচুবাবুকে মৃদু স্বরে বলছেন, 'আমরাই তো তখন কারখানার বিরোধিতা করেছিলাম। ওখানে কারখানা হবে না।'

মৃদু স্বরে বললেও সেই আওয়াজ মাইকের মাধ্যমে মানুষের কানে পৌঁছে গিয়েছে।

দর্শকদের মধ্যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

কেউ বেচুবাবুকে সমর্থন করে চিৎকার করে বলছেন, 'কারখানা তৈরি হোক।' আবার কেউ বলে উঠলেন, 'কারখানার মালিকের কাছ থেকে তো টাকা খেয়ে বসে আছেন। তাই কৃষকের জমি দখল করে কারখানা করতে চাইছেন।'

আসলে বেচুবাবুর আগের দলের সঙ্গে ওই কারখানা যাঁরা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বেশ দহরম-মহরম সম্পর্ক। আজকের দিনে হঠাৎ সেই কারখানার প্রসঙ্গ কেন যে তুলতে গেলেন, তা নিজেও বুঝতে পারছেন না বেচুবাবু।

ও দিকে মঞ্চ থেকে দর্শকাসন, সব জায়গাতেই কারখানা নিয়ে কলরব শুরু হয়েছে। এক কৃষক তো নিজের জমি দেবেন না বলে চিৎকার করতে করতে প্রায় মঞ্চে উঠে পড়েন। জেলা সভাপতি বুঝলেন, পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি বেচুবাবুর হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে রিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করলেন।

আঁতে ঘা লাগল বেচুবাবুর। হাজার হাজার গ্রামের মানুষ, সাংবাদিক, মঞ্চভর্তি নেতার মাঝখানে মাইক কেড়ে নেওয়া! অপমান সইতে না পেরে পালটা মাইক কেড়ে নিলেন জেলা সভাপতির হাত থেকে। বললেন, 'থামুন তো অমিতাভবাবু। আপনি উন্নয়নের কী বোঝেন হ্যাঁ। এখানে কারখানা হবেই।' মঞ্চের সামনে থাকা সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বেচুবাবু বললেন, 'এই যে সাংবাদিকরা আপনারা লিখুন, এখানে কারখানা তৈরির জন্য এই বাঞ্ছারাম পাল নিজের জীবন দিয়ে দেবে।' বেচুবাবুকে থামানোর চেষ্টা করে অমিতাভ বললেন, 'সভা বানচাল করার চেষ্টা করবেন না। আপনি দলবদল করেছেন ঠিকই। কিন্তু আপনার ঝগড়ুটে মানসিকতার বদল হয়নি।'

'ভরা সভায় আমাকে ঝগড়ুটে বললেন। করব না আপনার দল। এখনই নেমে যাব মঞ্চ থেকে।'

'হ্যাঁ নামুন, দরকার নেই আপনার।'এত দিন অমিতাভ-বেচুরা আলাদা আলাদা সভা থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে গালাগাল ছুড়ে দিতেন। কিন্তু এ দিনের মঞ্চ যেন টেলিভিশনের টক শোয়ে পরিণত হয়েছে। মঞ্চে দাঁড়িয়েই দুজনের বাকবিতণ্ডা তখন চরমে উঠেছে। মানিক ফিশফিশিয়ে জগাইকে বলছে, 'নতুন দলে তো আর আমাদের টেকা হল না রে জগাই। পুরোনো দলে কি ফিরতে পারব?' জগাই বলল, 'মনে হচ্ছে সে সুযোগ আর নেই। পদের লোভে দলবদল করে দাদা কেরিয়ারের বারোটা বাজাল।'

ঠাকুমার পাকঘর

ডালের বড়ি দিয়ে থানকুনি ও বাটা মাছের ঝোল

সুষমা পাল সরকার
অম্বিকানগর, সাহুডাঙ্গি
জলপাইগুড়ি

ছোটবেলার সঙ্গে ঠাকুমার রান্নার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। স্কুল থেকে ফিরেই তাঁর পাশে বসে গল্প করতে খুব ভালো লাগত। রান্নায় তিনি ছিলেন পটীয়সী। সন্ধ্যায় পড়ার ফাঁকে তাঁর রান্না দেখতাম। কত যত্ন করে একের পর এক পদ রাঁধতেন! নিজের হাতে আমাকে কয়েকটি রান্না শিখিয়েছিলেন। তার মধ্যে ডালের বড়ি দিয়ে থানকুনি ও বাটা মাছের ঝোল অন্যতম। ঠাকুমার কাছ থেকে শেখা সেই রান্না আজও আমার ঘরের প্রিয় পদ। আমার দুই সন্তানও এই রান্না খুব ভালোবাসে। আজও যখন রান্নাটি করি, মনে হয় যেন ঠাকুমা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতের রান্নার সেই চেনা গন্ধ, সেই আপন ঘরের উষ্ণতা ফিরে আসে। তাই ঠাকুমার স্মৃতি জড়িয়ে থাকা এই পদটি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

উপকরণ : বাটা মাছ, ডালের বড়ি, ঝিঙে, আলু, থানকুনি পাতা, পেঁয়াজ, জিরে, কাঁচালংকা, টমেটো, শুকনো লংকা, কালোজিরে, নুন, হলুদ, কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো ও সামান্য চিনি।

প্রণালী : প্রথমে বাটা মাছ ভালো করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। সেই তেলেই বড়িগুলি ভেজে নিতে হবে। এবার তেলে কালোজিরে ও চেরা কাঁচা লংকার ফোড়ন দিয়ে ঝিঙে, আলু ও টমেটো আঙুল মাপে কেটে দিয়ে দিতে হবে। পরিমাণমতো নুন ও হলুদ দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। কষানোর সময় জিরে বাটা, পেঁয়াজ বাটা ও কাশ্মীরি লংকার গুঁড়ো দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষাতে হবে। কষানো হয়ে গেলে অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তরকারি ফুটতে শুরু করলে ভেজে রাখা মাছ ও ডালের বড়ি দিয়ে দিতে হবে। পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে আধ চামচ চিনি দিয়ে একবার নেড়ে দিতে হবে। নামানোর আগে কয়েকটি গোটা থানকুনি পাতা দিয়ে দিতে হবে। ব্যাস, তৈরি ঠাকুমার শেখানো ডালের বড়ি দিয়ে থানকুনি ও বাটা মাছের ঝোল। রসনাতৃপ্তির পাশাপাশি এই পদের আলাদা এক ঘরোয়া স্বাদ রয়েছে।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে 9474028140 নম্বরে।

অস্ত্র-শস্ত্র-গল্প-স্বল্প

পনেরোর পাতার পর

হয়। সমাজের মহিলাদের রক্ষা করতে সাঁওতাল যোদ্ধাদের নারীরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে হুদুড় দুর্গা প্রস্তুত হলেও প্রবল বর্ষণে তাদের একদিন দেরি হয়ে যায়।

এই লোকগল্পসূত্রেই, সাঁওতাল পুরুষরা সপ্তমী থেকে দশমী মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে, নারীর পোশাকে, প্রতীকী তির-ধনুক নিয়ে দাঁশায় নাচ করে। ডুয়াং বাদ্যযন্ত্র বাজায়। সেই সময় নকশালবাড়ি ও বাগডোগরা সংলগ্ন সমস্ত তরাইয়ের চা বাগানের আদিবাসী মানুষেরা দুর্গাপুজোর দশমীর দিন বাগডোগরার উকিল সাহেবের মেলায় যোগ দিয়ে সারাদিন ধরে শোকের উৎসবে সমবেত হয়ে থাকত। আশ্বিন পড়লেই কাঠের এক টংঘরের উপরে উঠে রোজ ভোরে বাঁশিতে শোকের সুর ছড়িয়ে দিত এক আদিবাসী তরুণ। আবার বাঙালির উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসারী উৎসবের বিকল্পে অসুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাংলার তিনশোর বেশি গ্রামে বাদনাপুজো নামে দুর্গাপুজোর পরপরই মহীষপুজো করে। এই সব মিলিয়েই তো এক বহুত্ববাদী দেশে শারদীয় উৎসবের বর্ণচ্ছটা!

আসলে পুজো তো একটা ফ্রেম! ফ্রেমবন্দি একটা কনসেপশন! ইমেজের নন্দনতত্ত্বেই তার প্রকাশ। দেবী দুর্গার দশ হাতে দশ অস্ত্র ধারণের মধ্যে দিয়েই মৃন্ময়ীমূর্তির দেহ বিভঙ্গ, দেহ ভাষা, দেহ শৈলী! দুর্গার কাত্যায়নী, রুদ্রাণী, চণ্ডিকা, অম্বিকা, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, মহীষাসুরমর্দিনী রূপের আশ্রয় 'অস্ত্র' ধারণের মধ্যে দিয়েই! এত অস্ত্র ছিল বলেই না মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, চণ্ড, মুণ্ড প্রমুখ অসুরকুল বধের কৃতিত্ব অর্জনকারিণী সে। এই অস্ত্র ধারণের ক্ষেত্রে যেমন পুরাণ গল্প রয়েছে একইভাবে আমাদের নিজস্ব বিবর্তনের ইতিহাসে নৃতাত্ত্বিক কথিকাগুলিও তো রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক খুব সকালবেলায় এই অস্ত্রই তো ছিল আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার মূল আয়ুধ। তাই ধাতব অস্ত্র নিয়ে দুর্গাপুজোকেন্দ্রিক জনপ্রিয় লোক উৎসবটি হল অস্ত্রপুজো। দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর দিন দেবী দুর্গার দশ হাতে দশটি ধাতব অস্ত্রকে (যেমন ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তির-ধনুক ইত্যাদি) বিশেষভাবে পুজো করা হয় বলে একে 'বীরাষ্টমী'ও বলে। এর রকমফের দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক তামিলনাড়ুর নবরাত্রির নবম দিনে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দশেরার দিনে তলোয়ার থেকে আধুনিক অস্ত্রের পুজোর প্রচলন রয়েছে। মানুষের ভেতরে জড়তা ও আসুরিক শক্তিকে দূর করতে, আত্মরক্ষার শক্তিকে সম্মান জানাতেই ধাতব অস্ত্রকেন্দ্রিক লোক উৎসব পালিত হয়ে আসছে দেশজুড়ে। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা বিজয় দশমীর দিন নতুন যুদ্ধাভিযান শুরু করতেন, এই ঐতিহ্য অনুসারী হয়ে এখনও ডুয়ার্সের কোনও কোনও জায়গায়, গ্রামবাংলাতেই অস্ত্র খেলা হয়ে থাকে। অস্ত্র আধিপত্যের প্রতীক! অস্ত্র ক্ষমতার উৎস! আধ্যাত্মবাদের অবিশ্বাস্য গল্প আর পুরাণ কথার মিশেলে রোমহর্ষক নানা আখ্যান, সূর্যের আলো প্রবেশ না করা ডুয়ার্সের প্রাচীন জঙ্গলের মতো রহস্যময় যে শ্রুতি কথাই প্রচলিত থাক না কেন মূল কথা সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতায়ন! ক্ষমতা বড় বালাই! কোচবিহারের রাজবাড়ির বড়োদেবীর পুজোয় সন্ধিপুজোর সময় যখন তোপ দাগা হত তখন নরবলি হত।

সাধারণ মানুষ ঘরের দরজা দিয়ে দুর্গা মা'র স্তব করা শুরু করত। তোপ দাগা মানেই দেবীর উগ্র রূপের সামনে মহাসন্ধিক্ষণের বলিদান। ১৫১০-এ কোচবিহারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ আর তার ভাই বৈকুণ্ঠপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শীর্ষসিংহ বৈকুণ্ঠপুরের গভীর জঙ্গলে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন শিকার করতে গিয়ে। এরপর থেকে বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা পরিবারের ব্যবহৃত রাজকীয় অস্ত্রশস্ত্র দেবীর চরণে উৎসর্গ করে শিকার করতে যেতেন। বিজয় দশমীতে রাজবাড়ির নিজস্ব দিঘিতে প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে বন্দুক থেকে এক কী দুই রাউন্ড গোলা ছোড়া হয়। এ বুঝি মাকে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া। আসলে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও রাজ্যের সুরক্ষার অঙ্গ হিসেবে মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে (সন্ধিপুজো) রাজপরিবারের প্রাচীন তরবারি, ঢাল, বল্লম এবং বন্দুক সহ সমস্ত রাজকীয় যুদ্ধাস্ত্রকে দালানে এনে বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পুজো বাংলার সামন্তপ্রভুদের আভিজাত্য প্রদর্শনের এক প্রতীকীও বটে। তবে রাজবাড়ির রাজাগজাদের গালগল্প মোটামুটি একই ধাঁচের! 'শেরশাহের সময় আমাদের দুর্গাপুজো শুরু'। 'দুর্গা আমাদের কুল দেবী, অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি', একটু ভারী গলা, কথার স্রোতে একটু শ্বাসাঘাত, এ তো চেনা চিত্রনাট্য! দুর্গাপুজোয় পর্যটনে কোনও হাইওয়ের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একটু চায়ের দোকানে বসলেই বারমুডা পরা সেলফি তুলতে সদা ব্যস্ত দঙ্গলের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন তার বা তার ফ্রেন্ডের পূর্বপুরুষ সামন্ত প্রভু এবং এই বংশের গডেস দুর্গা খুব জাগ্রত! আমেরিকা থেকে ন কাকা এসেছেন-- বেঙ্গালুরু থেকে বড় জেঠি- বোস্টন থেকে ফুলপিসি-- বংশের রেওয়াজ সন্ধিপুজোর সময় ফায়ার আর্টিলারি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে এখানে নরবলি হত। অবভিয়াসলি উঠে গিয়েছে। শুধু গ্রামের এক বাগদী পরিবারকে বংশপরম্পরায় বুক চিড়ে রক্ত দিতে হয়! এটাই প্রথা!'

এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসি। পেরিয়ে আসা শতাব্দীর নয়ের দশকে একবার মালদায় যুব উৎসবে অংশগ্রহণকারী একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। বলেছিল হাওড়ার উলুবেড়িয়ার গুটিনগড়ি গ্রাম থেকে এসেছে। তার বাবা নাকি মা দুর্গার হাতে ত্রিশূল খড়্গ, চক্র, তির-ধনুক (দশপ্রহরণ) তৈরি করে। ওদের গুটিনগড়ি গ্রামের ঘরে ঘরে এই শিল্প। এই শিল্পীদের হাতের কাজ কলকাতার কুমোরটুলি, সারা পশ্চিমবঙ্গে, দেশে এমনকি প্রবাসেও নাকি পাড়ি দেয়! তবে দেবীকে সশস্ত্র করে তোলার কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ওখানকার শিল্পীরা নিজেরাই নাকি প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে। মনে পড়ে যায়, আগে দশকর্ম ভাণ্ডারে দেখতাম বড় গেঞ্জির বাক্সের মতো বাক্স করে অস্ত্রগুলো আসত।

পরে জেনেছি বোয়ালিয়া, ইছাপুর, শ্যামপুর, সুন্দরপুর গ্রামের শিল্পীরাও বংশপরম্পরায় এই দশপ্রহরণ অস্ত্র নির্মাণ করে। ছেলেটির নাম বলেছিল রনি। রনি কর্মকার। খুব মজাদার। একদিন বলল কোনও এক শূদ্র মহিলার সঙ্গে নাকি দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার প্রণয় থেকে কামার পেশার জন্ম। রনির দেখা পেলেই আমরা ওর কথা শোনার জন্য উশখুশ করতাম। তা একদিন রনি বলে কি, ওর বাবা মাধব কর্মকার দশপ্রহরণ গড়ার সেরা শিল্পী বলে মাঝেমধ্যেই নাকি স্বপ্নে মা দুর্গা দেখা দেয়।

তা কি বলেন মা দুর্গা? রনি বলল, 'অসুর কিন্তু হাতে একে ৪৭ নিচ্ছে। আমার অস্ত্র একটু পালটিয়ে দে বাবা মাধব!' আমাদের একচোট হাসির সুযোগ না দিয়ে রনি আবার রনরনিয়ে ওঠে। 'আমার বাবাকে যে সে কামার ভাবো নাকি? দেবাস্ত্র তৈরি করে! সনাতনী কামার! আমাদের কামারদের ভেতর চার শ্রেণির কামার আছে। বসুন্দরী, রানা, গঙ্গালিরি, বহাল। তার ভিতর রানারাই তৈরি করে দেবাস্ত্র। কামারদের ভিতর আমরা আবার উঁচু জাত বুঝলে হে! আমরাই দেবাস্ত্র বানাই!'

ফিরে এসেছি নিজের শহরে। পাড়ার ক্লাবের সঙ্গে চলেছি ভাসানে। দেবী দুর্গার হাতে রাংতা আর টিনের নির্মাণে দেবাস্ত্রগুলো সংগ্রহের জন্য ভাসানের আগে জোর কাড়াকাড়ি চলে আমাদের মধ্যে! কে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে দেবীর যুদ্ধাস্ত্র? মহানন্দার নিরঞ্জন ঘাটে অল্পবয়সি দেহাতি ছেলেমেয়েরাও ভাসানের সঙ্গে সঙ্গেই মা দুর্গার পোশাক, দেবাস্ত্র, কাঠামো সবকিছু লুটেপুটে নিতে জোর লড়াই চালায়। এতে ওদের পেটের জোগাড় হয় বুঝি। তখনও ঘাটে নামান হয়নি মা দুর্গাকে। দেখি হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চা ছেলেটার চোখ চকচক করছে মা দুর্গার দেবাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে।

'এই নাম কীরে তোর?'

'সানি!'

'সানি কী?'

সানি তার পদবী বলে।

'তার মানে তো নীচু জাত। মার অস্ত্র নিতে এসেছিস যে বড়?'

সানি আমার উত্তর দেওয়ার তোয়াক্কা না করে ছোঁ মেরে ওর কাঙ্ক্ষিত দেবাস্ত্রটি হাতে নিয়েই ঝাঁপ দিল নদীর জলে। দেখি দুর্গার হাতে থাকে কেড়ে নেওয়া সেই তিরধনুকের ফলায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। আর সেই ছেলেটি সাঁতরে নদী পার হচ্ছে!

'কে আছ? শুনতে পাচ্ছ? মা'র হাতের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে!'

অস্ত্রের ঝংকার

পনেরোর পাতার পর

'বিশ্বকর্মার চার হাতে যে অস্ত্রগুলো আছে সেগুলোও তাহলে প্রতীক?'

'অবশ্যই। কিন্তু চারখানা হাতের সবগুলোয় অস্ত্র নেই। বিশ্বকর্মার হাতে সাধারণত বেদ, কমণ্ডলু, মাপকাঠি বা তুলাদণ্ড ও হাতুড়ি এই চারটিই থাকে। জ্ঞান, সৃষ্টি, পরিমাপ ও ভারসাম্য এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রতীক হিসেবেই এগুলো থাকে। হিন্দু পুরাণ ও লোকশিল্পে বিশ্বকর্মা হলেন দেবতাদের কারিগর ও স্থপতি। যাকে বলে ইঞ্জিনিয়ার। মানুষের সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার পথে বিকাশের পথে কারিগরিবিদ্যা ও সৃজনশীলতা অন্যতম শক্তি। ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব পড়ছ তো! জানো তো, নরওয়ে দেশে থর নামে একজন দেবতা আছেন, যাঁর হাতেও হাতুড়ি থাকে। কিন্তু বিশ্বকর্মার হাতুড়ি সৃষ্টি ও স্থাপত্যের প্রতীক আর থরের হাতুড়ি যুদ্ধাস্ত্র। এরকম অনেক হিন্দু দেবদেবীর হাতেই নানারকম অস্ত্র দেখতে পাবি, যা নিয়ে প্রশ্ন করলি। আচ্ছা সামনেই তো দুর্গাপুজো। দুর্গা হলেন তিনি যিনি আমাদের দুর্ভোগ দুর্গতি ইত্যাদি থেকে উদ্ধার করেন। তাঁর দশ হাত দশ দিক থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য প্রসারিত। দেবী দুর্গার হাতের একটা অস্ত্রের নাম বল তো…'

একমুহূর্ত না ভেবেই মৃত্তিকা বলল, 'ত্রিশূল! অপূর্ব লাগে আমার ওটা হাতে দেবীমূর্তি।'

'আচ্ছা বেশ, ত্রিশূল দিয়ে দুর্গা বধ করলেন মহিষাসুর আর তাঁকে দশ হাতে দশ রকম অস্ত্রশস্ত্রে সাজালেন বিভিন্ন দেবতা। ওই যে মহালয়ায় শুনিস দশপ্রহরণধারিণী, এই প্রহরণ হল আয়ুধ। এই ত্রিশূল কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং! এর তিনটি ফলা আসলে তিনটি গুণ- সত্ত্ব, তম ও রজ। তিনটি কাল- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং তিনটি লোক- স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের প্রতীক। ঠিক এভাবেই বাকি আয়ুধগুলিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।'

মৃত্তিকা মায়ের কাছে শুনতে থাকে দুর্গার হাতের বিভিন্ন আয়ুধ ও তাদের কাহিনী। যেমন সুদর্শনচক্র যা বিশ্বকর্মার সৃষ্টি আর বিষ্ণু দিয়েছিলেন দেবীকে তা এই ক্রমাগত বদলে যাওয়া ঘুরে যাওয়া সময়ের চক্রকে চিহ্নিত করে। এই 'সময়' কালের নিয়মেই দাম্ভিকের যাবতীয় অহংকার ছেদন করে সুদর্শনের মতোই। তিরধনুক শক্তি আর একাগ্রতার মিলিত লক্ষ্যভেদকে বোঝায়। ইন্দ্রের দেওয়া বজ্র হল অটুট মনোবল আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক যা বিপদে স্থির থাকার আর মুক্তির পথ দেখায়। কুঠার বা খাঁড়া যা মহাকালীর হাতেও দেখা যায় আসলে সমাজ থেকে অন্যায় দূর করে শুভশক্তির সূচনার কথা বলে। গদা আনুগত্য সংযম আর শক্তির প্রমিত ও যথাযোগ্য ব্যবহারের প্রতীক, যা হনুমান এবং ভীমেরও হাতে থাকে। নাগপাশ নিজের চঞ্চল মনকে বেঁধে অনিয়ন্ত্রিত কামনা দমন করে বশে রাখার দ্যোতক। আর শঙ্খ ও পদ্ম আপাতভাবে আয়ুধ না হয়েও আসলে গভীর অর্থ বহন করে। শঙ্খধ্বনি সমস্ত নেতিবাচকতা দূর করে, ওঁকার ধ্বনির প্রতিধ্বনির মধ্যে দিয়ে, এমনটাই বিশ্বাস করা হয়। পদ্ম প্রতিকূলতায় জন্মেও পবিত্রতার কথা বলে। এই সবগুলিই বিভিন্ন দেবদেবীর হাতে কোনও না কোনওভাবে ব্যবহৃত হয়। দেবী দুর্গা নবমীর দিন অসুরবধ করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই দিনটি আয়ুধপুজোর দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়, যেমন কর্ণাটকে। একইভাবে মহাদেব কার্তিক গণপতি প্রত্যেকের হাতের অস্ত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

মায়ের কাছেই মৃত্তিকা শুনে নেয় ভ্রামরীদেবীর আখ্যান ও তাঁর অদৃশ্য অস্ত্র সহস্র ভ্রমর যাদের তিনি অরুণাসুরকে ধ্বংস করতে ব্যবহার করেছিলেন বলে পৌরাণিক গাথায় পাওয়া যায়। শোনে ভাণ্ডানিদেবীর অপূর্ব কাহিনী যিনি মতান্তরে বনদুর্গা, যাঁর হাতে নানা অস্ত্রের সঙ্গে শোভা পায় শস্যভাণ্ডারের কথাও। দেবদেবীর বিভিন্ন লৌকিক রূপে এই আয়ুধগুলি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নানা চিহ্ন বহনও করে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কথায় কথায় কখন বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক। সুমেধা ব্যস্ত হোন, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। মেয়ের সঙ্গে গল্পে নিজেও যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিলেন কোথাও। দিদিমণি হওয়ার এই এক রোগ, বিস্তারিত না বলে শান্তি নেই!

মৃত্তিকা ছাড়ে না, 'কিন্তু মা, মহিষাসুর বধ তো হয়ে গেছে। এখন এই অস্ত্রশস্ত্র হাত থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না মা দুর্গা? এগুলো দিয়ে কী বধ করবেন এখন?'

'কী বলছিস তুই! আমাদের আসল লড়াইটা কিন্তু বাইরের কোনও অসুরের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের ভেতরেই তো বাস করে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য- এই ষড়রিপু। দেবদেবীদের এই অস্ত্রগুলো হল মনের ভেতরের এই কুপ্রবৃত্তি এবং অজ্ঞানতাকে দূর করার হাতিয়ার। নিজের মনের নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক চিন্তাগুলো বধ করতে না পারলে মা দুর্গার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে ভক্তি দেখালে মা খুশি হবেন না। আর অন্যদিকে ভেবে দ্যাখ, একজন নারীকে আজও কত রকম অসুরের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, ঘরে বাইরে সর্বত্র। আসলে মহিষাসুর বধ তো অহংকার দম্ভ আর অশুভশক্তির পতন। অনেক রকম আয়ুধ আজও প্রয়োজন। অস্ত্রের প্রতীকের আড়ালে রূপকার্থে যে গুণগুলোর কথা বললাম, সে সবগুলো থাকা দরকার যুদ্ধ জয়ে।'

'মা সরস্বতীর হাতে কিন্তু কোনও অস্ত্র থাকে না, তাই না? আর মা লক্ষ্মীরও…'

'সরস্বতীর হাতেই সবচেয়ে বড় আয়ুধ যে রে। জ্ঞানের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছুই নেই কারণ হিংসা বা শক্তি দিয়ে যে জয় তার স্থায়িত্ব নেই। বিদ্বানের পুজো সর্বত্র আর প্রকৃত জ্ঞানীর অস্ত্র তাঁর প্রজ্ঞা। জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞার দিকে যেতে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে শিখতে হয়। সম্পদের দেবী লক্ষ্মীও অস্ত্র নয়, সৌন্দর্য আর শান্তির কথা বলেন। তাইই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অর্থলাভের জন্য অস্ত্রধারণ জরুরি নয়। আর একটা কথা মনে রেখো, দেবদেবীদের হাতে অস্ত্রের সঙ্গে আরও একটা জিনিস থাকে। তা হল বরাভয় বা আশ্বাস। তা পার্থিব হোক বা আধ্যাত্মিক। যে কোনও ঈশ্বরমূর্তিতে এই বাণীই অন্তরালে থাকে যে ক্ষমতাবানের কাজ যেমন রক্ষা করা তেমনই নিরাপত্তার বোধ দেওয়াও। এই আশ্বাসটুকুর ভরসাতেই মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। অস্ত্রের ঝকঝনানি পেরিয়ে তাই ভক্তের চোখে পড়ে ওই অভয়মুদ্রা। সেখানেই সমর্পণ করেন তিনি নিজেকে। সেখানেই যোদ্ধা দেবী মা হয়ে যান।'

'ঠিক যেমন হাজার শাসনের পরেও বা তোমার রাগি দিদিমণি রূপের আড়ালেও থাকে তোমার আদরের স্পর্শটা'

… মা মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে হাসতে থাকেন। শরতের রাঙা আলোর মতো সে হাসি ছড়িয়ে যায় উঠোনের শিউলিতলায়, অজস্র সাদায়।

বৈচিত্র্যময় জীবন

পনেরোর পাতার পর

নতুন জামাপ্যান্টের সঙ্গে সবার চেয়ে আলাদা দেখতে জুতো পরে সন্তুষ্ট থাকতে হত। অসিত খোঁড়া পা নিয়েই দুর্দান্ত দৌড়াতে পারত। অনেক সমবয়সিরাই তাকে 'তৈমুর লং' বলত। এজন্য অসিত দুঃখ পেত কি পেত না সরাসরি তার বন্ধুরাও বোঝেনি কখনও। এরপর যখন অসিত ফুটবল নিয়ে মাঠে দুর্দান্ত বেগে ছুটে চলত, কেউ তাকে ড্রিবল করেনি, কেউ তাকে ট্যাকেল করেনি কখনও। কেননা বল ছেড়ে ওই গোল পায়ের শট বিপক্ষের খেলোয়াড়ের পায়ে এসে লাগলে তাকে বেশ কয়েকদিনের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হত। অসিতের এই খোঁড়া পায়ের জন্য দূরদূরান্তের শহরের ক্লাবও 'হায়ার' করে নিয়ে যেত। ছাত্রাবস্থায় হাতখরচ দিব্বি উঠে যেত। প্রতিবন্ধী এবং ভালো খেলোয়াড় হওয়ার সুবাদে অসিত আজ ভারতীয় রেলে কর্মরত।

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে আমরা পাই ধোপাবাড়ি থেকে আনা কোটের পকেটে হর্ষবর্ধন কিছু টাকা পায়। সেই পাওয়া টাকাই তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। ওই টাকা ক'টির জোরেই সে ব্যবসায় ঝুঁকি নিতে শুরু করে এবং যার ফলে সে অসমের জঙ্গলের সফল কাঠ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনে হঠাৎ প্রাপ্তি অনেক সময়ই বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগায়। আবার তিলতিল করে জমানো টাকাও মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। সারাজীবন ধরে টাকা জমিয়ে 'কিপটে মাস্টার' বদনাম কুড়িয়েছিলেন অকৃতদার ভূপতি স্যর। সংসার নেই, তবুও দিন শেষে বিপুল অঙ্কের ব্যাংক ব্যালান্সে জীবনের সাফল্য দেখেছিলেন। গচ্ছিত অর্থ ভূপতি স্যরের প্রথম জীবনে ছিল বাঁচার শক্তি, জীবনের অন্তিমলগ্নে যখন টাকাপয়সার আর কোনও মূল্য থাকে না তখন তা হয়েছে পরোপকারের অস্ত্র। তিনি ট্রাস্টি করে সেই টাকা গরিব ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য দান করে নিজে উধাও হয়ে গেলেন কাউকে কিছু না জানিয়ে।

নিজের সৃজনাত্মক ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কত মানুষ সীমাবদ্ধতাকে জয় করে যাচ্ছেন। যৌবনের শুরুতেই স্টিয়ারিং হাতে নিতে হয়েছিল উমেশকে। সেই শুরু। রাতবিরেতের হাইওয়ে হয়ে গেল তার ঠিকানা। দিনেরবেলা লাইন হোটেলের খাটিয়ায় কাটিয়ে সারারাত দশ চাকার ট্রাক নিয়ে হাইওয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে তার সফরই হয়ে গেল তার পরিচয়। হাতে যখন অ্যান্ড্রয়েড সেট এল উমেশ কত কত ভিডিও করে ছাড়তে লাগলেন ইউটিউবে। যে জায়গায় কেউ যায় না, উমেশকে যেতে হয়। কয়লা খাদান, পরিত্যক্ত চুন ফ্যাক্টরি, দিঘার সামুদ্রিক মাছের বাজার, প্রতিবেশী দেশের চেকপোস্ট, বন চিরে যাওয়া সবুজ অন্ধকারে ডুবে থাকা রাস্তা, রাজস্থানের মরুপথ। একেক জায়গায় গিয়ে একেক জিনিস রান্নার ব্লগ। শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে দু'দিন যখন পেঁয়াজ নিয়ে আটকে ছিলেন তখন বাংলাদেশের ইলিশ মাছ ট্রাকের নীচে রান্না করে তার ভিডিও আপলোড করে। তার মতো অন্যান্য ট্রাকের ড্রাইভার খালাসিদের রাস্তার জীবনকে উমেশ মোবাইলবন্দি করে। কোনও কোনও ভিডিওর ভিউ চার কোটিরও বেশি। একজন ট্রাক ড্রাইভারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে করতে উমেশ হয়ে উঠলেন প্রখ্যাত ইউটিউবার। ট্রাক চালিয়ে মাসে যে আয় হয় ইউটিউব থেকে তার চারগুণ আয় হল শুধু বিচিত্র সব অভিজ্ঞতাকে অস্ত্র করে।

মানুষের আঁকড়ে ধরা জীবনই তার রণভূমি, অস্ত্র হল নানা গুণাবলি। কেউ নিজের ভিতর উঁকি দিয়ে তার খোঁজ পায়, কেউ হয়তো সারাজীবনেও পায় না। পায় না কেননা সে নিজেকে আবিষ্কার করতে জানে না। একবার অস্ত্রের সন্ধান পেয়ে গেলে তার মতো যোদ্ধা আর কেউ হয় না। জীবন তাঁকে কুর্নিশ করে। সারা দুনিয়া তাকে অভিবাদন জানায়।

পিতৃস্নেহ

অম্বরীশ ঘোষ

-এআই

ছোটগল্প

ময়ালের মতো বিছিয়ে থাকা সুভাষপল্লির কালো পিচের রাস্তাটার ধারে সুদেব চট্টোপাধ্যায়ের দোতলা বাড়ি। আজ পর্যন্ত বাড়িটির আভিজাত্য বিষয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। ঘনঘন রং বদলায় বাড়ির ভেতরের ও বাইরের দেওয়ালগুলো। শুধু রং বদলাতে দেখা যায়নি বাড়ির ভেতরের মানুষগুলোর। সহজ, সুন্দর, সাবলীল জীবনযাত্রার রং। বাড়ির সামনের দিকে এক চিলতে ফুলের বাগান পেরোতে গিয়ে মন ভরে ওঠে। নানান প্রজাতির গাছগাছালি বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের ব্যানার নিয়ে হাজির দোতলার ছাদেও। নাইট কুইনের স্নিগ্ধ সতেজ আস্ফালন দেখতে আসেন দু'চারজন প্রতিবেশীও। চায়ের কাপ হাতে গল্পের ওপাশে তখন স্বমহিমায় খিলখিলিয়ে ওঠে নাইট কুইনেরা। তবে বয়স্ক প্রতিবেশীদের এমন সুযোগ যে সর্বক্ষণ বা প্রতিদিন হয় তা কিন্তু নয়। যখন সুদেববাবু বাড়িতে আসেন একমাত্র তখনই এই চাতাল-গোষ্ঠীভুক্তরা চায়ের কাপ নিয়ে এমন আড্ডার সুযোগ পান। বাগানের বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে সামলান সুদেববাবুর স্ত্রী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়। তবে সুদেববাবু এই বিষয়ে মানসিকভাবে পাশে থেকেছেন সবসময়। ব্যবসাটা অন্যত্র হওয়াতে মাসে দু'একবার বাড়িতে থাকার সুযোগ হয় সুদেববাবুর। বাকি সময় কর্মক্ষেত্রের পাশেই এক ভাড়াবাড়িতে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী আগে সেখানেই থাকতেন। ছাড়াছাড়িটা হয় তুতুনের একটু বড় হওয়ার পর। তুতুন সুদেববাবুর একমাত্র সন্তান। তুতুন যখন একটু একটু করে বড় হচ্ছিল তখনই সিদ্ধান্তটা গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত বলতে শুধু পৃথক পৃথক বসবাসই নয়, সুদেববাবুর পৈতৃক বাড়িটা নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত। ব্যবসাক্ষেত্রের আশপাশে ভরসা করার মতো স্কুল নেই। তার পাশাপাশি স্ত্রীর বিচারে পরিবেশটা ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঠিকঠাক থাকলেও পড়াশোনা ও সংস্কৃতিমনস্কতার দিকে একেবারেই মিসম্যাচড। অগত্যা আমি হেথায়, তুমি হোথায়।তুতুনের জন্ম হয়নি তখনও। তুতুন মাতৃগর্ভে। সুদেববাবুর সে কী লাফালাফি! তাঁর মন বলছে যে ঘরে লক্ষ্মী আসছে! মেয়ের নাম ঠিক করে রাখা, গোটা দুয়েক ডাকনাম বেছে রাখা, কী করেননি তিনি! নাম নির্বাচন কী আর নিমেষে হয়েছে! রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে সুনীল, বুদ্ধদেব সব ঘেঁটেছেন। রবীন্দ্রসমগ্র জুড়ে জাল ফেলেছেন। ওঁর স্ত্রী যে বিষয়টা সবসময়ই ভালোভাবে নেননি সেটাও স্বাভাবিক। তবে খুব অখুশি আর অতি বিরক্ত না হওয়ার কারণ তো একটা ছিলই। বেশিরভাগ মানুষই যখন ছেলে ছেলে করে অসহ্য আদিখ্যেতা দেখায়, সেখানে ওঁর স্বামীর এই কন্যাপ্রীতিটা আর যাই হোক ক্ষমার অযোগ্য নয়।

দুই

সুদেববাবুর তিন ভাইয়ের ঘরেই ছেলে। ওর মনের ফাঁকা স্থানটার বিষয়ে অঞ্জলিদেবী যে ভাবেন না তা নয়। তুতুন একটু বড় হওয়ার পর থেকেই অঞ্জলিদেবী বিষয়টা তুতুনকে বুঝিয়ে বলেছেন। বারবারই বলেছেন। প্রথমেই যে তুতুন বিষয়টা বুঝে গেছে তেমনটা মোটেও নয়। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিষয়টার গভীরতাও অনুধাবন করতে পেরেছে কোনও অভিমান ছাড়াই। ওর এখন সাতাশ। তুতুন বাবার বিষয়টা বুঝতে পারে, মনটাকে পড়তে পারে। মায়ের সঙ্গে একান্তে গল্পগুজবের সময় মায়ের কাছ থেকে একটা সমাধান তুতুন বার কয়েকই পেয়েছে। ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ করার দায়িত্বটা বাবার। সুদেববাবু চেয়ে এসেছেন যে ঘরে একটা লক্ষ্মী আসুক। ফলে ছেলে ও মা মিলে একদিন ডাইনিং টেবিলে সুদেববাবুর ওপর দায়িত্বটা দিয়েই ফেলল। সামনাসামনি একটু হেসে দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ছাদে গিয়ে একান্তে আনন্দটা উপভোগ করলেন সুদেববাবু। ঘরে একটি মেয়ে আসবে পাকাপাকিভাবে। একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা আসবে এবং তার নির্বাচন ও আনয়নের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। এটা তো ভীষণই এক্সাইটিং ব্যাপার! তবে বিষয়টা ততটা সহজও নয়।

আজকালকার অনেক মেয়েকে দেখলেই মাঝেমধ্যে ভয়ও করে সুদেববাবুর। সেদিনই তো সন্ধ্যায় একটু হাঁটাহাঁটি আর জগিং করার সময় দেখলেন দুটো পাকা গোছের মেয়েকে। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর আরও তিন-চার ছোকরার সাথে বসে বসে গাঁজা টানছে আর অহংকারী ধোঁয়া ছাড়ছে। পাশেই হাঁটছিলেন কৃশানু বসাক। সুদেববাবুর বাল্যবন্ধু। ধাঁ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সুদেব! কী বোঝো?' অন্য একদিন স্ত্রীকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন চার চাকায়। পাশ দিয়ে এক ছোকরা ছেঁড়া জিন্স পরে বাইক হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইকের পেছনে এক রঙিন চুলের মেয়ে। তার হাতে একটা বিয়ারের বোতল। বাইকটা এগিয়ে যেতেই সে ঢোঁক গিলতে শুরু করল বোতলের মুখে। অসহায়ের মতো কঁকিয়ে উঠল স্ত্রী অঞ্জলি, 'হ্যাঁ গো! এগুলো আজকাল কী দেখছি! কী হবে গো!' সেদিন স্ত্রীকে কোনও উত্তরই দিতে পারলেন না সুদেববাবু। শহরের পার্কে যাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছেন উনি। মেয়েগুলো টাইট জিন্স চাপিয়ে ছেলেদের ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে বসে থাকে। লোকজনের সামনেও কোনও লজ্জাশরম নেই। এই নির্লজ্জ মেয়েগুলো ভবিষ্যতে অন্য একটা ঘর সামলাবে! সন্তানকে সুশিক্ষা দেবে! মনোযোগ দিয়ে সংসার করবে! আঁতকে ওঠেন সুদেববাবু। ভয় হয় তুতুনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার আশার আলো দেখেন। আরে জগতের সব মেয়ে তো আর এইরকম ট্যাঁকাবাঁকা টাইপের মেয়ে না। ভালো মেয়েরা এখনও আছে বলেই না সংসার নামক সর্ববৃহৎ ধর্মটা শেষ হয়ে যায়নি, পচাগলা হয়ে যায়নি একেবারে। ফলে এই সংসারধর্ম রক্ষক একটি ফুটফুটে মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। সে-ই হবে ছেলের বৌ এবং পাশাপাশি তাঁর এবং অঞ্জলির মেয়ে। সুতরাং 'এখন আর দেরি নয়'। একেবারে চিরুনি তল্লাশি চালালেন সুদেববাবু। স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করেননি, তা নয়। তবে সিদ্ধান্তের ধাক্কাগুলো নিজেই দিচ্ছিলেন।

অবশেষে সুমেধা নামের মিষ্টি মেয়েটার খোঁজ পেলেন সুদেববাবু। আরেক বাল্যবন্ধু কপিল মোহন্তই খোঁজটা দিলেন তাঁকে। তিন মাসের গোয়েন্দাগিরির পর নো অবজেকশন সিলমোহর বসালেন। আর মেয়ের বাড়ি খোঁজখবর নিলে তুতুনকে যে পছন্দ করবেই সেটা বিশ্বাস ছিলই তাঁর। দিনক্ষণ ঠিক করে আয়োজনে-আড়ম্বরে-আন্তরিকতায় ঘরে লক্ষ্মী নিয়ে এলেন সুদেববাবু। সুমেধার শ্বশুর-শাশুড়ি ভাগ্য যে ভালো হবে এ তো নির্ধারিতই ছিল। নামে 'সু' শব্দটা সরে গেল আর 'মেধা' শব্দে বাড়ির পরিমণ্ডল মেধাময় হয়ে উঠল। অঞ্জলিদেবী সব দেখেন আর মুখ টিপে টিপে একা একাই হাসেন। লোকটার কন্যাপ্রাপ্তিটা যে অন্তত হল সেটাই শান্তির, সেটাই স্বস্তির। সুমেধাও তার মেধা ও হৃদয় দিয়ে এটুকু বুঝতে পারল যে সত্যিই আরেকজন বাবাকে পেয়েছে। এই সম্পর্কের মধ্যে কোনও ভণ্ডামি নেই, নেই অতিরঞ্জকতা।

তিন

সুমেধা পাশের শহরেরই মেয়ে। বাবা সুশোভন চক্রবর্তী পেশায় ডাককর্মী। মা অন্তরা চক্রবর্তী গৃহবধূ। সুমেধা একমাত্র মেয়ে বাবা-মায়ের। একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা-মায়ের মনে উঁকি দেওয়া প্রকট বা প্রচ্ছন্ন দুশ্চিন্তাও মিটে গেল। এরই নাম জগৎসংসার। সুখ-দুঃখকে আনুপাতিকভাবে ভাগ করে দেওয়া আছে এখানে। ভাগ করার এই দায়িত্বটা অদৃষ্টের ওপর। মানুষ আর বিজ্ঞান মিলেও নাকি তার সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। চক্রবর্তী পরিবারও পারল না। মেয়ের বিয়ের দেড় বছরের মাথাতেই ইহলোক ছাড়লেন শোভনবাবু। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। না আত্মীয়পরিজন, না চিকিৎসক কেউই বেশি সময় পেলেন না। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে নিজের অস্তিত্বকে ইতিহাস বানিয়ে বাবার চলে যাওয়াটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না সুমেধা। তার ওপর আবার মায়ের জন্য চিন্তা। প্রথম এক-দেড় মাস দু'চারজন আত্মীয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সঙ্গ দিলেও পরবর্তীতে কেউই আর সেভাবে সময় দিতে পারছিল না। দুঃখটা একটু সয়ে ওঠা পর্যন্ত, এই একাকিত্বে একটু অভ্যস্ত হয়ে ওঠা পর্যন্ত সুমেধা মাকে নিজের কাছেই রাখবে ঠিক করল। সানন্দে রাজি হয়ে গেল তুতুন, সুদেববাবু এবং অঞ্জলিদেবী। সুদেববাবু একান্তে স্ত্রী-পুত্রকে বিশেষভাবে সঙ্গ দিতে অনুরোধ করলেন সুমেধার মাকে। সুমেধার নির্ভর এবং ভরসার একটা বিশেষ স্থান হয়ে উঠল সুদেববাবুর সুবৃহৎ হৃদয়টা। সুমেধার মায়েরও মেয়ের বাড়িতে আসার পর মনে হল যে তিনি যেন আপন দাদা-বৌদির বাড়িতেই এসেছেন।

দুজন মায়ের স্নেহ-ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে উঠল তুতুন। একই অবস্থা সুমেধার। তিন-তিনটে মানুষ যত্নে পাটিসাপটার মতো মুড়িয়ে রেখেছে তাকে। সাথে তুতুনের ভালোবাসার অটুট বন্ধন তো আছেই। দোতলার একটি ঘরে থাকেন সুদেববাবু এবং তাঁর স্ত্রী। অপর ঘরে থাকে তুতুন এবং সুমেধা। সুমেধার মা থাকেন একতলার সবচেয়ে সুন্দর সুসজ্জিত ঘরটাতে। স্বাভাবিকভাবেই সুমেধাও দিনের মধ্যে অনেকটা সময় থাকে একতলায় মায়ের ঘরে। মাকে সান্ত্বনা দেওয়া, একাকিত্বের ভাবনা সরাতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া, বাবার নানান স্মৃতিগুলো একান্তে আলোচনা করা, সব মিলিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় সুমেধাকে। প্রথম প্রথম অসুবিধে না হলেও মেধাহীন সুদেববাবু একটু ছটফট শুরু করলেন কিছুদিন পর থেকে। নিজের বংশে এতগুলো ছেলে! অথচ একটা ছেলে সুমেধার বাবা-মায়ের থাকলে এই বিষয়টা হত না আজ। সুমেধা মাঝেমধ্যেই চা দিয়ে যেত তাঁকে। আক্ষেপ করে পরিস্থিতির কথা শোনাত। ওঁকে আগের মতো সময় দেওয়ার অপারগতার কথা বলত। সুদেববাবু সান্ত্বনা দিলেন তাঁর মেধাকে। বাবা কি মেয়ের উপর রাগ করতে পারে! আর সুমেধার মাকে এই মুহূর্তে সময় দেওয়াটা বৃহৎ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

চার

সুমেধার মা সুগারের পেশেন্ট। সন্ধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে হাঁটতে বের হতেন। শোভনবাবু নিজেও সুগার-জর্জরিত। ফলে সান্ধ্যভ্রমণ নিজ গরজে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। অপরের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবেও অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। স্বামী চলে যাওয়ার পর অনেকদিন হাঁটা হয় না। ফলে সুমেধাকে অফিস ফেরত বরের কাছে পাঠিয়ে হাঁটতে বের হচ্ছেন দু'তিনদিন ধরে। ছয়টা নাগাদ বেরিয়ে সাতটা নাগাদ ফিরে আসা। তুতুন ওঁকে বাঁধের দিকটার কথা বলে দিয়েছে। খুব নিরিবিলি আর দূষণমুক্ত পরিবেশ। নদীর হাওয়াবাতাস আর আলো-আঁধারি এই পরিবেশটা মন্দ লাগে না ওঁর। জীবনের আলো আর অন্ধকারগুলো যেন লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। কাকে কত শতাংশ জীবনের যাপন দেবেন হিসেব যেন আর মেলাতে পারেন না উনি।

গতকাল সন্ধ্যায় একটা ঝড় নেমে এল। ঝড়ের তাণ্ডব একেবারে আছড়ে পড়ল চট্টোপাধ্যায় পরিবারে। ছয়টা নাগাদ বেরিয়ে সাতটায় ফিরে এলেন না সুমেধার মা। আটটাতেও যখন ফিরে এলেন না, তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল সকলে। বাঁধ বরাবর বাইক ছুটিয়ে ফিরে এল তুতুন। সুমেধার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন সুদেববাবু আর তাঁর স্ত্রী। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ালেন এই গলি, সেই গলি। পরিচিতরাও বেরিয়ে এলেন। এগারোটা নাগাদ সুমেধাকে সঙ্গে নিয়ে তুতুন পৌঁছাল পুলিশ স্টেশনে। পুলিশের তল্লাশি শুরু হলেও রাতে কোনও সুরাহা হল না। অস্থির রাত গড়াতে গড়াতে ধাক্কা খেল সকালে। ডোরবেলটা বেজে উঠল। এক ছুটে সকলে বেরিয়ে এল বাইরে। পুলিশ! একটা বডি পাওয়া গিয়েছে বাঁধের নীচের ঝোপে। এবারে সুমেধাকে সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছিল সুদেববাবুকে। মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সকলে ছুটল বাঁধের দিকে। মৃতদেহটির কাছে পৌঁছেই উন্মাদের মতো কাঁদতে লাগল সুমেধা। মায়ের মৃতদেহ। মাথায় রডজাতীয় জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মৃতদেহের দুই হাত থেকে উধাও দুটো সোনার কঙ্কণ। সুমেধার স্পষ্ট মনে আছে, বাবা এই কঙ্কণজোড়া মাকে এক বিবাহবার্ষিকীতে গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাবা মাকে বলেছিলেন যে মধ্যবিত্ত স্বামীর এই উপহারটা যেন কখনও উনি নিজের থেকে আলাদা না করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান যে ওই কঙ্কণ দুটোর জন্যই দুষ্কৃতীরা খুন করেছে ভদ্রমহিলাকে। মৃতদেহ পাঠানো হল পোস্টমর্টেমে। পোস্টমর্টেম শেষে মৃতদেহ পৌঁছাল শ্মশানে। তুতুন অন্যান্য সমব্যথীদের সাথে শ্মশানে গেল। বাবার মতো মায়ের মুখাগ্নিও সুমেধাই করবে। তুতুন আগেও এই সাহসটা দিয়েছিল সুমেধাকে। এখন মায়ের ক্ষেত্রেও সাহস দিল। ও নিজেও গেল শ্মশানে। অঞ্জলিদেবীর প্রিয় এক বান্ধবী ছুটে এসেছেন। উনি আর অঞ্জলিদেবী বসে আছেন একতলার বৈঠকঘরে।

দোতলায় একা সুদেববাবু। কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালেন ঘরের এ-প্রান্ত সে-প্রান্ত। এবার গিয়ে আটকে দিলেন দরজাটা। তারপর চিলেকোঠার ঘর থেকে একটা ঝোলা টেনে বের করলেন। ঝোলার চেন খুলে বের করলেন মোটা ছোট লোহার রড। বের করলেন একজোড়া সোনার বালা। আয়নায় নিজের লাল চোখগুলোর দিকে তাকালেন। আয়নায় দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত রূঢ় ভাবভঙ্গির দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠা এক অন্য সুদেব চট্টোপাধ্যায়কে। এক অচেনা সুদেব চট্টোপাধ্যায়কে। লাল কর্কশ চোখের সেই সুদেব চট্টোপাধ্যায় দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'আমার মেয়ে শুধু আমারই।'

উত্তরের কবিমুখ

বিমলকুমার টোপ্পো

আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশার লস্করপাড়ায় বিমলকুমার টোপ্পোর জন্ম ১৯৫০ সালের ২০ মার্চ। পড়াশোনা শুরু রায়ডাক চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৭০ সালে আলিপুরদুয়ার জংশনের সেন্ট জোসেফস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। চাকরিসূত্রে ধাওলাঝোরা বস্তিতে বসবাস শুরু হলেও বাপদাদার আমল থেকে চলে আসা কৃষিকাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয়নি। চাকরির আগে, চাকরির সময় এবং অবসরগ্রহণের পরেও কৃষিকাজ আজও তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

স্কুলে পড়ার সময় ১৯৬৮-'৬৯ সাল থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য হাস্যকৌতুক লিখতেন ও অভিনয় করতেন। ১৯৭১-'৭২ সাল থেকে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা শুরু। প্রথমে ছোটগল্প ও প্রবন্ধ, পরে নাটক এবং শেষপর্যন্ত কবিতায় নিজস্ব স্বর খুঁজে পান। ১৯৭২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত হিন্দি, সাদরি ও কুরুখ ভাষায় ১৪টি নাটক লেখার পাশাপাশি নির্দেশনা ও অভিনয় করেছেন। তাঁর 'কোড়া রাজী', 'নাম্হায় খেঁস' ও 'পুনা বিল্লি' নাটক রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে।

২০০৫ সাল থেকে প্রমোদ নাথ, পবিত্র ভূষণ সরকার সহ কবি-লেখক বন্ধুদের প্রেরণায় কবিতা লেখায় আরও মন দেন। কুরুখ ভাষায় তাঁর কবিতার সংকলন 'নির্বাচিত কুরুখ কবিতা' বাংলা অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি হিন্দি, সাদরি ও বাংলাতেও কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মান। জাকিরউদ্দিন সরকার স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তাম্রপত্র সহ গুণীজন সম্মাননা, কুরুখ ভাষা প্রসারে আজীবন অবদানের সম্মাননা, ঝাড়খণ্ডি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আখড়া সম্মান, সিঞ্চুলা পুরস্কার এবং উত্তরবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি সম্মান সহ একাধিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁকে নিয়ে কিছুদিন আগে 'তারারা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা, মাটি ও কৃষিজীবনের সঙ্গে গভীর যোগই তাঁর কবিতার স্বরকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। কুরুখ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তার এবং রক্ষার্থে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।

এক কাপ চা

মহাশয়, সকালে উঠেই খাও
পালং চা, বেড টি
গরব চা-এর চুম্বনের সাথেই
আরম্ভ হয় তোমার দিনচর্যা।
তুমি জানো কি?
আমার অকুশল হাতে
শীত, গ্রীষ্ম বর্ষায় ভিজে
তুলি চা-এর সবুজ সবুজ
দুটি পাতা একটি কুঁড়ি
যত্ন সহকারে।
বাচ্চাকে অভুক্ত রেখে
শ্রম করি তোমার জন্য
আমার ঘাম ও রক্তের মিশ্রণে
তৈরি হয় এক কাপ চা।
এই চা-এ লুকিয়ে আছে
অতীতের বেদনাদায়ক ইতিহাস
বঞ্চনা, অমর্যাদিত বর্তমান ও
অনিশ্চিত ভয়াবহ ভবিষ্যৎ!

কবিতা

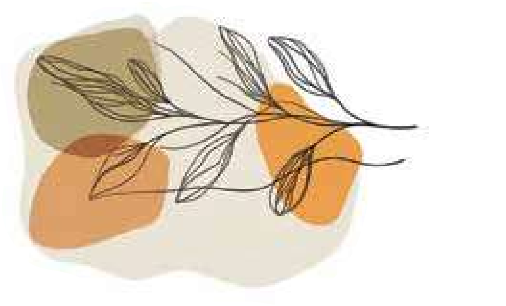

ভাঙন

সুশীল মণ্ডল

ভাঙনে মাটি নিয়ে গেছে
গাছ নিয়ে গেছে, গাছের শিকড়
মানুষের শিকড়ও ভেসে গেছে
যার সঙ্গে বাঁধা থাকে মায়া মমতা
এবং প্রাণের মধ্যে প্রাণ।

জল এখন পাথরের চেয়ে ভারী
ঠেলে সরানো যায় না
জলের শিকড় ঢুকে গেছে টুটুলের স্কুল ব্যাগে
জলের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছে মহাজনের কাছ থেকে পাওয়া
অসত্য হলুদ কাগজখানি, যে কাগজ নস্যাৎ হলে
ধারের টাকা ফুলেফেঁপে হয় দ্বিগুণ।

ভাঙনের ভাঙা রাস্তা ধরে কখনো-সখনো ঢুকে পড়ে চিঁড়েগুড়,
হাতের তালুতে চিক চিক করে ওঠে খিদের বলিরেখা।

পর্ণমোচী গাছের পাতা ও নির্জন হেমন্তবেলা

রঞ্জন চক্রবর্তী

পর্ণমোচী গাছের পাতার মতন ঝরে যাওয়া দিন
সময়ের বাঁধনে বাঁধতে চায় খণ্ডিত সত্তাকে,
ফেলে আসা অতীতের কিছু টুকরো স্মৃতি
দাগ কেটে যায় মনে- নির্জন হেমন্তবেলায়
চেনা সুখ-দুঃখ-অভিমান আমাকে আচ্ছন্ন করে,
জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার আগে
হাঁটুজলে ডুব দিয়ে যাচাই করে নিতে চাই
ভেসে থাকার সম্ভাবনা এখন কতটুকু,
ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়া আয়ুরেখা মনে করিয়ে দেয়
আমি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী নই, চেষ্টাও করিনি কখনও।

মা

মনোয়ারা নৌরিন

এমনও কঠিন নয়।

কিছু পরিচিত অভ্যাস
আর বেওয়ারিশ রাস্তায় ফোটা টাটকা জারুল,

খেয়াল যারা করেনি
সুগন্ধী ছোঁয়নি তারা কোনোদিন।

শরীরের ওপর তাড়াহুড়োয় জড়ানো
আটপৌরে কুটকচালে যেন শীতের ইলশেগুঁড়ি,
শুকোয় না কিছুতেই।

তবু মা থাকলে
উঠোনে অষ্টপ্রহর বেঁচে থাকে বাতি
কী আনন্দে, কে জানে।

মাঞ্জাসুতোর মিলন

দীপক বর্মন

জানি না কোন বায়নায় দাঁড়িয়ে আছি আয়নায়
শরীরে চিমটি কেটে দেখি কে বেশি আমি
দাম দিয়ে চেনা সে তো জলে ডোবা
মৃতদেহের মতো ফ্যাকাশে বোকামি।

মাড়ির দাঁতচাপা প্রতিবিম্বের কুৎসিত হাস্যভাষ
আয়নার প্রত্যাঘাতে রক্তস্রোতশরীরে ছিটকে আসে
শব্দস্ফুলিঙ্গ- হায়, তুমি এতটা নামী!

তবু দাঁড়িয়ে থাকি আয়নায়- জানি না কার অদৃষ্ট বায়নায়

দাঁড়িয়ে আছো আমি- আসো করি বিহঙ্গসুখের আলিঙ্গন
আকাশ থেকে রঙ নিয়ে ধূসর মেঘের গাঁয়ে
যা কিছু আঁকার ইচ্ছে সেসব মিনা করা জলছবি
অথবা জ্যামিতির আকার রেখাছবিদের বাড়ি
সে তো আমাদেরই ডানে ও বাঁয়ে।

দাঁড়িয়ে দেখছ আমি- ওরে ও বিহঙ্গসুখের আলিঙ্গন,
ডানাবন্ধনে উড়ন্ত ঘুড়ির নীচে মাঞ্জাসুতোর মিলন!

ঈশ্বর এসে বসে

শুভঙ্কর পাল

নদীর তীরে গেলেই আমি পাথর খুঁজি
রং বাহারি সেসব পাথর
ওদের গভীরে বহু জীবনের কলতান শুনতে পাই
পাহাড়ের গল্প, পাহাড়ের জনজীবনের গল্প
তারপর দীর্ঘ সময়ের হেঁটে যাওয়া
ইতিহাসের মিথ ভেঙে নল দময়ন্তির উপাখ্যান
কে, কাকে পরাজিত করে?
জীবনের প্রতিলিপি নিয়ে ঈশ্বর এসে বসে বোধিবৃক্ষের নীচে
অনন্ত জীবনের খোঁজ নিয়ে সে নিরাকার শিলালিপি।

অণুগল্প

নীল অ্যাকোয়ারিয়াম

নুর আহমেদ

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে সুমিত যখন ড্রয়িংরুমের সোফায় শরীরটা এলিয়ে দিল, ঘড়িতে তখন রাত আটটা।

ঘর শান্ত, কিন্তু নিস্তব্ধ নয়। উলটোদিকের ডিভানে বসা স্ত্রী রিমার স্মার্টফোন থেকে একের পর এক শর্ট ভিডিওর চটুল মিউজিক আর যান্ত্রিক হাসির টুকরো ছিটকে আসছে— সস্তা আতরের তীব্র গন্ধের মতো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে সেগুলো। সোফার অন্যপ্রান্তে দশ বছরের ছেলেটা হেডফোন কানে গুঁজে ট্যাবের স্ক্রিনে মুখ আটকে বসে আছে। চারকোনা পর্দাটা যেন ছোট্ট এক ব্ল্যাকহোল— নিঃশব্দে শুষে নিচ্ছে শৈশব।

সুমিত চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে, 'একটু জল দেওয়া যাবে?'

কথাটা ঘরের বাতাসে ভেসে গেল, কিন্তু রিমার কান পর্যন্ত পৌঁছাল না। সে তখন স্ক্রিনের ভেতর কোনও এক ভ্লগারের পাহাড়ে ঘোরার আনন্দে ডুবে আছে। সুমিতের তৃষ্ণাটা যেন শুকনো পাতার মতো খসে পড়ল কার্পেটের ওপর।

সুমিত আর দ্বিতীয়বার ডাকল না। নিজেই উঠে ডাইনিং টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিল। ধীরে ধীরে জল খেল। তারপর ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল।

সামনে আরেকটা বহুতল। সুমিত খেয়াল করল, প্রায় প্রত্যেকটা জানলার ওপাশে একটা অদ্ভুত নীলচে আলোর রাজত্ব। সেই স্মার্টফোনের মরা নীল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে একেকটা নিস্পৃহ মুখ। জানলাগুলো যেন এক একটা কাচের অ্যাকোয়ারিয়াম, আর মানুষগুলো তার ভেতরে ভেসে থাকা বোবা, নিস্পৃহ মাছ!

ব্যালকনির রেলিংয়ে হাত রাখল সুমিত। হঠাৎ পকেটের ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটা নোটিফিকেশন— সোশ্যাল মিডিয়ার কেউ একজন ওর পুরোনো পোস্টে রিঅ্যাক্ট করেছে। সুমিত ম্লান হাসল।

নিজের ঘরের এই নিরেট, পাথুরে নিঃসঙ্গতাটুকু আড়াল করার জন্যই তো ভার্চুয়াল দুনিয়ার এই হাততালি! ফোনটার স্ক্রিন লক করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে। মনে হল, এই শহরের প্রতিটি জানলা যেন একটি করে নীলচে অ্যাকোয়ারিয়াম। আর আমরা সবাই অজান্তেই তার ভেতরে সাঁতরে চলেছি।

ভিক্ষের চাল

অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

'অ্যাই বুড়ি, কোথায় যাও? ওদিকে যাওয়া যাবে না। দাঁড়াও বলেছি।' বুড়ি শোনে না পুলিশের কথা। হনহনিয়ে এগিয়ে যায় ব্রিগেডের দিকে। পুলিশ অফিসার দৌড়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, 'আরে, বুড়ি মা। শোনো। দাঁড়াও বলছি। ওদিকে যাওয়া যাবে না। আজ এখানে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। জানো না?' মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য। নীচে পায়ের কাছে ছায়াটা গুটিয়ে আছে। পায়ে ক্ষয় হওয়া হাওয়াই চটি। মুখে গভীর বলিরেখা। বুড়ি মুখ তুলে চায়। দেখে উর্দিধারী লম্বা লম্বা পুলিশ দাঁড়িয়ে। বুড়ি একবার জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকায়। বলে, 'ক্যান যাওয়া যাবে না? আমারি যাতি দাও। বুড়োটা..' কথা শেষ না হতেই পেছন থেকে আর একজন অফিসার এগিয়ে এসে বলে, 'তোমার ব্যাগে কী? বোমা নাকি?' পিছন থেকে অনেক কণ্ঠে শোনা গেল, 'থাকতেই পারে। অসম্ভব কিছু নয়। এরকম সেজে থাকে।'

একজন হঠাৎ করে ব্যাগটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অনেকটা দূরে রেখে বাকি সবাইকে সরে যেতে বলে। তিনি এসপি। অন্য অফিসার বলল, 'স্যর, কিছুক্ষণ পর মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। কোনও রিস্ক নেওয়া যাবে না। সকলে নিরাপদ জায়গায় চলে যান। আমি বম্ব স্কোয়াডকে ফোন করছি।' বাকি পুলিশরা টেনে বুড়িকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেল। বুড়ির নাম চুমকিবালা সর্দার। বয়স ছাপ্পান্ন। অপুষ্টির কারণে দেখলে মনে হয় আশি বছর। ঘরে অসুস্থ স্বামী আছে। চার ছেলে সবাই আলাদা সংসার পেতেছে। যাইহোক কিছুক্ষণের মধ্যেই বম্ব স্কোয়াড চলে এল চুমকির পলিথিনের ব্যাগ খোলার জন্য।

চুমকি এতক্ষণ রেগে ছিল এবার হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। বম্ব স্কোয়াডের লোকটা ব্যাগের ভিতর থেকে কয়েকটি কাপড়ের পুঁটলি পেল। মাটিতে উপুড় করতেই দেখা গেল চাল। বুড়ি চিৎকার করে বলে, 'ওরে শিক্ষিত মানুষের দল। আমার প্যাটে চারদিন ভাত পড়ে নাই। ওইটুকু চাল আমারে দোকানি দিল। তোরা ফেলে দিলি ধুলায়। এখন মনে হইতাছে বোম ক্যান আনি নাই।' বুড়ি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। সাইরেন বাজিয়ে পাশ দিয়ে মন্ত্রীদের গাড়ি চলে যেতে থাকে।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান।
কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

একেই বলে শুটিং?

আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

এ খেলা বিনোদনের নয়। এত বছরেও তাই সেভাবে জনপ্রিয় হল না বলেই খানিকটা মানিয়ে গুছিয়ে নিয়েছি আমরা। দুই বা তিন বছর পর তাই কোনও বড় ইভেন্টে কয়েকটা পদক ঘরে এলে খানিক আনন্দ যে হয় না তা বলি কীভাবে! গর্বের কথা খুবই ব্যক্তিগত, তাও না বলে পারি না, ক্রিকেট, ফুটবল, বক্সিং বা কুস্তির চেয়ে এ খেলায় পদক এলে, নিজেও খানিকটা জিতে যাই বৈকি!

২০০৩ সালে ডানকুনির একটা ছোট্ট শুটিং রেঞ্জে হাতেখড়ি হয়েছিল। ডিআরএসএ -ডানকুনি রাইফেল শুটিং অ্যাসোসিয়েশন। তারপর এক দশকের জার্নি সেরে অসময়ের অবসর। নিজের কথা লিখতে নয়, বরং এই গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন এ-কারণেই, যে সেই সময়টা খানিক বলে না নিলে, অন্যায় হবে। গোটা বাংলায় তখন গোটা দশ-বারো ক্লাব আর ষোলো-সতেরোটা শুটিং রেঞ্জ। রাজ্যস্তরে অংশ নেন সাকুল্যে শখানেক শুটার, আর জাতীয় স্তরে পৌঁছান উনিশ-কুড়ি জন!

এই স্টেট মিট আর ন্যাশনালের মাঝে তখন অল ইন্ডিয়া খেলা বলতে দুটি, জি.ভি.মভলঙ্কর আর অল ইন্ডিয়া স্কুল গেমস... সেখানে কোনও বছর পদক আসে, কোনও বছর তাও আসে না! চোখের সামনে নায়ক বলতে জসপাল রানা, অভিনব বিন্দ্রারা, তবে অলিম্পিকে তখনও কেউই সফল নন এক অর্থে!

এরপর এল ২০০৪, ২০০৮, ২০১২ সিলভার, গোল্ড, ব্রোঞ্জ এবং আরেকটি সিলভার! অলিম্পিক, আমাদের মতো অনেক সাধারণ মানুষেরই ঘরে পৌঁছে দিল এই খেলাকে। মনে রাখতে হবে শুধু সংবাদ নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার কৃতিত্বেও মানুষ চিনতে শুরু করল শুটারদের! তাঁদের প্রতি আস্থা বাড়ল, খেলার প্রতিও। তারপর? ২০১৬ রিও অলিম্পিকে একটাও পদক এল না শুটিং থেকে! ২০২১ টোকিওতেও কাটল না সে খরা!

অলিম্পিককে যদি সাফল্যের শিখরে রাখি আমরা, তবে কি এই প্রশ্ন যৌক্তিক নয়, যে এবার শুটিং-এর মুখ হবে কে? রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, অভিনব বিন্দ্রা বা গগন নারাং-এর পর, ভারতীয় শুটিং-এর মুখ হয়ে তাহলে কি আর কেউ এলেন না? এলেন। মনু ভাকের! না, কেবল ২০২৪-এর অলিম্পিক নয়, ২০১৮ সালে ওয়ার্ল্ড কাপ এবং কমনওয়েলথে একাধিক সোনা জেতা দিয়ে শুরু তাঁর এই জার্নি! মাত্র ২৪ বছর বয়স এখন! ঝুলিতে দুটি অলিম্পিক ব্রোঞ্জ! তিনি আজ অ্যাডিডাস ও নাইকির মুখ!

শুটিং একটি ইন্ডিভিজুয়াল গেম! এখানে ভালো খেললে যেমন কৃতিত্ব নিজেরই, খারাপ খেললেও তেমন দোষের সবটুকু নিজের! কেউ কিছু কেড়ে নিয়ে যেতে পারে না! দর্শক কেবল দূর থেকে দেখেন, আর ততটাই জানতে পারেন যতটা সংবাদ তাঁকে জানাতে চায়! হাজার খেলার ভিড়ে তাই হারিয়ে যায় শুটিং। আবার সার্ফেসে আসে সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে। যখন কোনও এক তুর্কি খেলোয়াড়, নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে ভালো খেলেন এবং ভাইরাল হন, দেখি ঘরে ঘরে কানাঘুষো হয়। দেখি উত্তেজিত হয়ে ওঠে আমার পাড়ার ছেলেটিও। অতএব ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে যায়, খেলার আড়ালে আমরা নায়ক খুঁজে চলেছি প্রতিদিন। যেভাবে দলের ভালো খেলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রিয় খেলোয়াড়ের হাতের সেঞ্চুরি! আর এই একটি চাহিদা প্রত্যেকবার কিছুটা করে পিছিয়ে দেয় আমাদের!

স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অ্যাকাডেমি এবং সরকারি রেঞ্জ মিলিয়ে সারা ভারতে এই মুহূর্তে সাতাশ হাজারের বেশি রেজিস্টার্ড ক্লাব। ক্লাব প্রতি গড়ে পঞ্চাশজন শুটার ধরলেও সংখ্যাটা যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় তা খুব ফেলে দেওয়ার মতো নয়, একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। যে কোনও রাজ্যস্তরের খেলাতেও এখন প্রায় ছশো থেকে সাতশো শুটার অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় স্তরে পৌঁছান প্রায় একশোর বেশি শুটার। শুটিং-এর এই মানচিত্র বদল, গত পনেরো বছরের অবদান।

খেলোয়াড়ের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে প্রশিক্ষিত কোচের সংখ্যা, বেড়েছে অফিশিয়ালদের সংখ্যাও। আমাদের সেই সময় কবেই পিছনে ফেলে এখন রাইফেল ও

অলিম্পিকে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিগত স্বর্ণপদকজয়ী অভিনব বিন্দ্রা

পিস্তলের ন্যাশনাল একই সময়ে ভারতের দুটি আলাদা শহরে করে ফেলার ক্ষমতা রাখে এনআরএআই (ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া)।

সময় বদলেছে, নিয়ম বদলেছে, বদলেছে টেকনলজিও। হাতে পুলি ঘুরিয়ে টার্গেট পেপার জায়গায় পাঠানো ও শটের পর ফিরিয়ে আনার দিন গিয়ে ইলেক্ট্রনিক টার্গেটের মুখ দেখেছে বাংলা। দশ সংখ্যার স্কোরিং থেকে ডেসিমালে চলে গিয়েছে স্কোর। কেবল দশ-এ শট রাখা নয়, সেই দশও কতটা নিখুঁত, তার ওপর নির্ভর করছে খেলোয়াড়ের ভাগ্য!

নতুন অ্যাকাডেমিগুলি খেলায় ভূমিকা রাখছে যথেষ্ট! তারা নিজেদের অস্ত্রে খেলতে দিচ্ছে বলে অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাও নির্দ্বিধায় আসতে পারছে এই খেলায়! এ সুবিধা তো এক দশক আগেও তেমন ছিল না! যাঁর ব্যক্তিগত ওয়েপন নেই, একটা জায়গার পর গিয়ে আটকে যেত তার পারফরমেন্স! সুবিধা বেড়েছে এ কথা অনস্বীকার্য, তবে এই সমস্ত সুবিধার আড়ালে লুকিয়ে রয়ে যায় আরও অনেক কো-ল্যাটারাল। সেসমস্ত কথা আমরা জেনে উঠতে পারি না। পারি না, কারণ এই খেলার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা হয় না সেভাবে!

এবার আসা যাক অন্য এক বিষয়ে, ২০১৬ রিও অলিম্পিকে খারাপ ফলাফলের পর একটি বিশেষ পদ তৈরি হয় জাতীয় দলটিকে দেখভাল করার জন্য। এই পদের দায়িত্বে যিনি আসেন, তিনি রাইফেল শুটিং-এর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নন। ফলে তাঁর নেওয়া বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ আদৌ এই খেলার হিতে এসেছে কি না তাই নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়! জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় বা প্রশিক্ষকদের অনেকেই এই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন নানান সময়ে। এর ছাপও কি পড়েনি খেলায়? হয়তো পড়েছে। ভেঙে বলতে গেলে জাতীয় স্তরের খেলা পর্যন্ত একজন শুটার তাঁর ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণে বহাল থাকেন। তাই জাতীয় স্তরের খেলার ফলাফল দেখে আমরা আন্দাজ করতে পারি খেলা সত্যিই এগোচ্ছে কি না! এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, প্রতিপক্ষের ক্ষমতার ওপর শুটিং-এর হার-জিত নির্ভর করেনি কোনওদিন। তাই বাংলা থেকে বার বার উঠে এসেছেন কেউ না কেউ। অবশ্যই তাঁর নিজের কৃতিত্বে।

তারপর জাতীয় স্তর টপকে গিয়ে তাঁরা পড়েছেন জাতীয় ক্যাম্পে। সেখানে ভিন্ন প্রশিক্ষক, ভিন্ন নিয়ম, ভিন্ন প্রশিক্ষণের ধরনে কখনও হারিয়ে গিয়েছেন, কখনও বা আরও আরও এগিয়ে গিয়েছেন ঔজ্জ্বল্যের দিকে!

২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে চিনের মতো আন্তজাতিকভাবে সফল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়েও এই ভারতই তাঁদের মাটি থেকে ছিনিয়ে এনেছিল ২২টি পদক, যার ৭টি সোনা, ৯টি রুপো ও ৬টি ব্রোঞ্জ! অথচ ২০২৬-এর এশিয়ান গেমসে এখন অব্দি মাত্র ৮টি পদক আনতে পেরেছে রাইফেল শুটিং। যে তালিকায় একটিও সোনা নেই!

কেন নেই? কেন এই দুর্বল ফলাফল ভারতের? এই প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে দেওয়া অসম্ভব। আবহাওয়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়, অন্তত এশিয়ার ক্ষেত্রে তো নয়ই! তবে যে কারণটিকে অস্বীকার করা যায় না তা অ্যামুনিশনের আকাল।

এশিয়ান গেমসের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এই আকাল চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে খেলোয়াড়দের কপালে। এই নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে আগেই। যে বিশেষ ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে বছরের পর বছর অভ্যস্ত হয়েছেন শুটাররা, তাদের সরবরাহে এক বিরাট আকাল তৈরি হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে! ফলে রাস্তা পড়ে ছিল দুটি, হয় প্র্যাক্টিস বন্ধ হয়ে যাওয়া, অথবা তথাকথিত নিম্নমানের কার্তুজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাওয়া! কোনওটিই দীর্ঘ্যমেয়াদি সমাধান নয়। ফলস্বরূপ যা হল, তার জন্য অনেকটাই প্রস্তুত ছিলাম আমরাও।

শুটিং-এ যেভাবে টেকনলজি এসেছে, যেভাবে এই খেলা বিজ্ঞানের লালনে বড় হতে শুরু করেছে, তা এক নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। এই যাত্রা কোনও একটি বিশেষ খেলা অথবা কোনও একটি বিশেষ সময়ের ফলাফল দিয়ে বিচার না করাই শ্রেয় বলে মনে করা উচিত আমাদের। আপাতত আগামীর দিকে তাকাই, কোনও একজন নয়, বরং একটি ভিড় মুখ হয়ে উঠুক এই খেলার!

২০১২-র অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী গগন নারাং

২০২৪ অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকের।

অলিম্পিকে শুটিংয়ে প্রথম ব্যক্তিগত পদকজয়ী ভারতীয় রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর।

কাবাডিতে জোড়া সোনা ভারতের

নাগোয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে একইদিনে জোড়া সোনা জিতল ভারত। কাবাডিতে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখল তারা। দুই ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ দেশের নাম ইরান।

শনিবার প্রথমে মহিলাদের বিভাগে সোনা জেতে ভারত। প্রতিপক্ষ ইরানকে ৩৭-৩৪ পয়েন্টে হারায় তারা। গত এশিয়ান গেমসেও সোনা জিতেছিল ভারতের মেয়েরা। সেই ধারা বজায় রেখে চতুর্থবার সোনা জিতল তারা। ২০১০ সালে এশিয়ান গেমসে মহিলাদের কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসকে বাদ দিলে বাকি সব সংস্করণে সোনা জিতেছে ভারতের মেয়েরা। ফাইনালে হাফটাইমে ভারত ২২-১৬ পয়েন্টে লিড নিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ইরান পালটা লড়াই করে ম্যাচের একপর্যায়ে ম্যাচের স্কোর ২৭-২৬ ফলে নিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও দলই জিততে পারত। তবে পুষ্পা রানা, পিংকি রায়রা শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করে দেশকে সোনা এনে দেন।

তবে হারলেও ইরানের মেয়েদের লড়াই প্রশংসার দাবি রাখে। যুদ্ধের কারণে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেনি তারা। ১০টি ভিন্ন জায়গায় শিবির করতে হয়েছে। এশিয়ান গেমসের আগে কোনও প্রীতি ম্যাচও খেলতে পারেনি ইরান। তাদের কোচ গোলাম রেজা মাজরদারানি বলেছেন, 'যুদ্ধের জন্য আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেনি। খেলোয়াড়রা প্রতিদিন পরিবার নিরাপদে আছে কি না সেটা জানতে চাইত। ওদের ওপর মানসিক চাপ ছিল বেশি। যে কারণে একজন সাইকোলজিস্টকে দলের সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমরা এখনও জানি না, সরাসরি বিমানে ইরান ফিরতে পারব কি না।'

মহিলারা সোনা জেতার পরেই কয়েক ঘণ্টা পরে খেলতে নামে ভারতের পুরুষ দল। সেখানেও বাজিমাত করে ভারত। তবে পুরুষদের কাবাডি ফাইনাল ছিল আরও উত্তেজনায় ভরপুর। দুই পক্ষই নাছোরবান্দা মনোভাব নিয়ে খেলতে নেমেছিল। প্রথমার্ধের শেষে ইরান এগিয়ে ছিল ১৮-১৭ ফলে। বিরতির পর সুশীল কুমারের নেতৃত্বে অল আউট খেলতে থাকে ভারত। শেষ পর্যন্ত ৪০-৩৪ ব্যবধানে ম্যাচ ছিনিয়ে নেয় তারা। মেয়েদের মতো ছেলেরাও টানা দ্বিতীয়বার সোনা জিতে দেশকে গর্বিত করলেন। সবমিলিয়ে পুরুষ কাবাডি দল নবমবার এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল।

সোনার পদক গলায় পোডিয়ামে উচ্ছ্বাস ভারতীয় পুরুষ কাবাডি দলের। শনিবার।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১০৭	৪১	২৮	১৭৬
২	জাপান	৩১	৪৯	৪৯	১২৯
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	১৬	২১	৩৬	৭৩
৪	উজবেকিস্তান	৮	১৭	৯	৩৪
১০	ভারত	৪	১২	১৪	৩০

মহিলাদের কবাডিতে ইরানকে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত হতেই উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের। টোকাইয়ে শনিবার। ছবি : পিটিআই

স্কোয়াশে ফাইনালে অভয়, অনাহাত

নাগোয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসের স্কোয়াশে জোড়া রুপো নিশ্চিত ভারতের। সোনা জয়ের হাতছানি অনাহাত সিং ও অভয় সিংয়ের সামনে।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে এশিয়ান গেমসের স্কোয়াশে মহিলাদের বিভাগে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন অনাহাত। বিশ্বের ছয় নম্বর, জাপানের সাতোমি ওয়াতানাবের বিরুদ্ধে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নেন বছর ১৮-র ভারতীয় তরুণী। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের কাছে প্রথম দুইটি গেমই হেরে যায় অনাহাত। আর একটি গেম হারলেই বিদায় নিশ্চিত ছিল। সেই জায়গা থেকেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ম্যাচ জেতেন।

অন্যদিকে, পুরুষ সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে পাকিস্তানের মহম্মদ ইরফানকে পরাস্ত করেছেন অভয়। এদিন ভারতীয় প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি পাক খেলোয়াড়। মাত্র ৩৫ মিনিটে জয় নিশ্চিত করেন অভয়। এশিয়াডে সোনা জিততে পারলেই ২০২৮ অলিম্পিকে খেলার ছাড়পত্র পাবেন স্কোয়াশ খেলোয়াড়রা। তাই বলাই যায়, সোনা জয়ের হাতছানি যেমন রয়েছে, তেমনই লস অ্যাঞ্জেলেসের টিকিট হাতে পাওয়া থেকেও এই মুহূর্তে মাত্র একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে অনাহত ও অভয়।

ব্রোঞ্জ জিতলেন জোৎস্না-সেন্থিল

অন্যদিকে, স্কোয়াশের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের জোৎস্না চিনাপ্পা, ভেলাভান সেন্থিলকুমারকে। সেমিফাইনালে হংকংয়ের জুটির কাছে পরাস্ত হন তাঁরা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও প্রথম গেম হাতছাড়া হয় ভারতীয় জুটির। দ্বিতীয় গেমে দারুণ প্রত্যাবর্তন করেন জোৎস্না-ভেলাভান। তৃতীয় গেমে একটা সময় এগিয়ে গিয়েও মাত্র এক পয়েন্ট দূরে থেকে জয় হাতছাড়া করেন তাঁরা।

স্কোয়াশে পুরুষদের সিঙ্গলসে ফাইনালে ওঠার পর পাকিস্তানের মহম্মদ ইরফানের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন অভয় সিং। ছবি : পিটিআই

জাপানের সাতোমি ওয়াতানাবেকে হারিয়ে মহিলাদের স্কোয়াশের ফাইনালে উঠলেন অনাহাত সিং।

আইএসএলের প্রথম ডার্বি ২৯ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ডার্বি ২৯ নভেম্বর। আর উদ্বোধনী ম্যাচে বিকেল পাঁচটায় বেঙ্গালুরু এফসি শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে খেলছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে। ওই একইদিনে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এফসি গোয়া ও চেন্নাইয়ান এফসি মুখোমুখি হবে ফতোরদা স্টেডিয়ামে। ২৯ নভেম্বর হবে প্রথম কলকাতা ডার্বি।

পূর্ণাঙ্গ না হলেও জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ১২ রাউন্ডের সূচি দিল ক্লাব পরিচালিত আইএসএল কমিটি। ১৩ দলের লিগ হওয়ায় প্রতিটি রাউন্ডে একটি করে দলের খেলা থাকবে না। আগামী ১০ অক্টোবর শুরু হয়ে মে মাস পর্যন্ত চলবে লিগ। জানুয়ারি পর্যন্ত দেওয়া সূচিতে নভেম্বর মাসের ৮ থেকে ১৯ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিরতি থাকছে। প্রথম রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গলের কোনও ম্যাচ নেই, ১৩ অক্টোবর তাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২-এ আল সোর্তার বিপক্ষে ঘরের মাঠে গুরুত্বপূর্ণ খেলা থাকায়। পুজোর মাস বলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল, কলকাতার দুই দল অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে শুরুতে। কলকাতায় প্রথম ম্যাচ ২৬ অক্টোবর। মোহনবাগান খেলবে চেন্নাইয়ানের বিরুদ্ধে। লিগে সবুজ-মেরুনের প্রথম ম্যাচ ১২ অক্টোবর নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ ১৮ অক্টোবর চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ফতোরদা স্টেডিয়ামে। বেশিরভাগ শনি ও রবিবার দুটো করে ম্যাচ রাখা হয়েছে সপ্তাহান্তে সমর্থকরা যাতে ম্যাচ দেখার সুযোগ পান সেই কারণে। ইন্টার কাশী এখনও তাদের হোম ম্যাচের জায়গা জানাতে পারেনি। নর্থইস্ট এবার প্রথম গুয়াহাটির সারুসাজাই স্টেডিয়াম এবং মণিপুরের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ খেলবে। কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন যেমন একসঙ্গে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ব্যবহার করে তেমনি ফতোরদা স্টেডিয়ামে এফসি গোয়া ও চার্চিল ব্রাদার্স এবং দিল্লির জওহরলাল নেহরুতে পাঞ্জাব এফসি ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি যৌথভাবে ব্যবহার করবে।

অ্যাওয়ে ম্যাচে শুরু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ

১৮ অক্টোবর চার্চিল ব্রাদার্স মারগাঁও (অ্যাওয়ে, ৫টা), **২৩ অক্টোবর** ইন্টার কাশী (অ্যাওয়ে, ৫টা), **৭ নভেম্বর** চেন্নাইয়ান এফসি (অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট), **২০ নভেম্বর** স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি (হোম, ৫টা), **২৯ নভেম্বর** (হোম, ৭.৩০ মিনিট), **৪ ডিসেম্বর** পাঞ্জাব এফসি (হোম, ৭.৩০ মিনিট), **১৩ ডিসেম্বর** মুম্বই সিটি এফসি (অ্যাওয়ে, ৫টা), **১৭ ডিসেম্বর** বেঙ্গালুরু এফসি (অ্যাওয়ে, ৭.৩০ মিনিট), **২১ ডিসেম্বর** নর্থইস্ট ইউনাইটেড (হোম, ৭.৩০ মিনিট), **৩ জানুয়ারি** ওড়িশা এফসি (হোম, ৫টা), **৯ জানুয়ারি** এফসি গোয়া (হোম, ৫টা) **১৬ জানুয়ারি কেরালা ব্লাস্টার্স** (অ্যাওয়ে, ৭.৩০ মিনিট)।

মোহনবাগানের ম্যাচ

১২ অক্টোবর নর্থইস্ট ইউনাইটেড (অ্যাওয়ে, ৭.৩০ মিনিট), **১৬ অক্টোবর** স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি (অ্যাওয়ে ৭.৩০ মিনিট), **২৬ অক্টোবর** চেন্নাইয়ান এফসি (হোম ৭.৩০ মিনিট), **৩১ অক্টোবর** পাঞ্জাব এফসি (হোম ৭.৩০ মিনিট), **৫ নভেম্বর** ওড়িশা এফসি (হোম ৭.৩০ মিনিট), **২২ নভেম্বর** চার্চিল ব্রাদার্স (অ্যাওয়ে ৭.৩০ মিনিট), **২৯ নভেম্বর** ইস্টবেঙ্গল (অ্যাওয়ে ৭.৩০ মিনিট), **৫ ডিসেম্বর** ইন্টার কাশী (অ্যাওয়ে, ৭.৩০ মিনিট), **৯ ডিসেম্বর** বেঙ্গালুরু এফসি (হোম, ৭.৩০ মিনিট), **১৭ ডিসেম্বর** মুম্বই সিটি এফসি (অ্যাওয়ে, ৫টা) **২২ ডিসেম্বর** এফসি গোয়া (অ্যাওয়ে ৭.৩০ মিনিট), **১০ জানুয়ারি** কেরালা ব্লাস্টার্স (হোম ৫টা)।

৪৪ বছরের অপেক্ষা শেষ করলেন সাওয়ান

আইচি, ২৬ সেপ্টেম্বর : তখনও দেশে ভালো করে ঘুম ভাঙেনি অধিকাংশ ভারতীয়র। ভোরবেলাতেই সবাইকে চমকে দিয়ে এশিয়ান গেমসে পুরুষদের ম্যারাথনে রুপো জয় সাওয়ান বারওয়ালের। ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে ম্যারাথনে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন হোসুর কুপ্পাপ্পা সীতারাম। তারপর থেকে ৪৪ বছর থেকে চলা অপেক্ষা শনিবার শেষ করলেন সাওয়ান। ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে তিনি নতুন জাতীয় রেকর্ডও গড়েছেন। ৪৮ সেকেন্ডের জন্য সোনা হাতছাড়া হয় সাওয়ানের। জাপানের ইচিতাকা ইয়ামাশিতা ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড সময় করে সোনা জিতেছেন।

২০১৮ সালে জাকার্তা ও ২০২৩ সালে হ্যাংঝৌ এশিয়াডে শট পাট থেকে দেশকে সোনা দিয়েছিলেন তাজিন্দারপাল সিং তুর। তবে এবার তাঁকে রুপোতেই আটকে যেতে হল। ২০.৬৪ মিটার সেরা থ্রোয়ে তাজিন্দার পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান। গেমস রেকর্ড গড়ে ইরানের মহম্মদরেজা তায়াবিসে ২০.৮১ মিটার ছোড়েন। যা তাঁকে সোনা এনে দিয়েছে।

মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড় থেকে ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছেন প্রাচী চৌধুরী। শুরুর দিকে প্রাচী কিছুটা এগিয়ে থাকলেও বাহরিনের সালওয়া নাসের সোনা জিতেছেন। প্রাচী সময় নিয়েছেন ৫৩.২১ সেকেন্ড।

রুপো এসেছে শুটিং থেকেও। মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে টিম ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন তিলোত্তমা সেন, আশি চৌকসি ও বিদর্ষা বিনোদ। ১৭৬৩ পয়েন্ট স্কোর তাঁরা চিনের পেছনে দুই নম্বরে শেষ করেন। ১৭৭৩ পয়েন্ট পেয়ে সোনা জিতেছে চিন।

ব্যাডমিন্টনে দিনটা মিশ্র গিয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলস থেকে লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টি হেরে ছিটকে গেলেও মহিলাদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন পিভি সিন্ধু ও উন্নতি হুডা। সিন্ধু ২১-৯, ২১-১৩ পয়েন্টে তোমোকা মিয়াজাকিকে উড়িয়ে দেন। বিশ্বের ৬ নম্বর পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানিকে ২১-১৯, ২১-১৩ পয়েন্টে হারিয়ে উন্নতি শেষ আট নিশ্চিত করেন। মহিলাদের ডাবলসে কোয়ার্টারে জায়গা করেছেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। জাপানের মায়ু মাতসুমোতো-ইউকি ফুকুসিমাকে ২৪-২২, ২১-১৮ পয়েন্টে তাঁরা হারিয়ে দেন।

এদিনই শ্রেয়স আইয়ারদের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ হিসেবে আফগানিস্তান ঠিক হয়ে গেল। নেপাল-জাপান ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পরই আফগানদের শেষ আটে ওঠা নিশ্চিত হয়।

পুরুষদের ম্যারাথনে রুপো জিতে সাওয়ান বারওয়াল।

৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনের টিম ইভেন্টে রুপো পেলেন তিলোত্তমা সেন, আশি চৌকসি ও বিদর্ষা বিনোদ।

তাজিন্দারের হ্যাটট্রিক হল না

রুপো জয়ের পথে তাজিন্দারপাল সিং।

আইএফএ শিল্ডের সেমিতে মোহনবাগান, নর্থইস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : আইএফএ শিল্ডে গ্রুপ 'এ' থেকে সেমিফাইনালে দুই দল নিশ্চিত হয়ে গেল। শনিবার শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা পাকা করে ফেলল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। হুয়ান পেদ্রো বেনালির দলের হয়ে গোলগুলি করেন জিথিন এমএস, ড্যানি মিতেই ও আলাদ্দিন আজারাই।

অনুশীলনে ফিরলেন জেলজকোভিচ

নর্থইস্টের এই জয়ের সুবাদে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টেরও শিল্ড সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়ে গেল। প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল শ্রীনিধি।

২৯ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান-নর্থইস্ট ম্যাচ। শেষ চারে দুই দলের জায়গা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ওই ম্যাচটি শীর্ষস্থান দখলের লড়াই হয়ে দাঁড়াল। ম্যাচ ড্র হলে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপের সেরা হয়ে সেমিফাইনাল খেলবে সবুজ-মেরুন। সেখানে শীর্ষস্থান পেতে হলে জিততেই হবে নর্থইস্টকে। এদিকে, চোট সারিয়ে শনিবার থেকে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিলেন মোহনবাগানের নতুন বিদেশি মিডফিল্ড জেনারেল সামির জেলজকোভিচ। নর্থইস্ট ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।

ফের চোট হার্দিকের, প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : চোটআঘাত কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না হার্দিক পান্ডিয়ার। যখনই মনে হচ্ছে ফিরতে চলেছেন, তখনই ফের চোট পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক-আধবার নয়, বারবার যা ঘটছে ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা এই অলরাউন্ডারের সঙ্গে। ফের চোটের পুনরাবৃত্তি। ভারত-অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের ওডিআই সিরিজে ফেরার কথা থাকলেও বাধ সেধেছে পায়ের নতুন চোট। বোলিং করার সময় যন্ত্রণা অনুভব করছেন। চিকিৎসকদের মতে, সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। দিন পনেরোর আগে মাঠে ফেরা সম্ভব হবে না। ফলস্বরূপ, ৬ অক্টোবর পুদুচেরিতে শুরু 'এ' দলের ওডিআই সিরিজে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে বেঙ্গালুরুস্থিত সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে ছাড়পত্র জরুরি। কিন্তু চোটের যা হালহকিকত, তাতে সিরিজের আগে ফিট হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

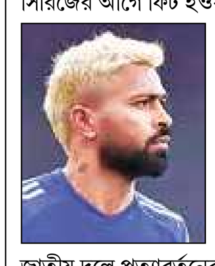

অজি 'এ' সিরিজে অনিশ্চিত

ফিটনেস ঘিরে নতুন ডামাডোলের ফলে সংশয় তৈরি হয়েছে নিউজিল্যান্ড সফরের দলে হার্দিকের জায়গা পাওয়ার বিষয়টিও। কয়েকদিন আগে হার্দিক-প্রসঙ্গে হেড কোচ গৌতম গম্ভীর পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আধাফিট, আধা প্রস্তুত কোনও ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া হবে না। শর্ত ছিল, জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের আগে কয়েকটা ম্যাচ খেলতে হবে।

৪ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের সূচনা। 'এ' সিরিজে খেলতে না পারলে ম্যাচ প্র্যাকটিস হাতছাড়া হবে হার্দিকের। সেক্ষেত্রে গম্ভীরের কথামতো জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন আরও বিলম্বিত হবে তারকা অলরাউন্ডারের। ভারতীয় দলের হেড কোচ এর আগে জানিয়েছিলেন, ১০ ওভার বোলিং করার মতো অবস্থায় নেই হার্দিক। যখন হবে, তখন দলে জায়গা পেতে সমস্যা হবে না।

আইপিএলের পর থেকেই মাঠের বাইরে হার্দিক। সিওই-তে দীর্ঘ রিহ্যাব প্রক্রিয়া চলছে। মনে করা হয়েছিল ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজে খেলবেন। কিন্তু ফিট না হওয়ায় সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেয়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ফিটনেস টেস্ট দেন। যেখানে দেখা যায় ১০ ওভার বোলিংয়ের মতো অবস্থায় নেই হার্দিক। ১৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফার ফিটনেস পরীক্ষায় পায়ের যন্ত্রণার বিষয়টি সামনে আসে। স্ক্যান রিপোর্টের ভিত্তিতে সপ্তাহ দুয়েক বিশ্রামের পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা।

আজ শহরে আনোয়ার-রায়ানদের ভারত

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : পানামা ম্যাচ শেষ হতে না হতেই এবার লক্ষ্য কলকাতা-জয়।

অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় বললে ভুল হবে না। সেই আশির দশকের শুরুতে নেহরু গোল্ড কাপে ভারতের কিছু ম্যাচ আজও তখনকার মানুষের স্মৃতিতে অমলিন। তারও আগে পেলের কসমস ক্লাবের বিপক্ষে দুর্দান্ত খেলা উপহার দেন শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়-সুব্রত ভট্টাচার্যরা। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু ম্যাচে বা কোনও টুর্নামেন্টে ভারতীয় ফুটবল দল ভালো খেললেও সেভাবে বিশ্বের প্রথম সারির দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ আসেনি। সেদিক থেকে ধরলে বহুকাল বাদে ভালো দলগুলির বিপক্ষে খেলছে ভারত। এদের মধ্যে ব্রাজিল সেরা হলে তারপরে পর্যায়ক্রমে থাকবে উরুগুয়ে ও পানামা। বিশ্বকাপে খেলা দেশের বিপক্ষে ৬৮ মিনিট পর্যন্ত ভারত এগিয়ে, কে কবে কল্পনা করেছেন? শুধু তাই নয়, সদ্য বিশ্বকাপ খেলে আসা পানামার বিপক্ষে ম্যাচ ড্র রেখে মাথা উঁচু করে কলকাতায় আসছে খালিদ জামিলের ভারত।

রবিবারই কলকাতা পৌঁছে যাচ্ছে ভারতীয় দল। তার আগেই তৈরি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও তিনটি ট্রেনিং গ্রাউন্ড। শেষ দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ ব্রাজিল তাদের প্রথম প্রীতি ম্যাচে একইভাবে পিছিয়ে থেকে শেষমুহূর্তের গোলে ড্র করে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ভারতে আসার আগে ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলব আমরা, দারুণ উত্তেজিত। শুনেছি ভারতে প্রচুর ফুটবল অনুরাগী রয়েছে, যার মধ্যে অনেকেই আবার ব্রাজিল সমর্থক। তাদের সামনে খেলা এবং মুহূর্তটা উপভোগ করা আমাদের জন্য সত্যিই আনন্দের বিষয় হবে।'

ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচ খেলতে

যুবভারতীর দেওয়ালে আগেই গেরুয়া রংয়ের পোঁচ পড়েছে। এই প্রথম সিট নম্বর দিয়ে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে যুবভারতীতে। বিশ্বকাপের মতো গ্যালারির লবিতে খাবারের স্টল করা হচ্ছে। যা আগের সরকার বন্ধ করেছিল। মূল মাঠ এবং ট্রেনিং গ্রাউন্ডের ঘাস নতুন করে বোনা এবং প্রচণ্ড বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে তা প্রয়োজনে ঢেকে রাখারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এছাড়া স্টেডিয়াম সাজানো, অতিরিক্ত ঢোকার গেট তৈরি করা, বিশ্রামের জায়গা তৈরি করা, সবই হচ্ছে বলে খবর। এছাড়াও মাঠ, গ্যালারি থেকে ট্রেনিং গ্রাউন্ড সবই নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। ব্রাজিলের মাঠ পর্যবেক্ষকরাও প্রতিদিন দেখভাল করছেন বলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়। এই দুই ম্যাচের জন্য পানামার বিরুদ্ধে ড্র মনোবল জোগাবে আশা করা যায়। তবে বিশ্বের ৪৪ নম্বরে থাকা পানামার সঙ্গে এই খেলার ফল নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন কার্লো আন্সেলোত্তি ও দিয়েগো ফোরলান।

মালিকানা পরিবর্তনের পথে কেরালা ব্লাস্টার্স

কোচি, ২৬ সেপ্টেম্বর : অবশেষে মালিকানা বদল হচ্ছে কেরালা ব্লাস্টার্সের। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ একটি কনসর্টিয়াম দক্ষিণী দলটির দায়িত্ব নিতে চলেছে। সোমবার হয়তো এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। এদিকে হোম গ্রাউন্ড পরিবর্তনের গুঞ্জন থাকলেও ক্লাব সূত্রের খবর, এই মরশুমেও কোচিতে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম থেকেই খেলবে কেরালা ব্লাস্টার্স। শনিবার আইএসএলের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১১ অক্টোবর তারা প্রথম ম্যাচ খেলবে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে।

সঞ্জুর শহরে বিশ্বকাপের মহড়া

ফিট গিল, আবার পরীক্ষা রোহিতের

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ সেপ্টেম্বর : ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও বছর খানেক বাকি। যদিও বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। দল তৈরির পাশাপাশি জোর বিশ্বকাপের নীল নকশা তৈরিতে। রবিবার বিশ্বকাপের মহড়ায় সলতে পাকানোর কাজে ময়দানে টিম ইন্ডিয়াও।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ দিয়ে 'হোম সিজন'-এর উদ্বোধন। গৌতম গম্ভীরদের কাছে বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সালের মঞ্চ। ক্যারিবিয়ান শিবিরে সেখানে ২৪ বছর পর ভারতের মাটিতে সিরিজ জয়ের তাগিদ। মরিয়া এক নম্বর ওডিআই টিমকে কড়া টক্করে ফেলে বিশ্বকাপের যোগ্যতাপর্বের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়া।

কেরলের রাজধানী শহর তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত দুইদিন ধরেই অনুশীলনে ডুবে দুই দলই। 'ঈশ্বরের দেশ' কেরলের সেরা ক্রিকেট আইকন সঞ্জু স্যামসন নেই। উইকেটকিপার-ব্যাটার এখন জাপানে। কিন্তু ম্যাচ ঘিরে উৎসাহে ভাঁটা নেই। বাড়তি নজর বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার প্রতি। গম্ভীরের চোখ দলের ফাঁকফোকর মিটিয়ে নেওয়াতে।

হার্দিক পান্ডিয়ার বিকল্প হিসেবে অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডিকে প্রতিষ্ঠিত করার ওপর জোর। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে পঞ্চম বোলারের দায়িত্বে আস্থার মর্যাদা রেখেছেন। এবার ৫০-৫০ ফরম্যাট। গ্রিনফিল্ডের হাইস্কোরিং পিচ অবশ্য পরীক্ষায় ফেলবে। তবে প্রতিপক্ষ নয়, ভারতীয় থিংকট্যাংকের ভাবনায় বিশ্বকাপের দল, কম্বিনেশন গুছিয়ে নেওয়া।

একই সময়ে এশিয়ান গেমস। ফলে একাধিক তারকা নেই ওডিআই সিরিজে। যা সুযোগ এনে দিয়েছে আকিব নবি দার, নমন ধীরদের। একইভাবে রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদবের জন্য হাতছানি সম্ভাব্য বিশ্বকাপ দলের ভাবনায় ঢুকে পড়ার। জাদেজার জন্য আবার নয়া রেকর্ডের হাতছানি। আর একটি উইকেট পেলে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বৈরথে সর্বাধিক উইকেটে জাদেজা (৩২ ম্যাচে ৪৪) পিছনে ফেলবেন কিংবদন্তি কোর্টনি ওয়ালশকে (৩৮ ম্যাচে ৪৪ উইকেট)।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
প্রথম ওডিআই আজ
সময় : দুপুর ২টা
স্থান : তিরুবনন্তপুরম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

শ্রেয়স আইয়ারের (এশিয়ান গেমস দলের অধিনায়ক) অনুপস্থিতিতে চার নম্বরে রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়কও। পাঁচে লোকেশ রাহুল। রোহিতকে নিয়ে ফের ভালো শুরুর গুরুভার শুভমান গিলের কাঁধে।

শুক্রবার নেটে মহম্মদ সিরাজের দ্রুতগতির বলে গিলের কনুইয়ের চোট চিন্তায় ফেলেছিল। তবে এদিন স্বস্তির কথা শুনিয়েছেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'শুভমান ঠিকঠাক আছে। আমার ধারণা, কাল মাঠে নামতে কোনও সমস্যা হবে না।'

তিন নম্বরে বিরাট। এদিনই জানিয়েছে, ২০২৭ বিশ্বকাপই ভারতের জার্সিতে তার শেষ আইসিসি টুর্নামেন্ট। ফলে শেষটাকে রঙিন করার তাগিদ প্রত্যাশিত। এই সিরিজে ব্যাটে শান দেওয়ার কাজ সেরে নিতে মুখিয়ে থাকবেন। নমন ও ধ্রুব জুরেল থাকলেও চারে অভিজ্ঞ রুতুরাজই এগিয়ে। পাঁচে উইকেটকিপার-ব্যাটার দলের সহ অধিনায়ক লোকেশ।

কোটাক আবার জাদেজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর মতে 'থ্রি ইন ওয়ান' জাদেজার উপস্থিতিতে দলের ভারসাম্য বাড়বে। 'দুর্দান্ত বোলার। ওর রেকর্ড সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। রোহিত, বিরাটের মতো জাদেজার অভিজ্ঞতা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।' আগ্রাসী ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংকে থামানো অবশ্য মূলত চিন্তার জায়গা। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতে মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণার সঙ্গে গুরনুর ব্রারদের কাঁধে পেস ব্যাটারির দায়িত্ব। ব্যাকআপ জম্মু ও কাশ্মীরের জোরে বোলার আকিব নবি। স্পিন বিভাগে জাদেজা-কুলদীপ।

ডারেন স্যামি গতকাল বলছিলেন, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ না পাওয়ার দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটানোর কথা। হেড কোচের ইচ্ছেপূরণে অধিনায়ক শাই হোপ, জন ক্যাম্পবেল, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোস্টন চেজদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আলজারি জোসেফের প্রত্যাবর্তনে বোলিংয়ের শক্তি বেড়েছে। আছেন শামার জোসেফ, গুডাকেশ মোতি, জাডেন সিলসরা। অতীত পরিসংখ্যান বলছে, ১৪২টি দ্বিপাক্ষিক ওডিআই ম্যাচে ভারত ৭২টি জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জবাবে জিতেছে ৬৪টি ম্যাচ। গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল ভারত। অপর ম্যাচে ভারতের ৩৯০ রানের জবাবে মাত্র ৭৩-এ গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল? উত্তরের জন্য আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

অনুশীলন শুরুর আগে পিচ দেখলেন গৌতম গম্ভীর, সীতাংশু কোটাক। তিরুবনন্তপুরমে শনিবার।

'২৭ বিশ্বকাপই শেষ, বার্তা বিরাটের

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ সেপ্টেম্বর : রাত ফুরোলেই বিশ্বকাপের 'মহড়া' পর্বের সূচনা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে প্রথম। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজে প্রথম বল পড়ার আগেই বিরাট কোহলির 'বিদায়বার্তা'য় উত্তাল বিশ্ব ক্রিকেট। 'চেজ মাস্টার' জানিয়ে দিলেন, ২০২৭-ই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। 'মেন ইন ব্লু' জার্সিতে আর কোনও বিশ্বকাপে খেলবেন না।

এক সাক্ষাৎকারে বিরাট পরিষ্কার বলেছেন, 'আগামী বছর দেশের হয়ে শেষবার বিশ্বকাপ খেলব। আমার কাছে ওটাই একমাত্র অনুপ্রেরণা। আপাতত বিশ্বকাপ জয়ই আমার একমাত্র স্বপ্ন। দেশকে কাপ উপহার দিতে চাই। এরজন্য নিজেকে নিঙড়ে দিতে প্রস্তুত। যা যা করার প্রয়োজন, তার জন্য আমি তৈরি।'

আগামী নভেম্বরে আটত্রিশে পা রাখবেন বিরাট। স্বাভাবিকভাবেই ২০৩১-এর বিশ্বকাপে খেলা সম্ভবপর হবে না। বাস্তব অস্বীকার করছেন না শচীন তেন্ডুলকারের (১৮,৪২৬ রান) পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ১৫ হাজার ওডিআই রানের (১৪,৯৪১) মাইলস্টোনের অপেক্ষায় থাকা বিরাট। যুক্তি, 'ওডিআই বিশ্বকাপ অনেক বেশি কঠিন। একদিনে আড়াইখানা টি২০ ম্যাচ খেলার সমান। আর বিশ্বকাপে টানা গোটা দশেক ম্যাচে সেরাটা দিতে হয়। বিশ্বকাপ বিদেশে হলে পরিশ্রম অনেক বেশি। যা আর কোনও টুর্নামেন্ট, সিরিজে হয় না।'

ক্রিকেট মহলের ধারণা, ২০২৭ বিশ্বকাপের পর পুরোদস্তুর অবসর নিয়ে নেবেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের সময় ৩৯ বছরে পা রাখা বিরাটও কেরিয়ারকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাইবেন না। পুরোটাই অনুমান। তবে এদিন বিরাট পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আর যতদিন ব্যাট হাতে ভারতীয় জার্সিতে মাঠে নামবেন, প্রতি মুহূর্ত উপভোগ করতে চান।

> আগামী বছর দেশের হয়ে শেষবার বিশ্বকাপ খেলব। আমার কাছে ওটাই একমাত্র অনুপ্রেরণা। আপাতত বিশ্বকাপ জয়ই আমার একমাত্র স্বপ্ন।
>
> **-বিরাট কোহলি**

টেস্ট এবং টি২০ ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছেন। ফোকাস শুধু এখন ওডিআইয়ে। ফলে অনেক বেশি চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারছেন। শেষ ১০ ম্যাচে নামের পাশে ৩টি সেঞ্চুরি, ৪টি হাফ সেঞ্চুরি! যে প্রসঙ্গে বিরাটের প্রতিক্রিয়া, 'আমার কাছে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনভাবে খেলা। মানুষের প্রত্যাশা নয়, খেলাটাকে নিজে উপভোগ করতে চাই। যে মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামি।'

অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষে অবশ্য দল। বিরাটের মতে, আগ্রাসী, বিগহিট নিতে ভালো লাগে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় দলের জন্য। ঝুঁকির রাস্তায় হেঁটে দলকে বিপদে ফেলার বদলে নিজের শট খেলার ইচ্ছেতে কিছুটা ব্রেক লাগিয়ে ক্রিজে টিকে থাকাকেই শ্রেয় মনে করেন।

অধিনায়ক শুভমান গিলের ওপরও আস্থা রাখছেন। বিরাটের মতে, সুরক্ষিত হাতেই নেতৃত্বের ব্যাটন। বলেছেন, 'শুভমানের বয়স অল্প। এখনও শিখছে। এখনও পর্যন্ত যতটুকু নেতৃত্ব দিয়েছে, অধিনায়কের ভূমিকায় ওর ভাবনাচিন্তা একদম যথাযথ। পরিকল্পনা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। আগ্রাসী ক্রিকেটে বিশ্বাসী।'

একই সঙ্গে শুভমানকে মনে করিয়ে দিলেন, এখনও অনেক রাস্তা পাড়ি দেওয়া, আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের কথাও। বিরাটের বিশ্বাস, যত বেশি শিখবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, ততই নেতৃত্বের ধার বাড়বে। অনেক ভালোভাবে দলকে সামলাতে সক্ষম হবে শুভমান। শুধু শুভমানের ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি অধিনায়কের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। কেরিয়ারের সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়া রোহিত শর্মার পাখির চোখও ২০২৭ বিশ্বকাপ। তাঁর খেলা নিয়ে ওঠা বিতর্ক, প্রশ্নচিহ্নকে নস্যাৎ করে হিটম্যানের পালটা জবাব, 'আমি ফুরিয়ে গিয়েছি, এই রকম ভাবনা কখনও আমার মনে আসেনি। আর যতদিন খেলব, কিছু না কিছু অনুপ্রেরণা কাজ করবেই। আপাতত চোখ বিশ্বকাপের দিকে। দেখা যাক...।' বিশ্বকাপ, আইসিসি টুর্নামেন্ট মানেই কড়া চ্যালেঞ্জ, তাও মনে করিয়ে দিলেন। ১২ হাজার ওডিআই রানের দোরগোড়ায় থাকা (১১,৮৯৫) রোহিত আরও বলেছেন, 'বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ বাকি কিছুর চেয়ে আলাদা। আলাদা মাঠ, ভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি। প্রস্তুতিতেও ব্যবধান থাকে। পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনায় ফারাক থাকে। সবমিলিয়ে ভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকবে বিশ্বকাপে।'

আমি ফুরিয়ে যাইনি : রোহিত

জয় দিয়ে শুরু জিদান জমানা

বেলজিয়ামের কাছে হার ইতালির, এমবাপের চোটে দুশ্চিন্তায় ফ্রান্স

ইজমির ও রোম, ২৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দলে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা স্মরণীয় করে রাখলেন জিনেদিন জিদান। গত ৩২ বছরে ফ্রান্সের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম ম্যাচে জয়ের স্বাদ পাননি কোনও কোচ। জিজুর হাত ধরে সেই অভিশাপ কাটল। শুক্রবার নেশনস লিগের প্রথম ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপের করা গোলে তুরস্ককে ১-০ ব্যবধানে হারালেন ফরাসিরা।

ম্যাচের প্রথমার্ধে বারবার বিপক্ষের বক্সে হানা দিলেও কিছুতেই গোলমুখ খুলতে পারছিল না ফ্রান্স। অবশেষে ৫৬ মিনিটে জিদানের দলকে কাঙ্ক্ষিত গোলটি এনে দেন এমবাপে। মাইকেল ওলিসের নিখুঁত পাস ডান পায়ের নীচু শটে গোলে পাঠান ফরাসি অধিনায়ক। ওই গোলের আনন্দ কিছুক্ষণের মধ্যে ম্লান হয়ে যায় এমবাপে হাঁটুর চোটে। মাঠ ছাড়েন তিনি। ম্যাচ শেষে এমবাপের চোট নিয়ে হতাশা গোপন করেননি জিদানও। তিনি বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও এমবাপেকে শিবির ছেড়ে ফিরে যেতে হবে। ওকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হবে না।' ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনও জানিয়েছে, নেশনস লিগের পরবর্তী তিনটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না এমবাপেকে।

শুক্রবার নেশনস লিগের অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে বেলজিয়ামের কাছে ২-০ গোলে হারল ইতালি। ২০ মিনিটে মিকা গডটসের গোলে এগিয়ে যায় বেলজিয়াম। দ্বিতীয়ার্ধে ২-০ করেন ডোডি লুকেবাকিও। এই ম্যাচেই রবার্তো মানচিনি প্রত্যাবর্তন করলেন ইতালি জাতীয় দলের ডাগআউটে। তবে ম্যাচ শেষে সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। এটাকে অবশ্য খুব স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই দেখছেন মানচিনি।

মহিলা ফুটবল শুরু ১ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি ১ অক্টোবর শুরু হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সেদিন উদ্বোধনী ম্যাচে দুপুর ২.৩০ মিনিটে উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি মুখোমুখি হবে নেতাজি ফুটবল কোচিং সেন্টারের। মহিলাদের এই ফুটবলে ৮টি দল অংশ নিচ্ছে। ফাইনাল ৭ অক্টোবর। ৬ অক্টোবর সংস্থার ৫০ বছর পূর্তি কমিটি গঠন করা হবে। রাজ্যের দুই মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মন ছাড়াও বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে সেদিন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চিফ প্যাট্রন হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে সহমত হয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

চ্যাম্পিয়ন কৌস্তভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : দমদমে আয়োজিত অল বেঙ্গল স্টেজ ওয়ান টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির কৌস্তভ চক্রবর্তী। ফাইনালে রুদ্রনীল জানার বিরুদ্ধে ৩-২ গেমে তার জয় এসেছে। সেমিফাইনালে শিলিগুড়িই মণীশ দামকে ৩-০ গেমে হারিয়েছে কৌস্তভ। তবে সেমিফাইনালে ওঠার সুবাদে মণীশ ব্রোঞ্জ পেয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছে সিরাজবর্ধন সিং। তিনজনই ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের।

দমদমে পদক জয়ের পর কৌস্তভ চক্রবর্তী, মণীশ দাম ও সিরাজবর্ধন সিং।

দেশবন্ধুতে ফিরলেন আশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের জন্য দলবদল শনিবার শুরু হয়ে গেল। রবিবার শেষদিনে দলবদল চলবে দুপুর ৩টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে পরিষদের দপ্তরে এদিন ৭৭ জন সই করেছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন তাদের পুরোনো দলটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। সচিব মদন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের দেবেশ ঘোষ, প্রশান্ত দাস, রাহুল মুর্মু, সৌরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে আমরা আজ সই করিয়েছি। গতবারের সর্বাধিক গোলস্কোরার জয়হরি বর্মনকেও আরও এক বছর রেখে দিতে পারছি।' দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের ফুটবল সচিব আশিস বসাক বলেছেন, 'পিয়ারলেসে খেলা আশিস ছেত্রীকে আবার ফিরিয়ে এনেছি আমরা। দলে নিয়েছি রাজদীপ রায়, মৌলী বিশ্বাসকে। আমাদের টার্গেটে থাকা বেশ কিছু ফুটবলার এই মুহূর্তে সিকিমে আটকে। বাকিটা আমরা স্পেশাল সই করাব বলে ঠিক করেছি।' এছাড়া মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবে গিয়েছেন শ্যামল চম্প্রমারি, গণজিৎ বসুমাতারি। ওয়াইএমএ সই করিয়েছে বিশ্বজিৎ রায়কে।

জয়হরি সূর্যনগরেই

প্রিমিয়ার লিগের জন্য ফুটবলার সই করাচ্ছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন (উপরে) ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।